নবাব সিরাজদ্দৌলা

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত

প্রথম অভিনয়
নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চে
শুক্রবার—১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৭ সাল

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৬৭ সাল

তৃতীয় সংস্করণ]

প্রকাশকের নিবেদন

বন্দেমাতরম-গুরু বিশ্ব-বরেণ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র—ঐতিহাসিক-উপন্যাস-সম্রাট শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্ন মহোদয় কর্ত্তৃক ভূমিকা সঙ্কলিত—নবাব সিরাজদ্দৌলা নাটকখানি আজ নাট্যপ্রিয় সুধী-সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত কর্‌লাম—এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সন্ধিক্ষণে—বিপদের সম্মুখীন হ'য়ে।

এই নাটকখানি যে সময়ের রচনা, সে সময় একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় কর্‌তে সময় লাগতো—পাঁচ থেকে ছ' ঘণ্টা।

বর্ত্তমানে—দ্রুতগতির যুগে, নাটকের গতিবেগও বেড়েছে। এমন একখানি নাটকের অভিনয় শেষ কর্‌তে হয়—তিন থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে।

তাই, নট-নাট্যকার ও প্রবীণ নাট্যশিক্ষক শশাঙ্কশেখর, বর্ত্তমানে তাঁর নিজ এবং বহু সৌখীন ও ব্যবসায়ী না ট্য-প্রতিষ্ঠানে এই নাটকখানির অভিনয় করান প্রথম তিনটি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্জ্জন ক'রে—চতুর্থ দৃশ্যকে প্রথম ও পঞ্চম দৃশ্যকে দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিবর্ত্তন ক'রে।

নট-নাট্যকার শশঙ্কশেখরের সম্পাদনায় নাটকখানি সম্পূর্ণ ছাপা হ'লেও কোন সৌখীন বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যদি অভিনয়কালে, নাট্যপরিচালক শশাঙ্কশেখরের পন্থায় প্রথম তিনটি দৃশ্য বর্জ্জন করেন, তাতে নাটকের গল্পাংশ অস্পষ্ট হবে না এবং নাটকের গতিবেগও ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে আরো বর্দ্ধিত হবে।

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সার্ব্বভৌম অধীশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলা নাটকখানির সর্ব্বস্বত্ব ক্রয়সূত্রে সম্পূর্ণরূপে আমার। সুতরাং আমার বিনা সম্মতিতে কেহ নাটকখানির নাম পরিবর্ত্তনে অন্য নামে অভিনয় করবেন না—করলে আমাকে আইনের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে হবে। এরূপ অপ্রীতিজনক অবাঞ্ছিত ঘটনার গতিপথ নিরুদ্ধ কর্‌তে আমি সবিনয়ে এই নিবেদন জানালাম। ইতি—

১৩ই ভাদ্র রাধাষ্টমী ১৩৪৮
১৭।১এ অপার চিৎপুর রোড,
পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনীত প্রকাশক—
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল
স্বত্বাধিকারী—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী।

উৎসর্গ-পত্র

নাট্যরথী—

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

বাণীবিনোদ

শ্রদ্ধেয় !

বাংলা-রঙ্গমঞ্চে আপনার সিরাজ-চরিত্রাভিনয়ে বুঝেছিলাম—সিরাজ-চরিত্রের সত্য-সন্ধান আপনিই পেয়েছেন।

তাই, এ খেয়ালের বশে লেখা নাটকে সিরাজ-চরিত্রের মর্য্যাদা আমি রাখতে পেরেছি কি না বিচার কর্‌তে, আমার নবাব সিরাজ-দ্দোলাকে আপনার হাতেই দিলাম।

রাধাষ্টমী,
১৩ই ভাদ্র ১৩৪৮।
৪২ সি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

লক্ষশত বঙ্গবীরবৃন্দের বীরত্বমেখলায় উদ্ভাসিত—স্বাধীনতার প্রদীপ্ত প্রভায় প্রভাবিত—স্বাধীনতার মহান্ মন্ত্রে দীক্ষিত—অনুপ্রাণিত সোনার বঙ্গভূমি যেদিন ভাগ্যহারা সর্ব্বহারা শ্রীহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়—সেদিনের সেই অধঃপতনের করুণ কাহিনী অবলম্বনে লিখিত এই নাট্য-গ্রন্থ।

বাংলা চিরান্ধকারে নিমজ্জিত হয়—বাংলার স্বাধীনতার চির-সমাপ্তি হয়—পলাশীর অরণ্যানীর মধ্যে ২৩শে জুন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। সে দিন লক্ষ্মীবার (বৃহস্পতিবার) বাংলার সৌভাগ্য-লক্ষ্মীরও হয় নিরঞ্জন—পলাশীর প্রান্তরে—অরণ্য-অভ্যন্তরে—হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত হীন দানবীয় ষড়যন্ত্রে।

বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য—বাঙ্গালীর গৌরবের পরিচয় জাতীয় পতাকার শুভ্রতা অম্লান রাখতে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন—জীবন উৎসর্গ করেন—বাংলার শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলা—আর তাঁর দুটী সহচর—মহাপ্রাণ মীরমদন ও মোহনলাল। কিন্তু মীরজাফর ও মীরণ—রাজা রাজবল্লভ ও রাজা রামনারায়ণ—বণিক উমিচাঁদ ও জগৎ শেঠের চক্রান্তে বাংলা শৃঙ্খলিত হয়—বিলুণ্ঠিত হয় বৈদেশিক বণিকের পদে। অস্তমিত হ'লো—হিরণ-কিরণ-কনকোজ্জ্বল বাংলার স্বাধীনতার দীপ্ত ভাস্কর। যেদিন বাংলার বঙ্গ-ভূষণ সিরাজ—বাংলার নবাব সিরাজ—বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ সন্তান সিরাজের ভাগ্যরবি অতীতের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, সেই দিনের সেই ঘটনা অবলম্বনে নবাব সিরাজদ্দৌলা নাটকখানি রচিত।

বিলাত গমনোন্মুখ সাগরবক্ষে ভাসমান পোতাশ্রয় হলওয়েলের কল্পনাপ্রসূত সিরাজচরিত্র লইয়া এ নাটক রচিত হয় নাই। সিরাজের মহত্ত মহান্ চরিত্র ও উদার অত্যুদার কার্য্যের সত্য ঘটনাবলীর সমাবেশে গ্রথিত এ নাট্য-গ্রন্থ। নাট্যকার স্বয়ং যশস্বী অভিনেতা, সুতরাং প্রতি দৃশ্যটী প্রতি চরিত্রটী জীবন্তরূপেই প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। নবাব সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দর্শনে ও নাট্যগ্রন্থ পাঠে সত্যই যেন অতীতের সেই ঘটনাসমূহ জীবন্ত হ'য়ে ওঠে—যেন রূপ পরিগ্রহে মানসপটে প্রকটিত হয়।

শ্রীমান্ শশাঙ্কশেখরের এই 'নাট্য গ্রন্থখানি নাট্যসাহিত্যের ভূষণ স্বরূপ। অনবদ্য ভাবমাধুর্য্যে—অনুপম ভাষার সৌকর্য্যে, মনোরম চরিত্র সৌন্দর্য্যে সম্পদময়। আশীর্ব্বাদ করি—নাট্যকারের লেখনী চির অমৃত-প্রসবিনী হোক—প্রতিভার দীপ্ত ছটায় গরবিনী হোক। ইতি—

১৩ই ভাদ্র রাধাষ্টমী
১৩৪৮

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্ন

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত

"রক্তে রাঙা চম্বল"

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অপরাধমূলক নাটক

কলিকাতার সুবিখ্যাত মাধবী নাট্য কোম্পানীতে সগৌরবে অভিনীত। রাজস্থানের বুক চিরিয়া মধ্য প্রদেশের দেহ স্পর্শে যে চর্ম্মবতী নদী বহিয়া যাইতেছে, মানুষের লালরক্তে তাহারই কাল জল রাঙা হইয়া কলকল নাদে ছোটে তাই নাম, "রক্তে রাঙা চম্বল" কেন সে চম্বলের কাল জল রক্তরাঙা তাহার একটি কাহিনী লইয়া এই নাটকের জন্ম। ভারতের সিংহাসনে বালক আকবরকে বসাইয়া খান-খানান বৈরামখাঁ ভারতশাসনে রত, ঠিক সেই সময়ে চম্বল তীরবর্ত্তী মানুষরা দুর্ভিক্ষ কবলত হইয়া রাজশক্তির কাছে জমি চাহিল, খাদ্য চাহিল কিন্তু দিল্লীর রাজশক্তি রাজকরের মালিক, চম্বলের ভাঙ্গনে যে বেহড় সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া জমি বাহির করার বাজে খরচ করিতে নারাজ। তাই ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র রাজা, জায়গীরদাররা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তাহাদের সঙ্গে হাতীয়ার লইয়া চাষীপ্রজারাও বিদ্রোহে যোগ দিল। ফলে দিল্লীর সঙ্গে প্রজাশক্তির বাধল প্রবল সংগ্রাম। সে ধ্বংসাত্মক সংগ্রামের শেষে রক্তেরাঙা চম্বল তীরে ভুখা প্রজাদের দাবী দিল্লী রাজশক্তি মিটাইয়াছিল কি না তাহার সবিশেষ পরিচয় নিন অভিনয়ে আনন্দ পাবেন। মূল্য—তিন টাকা

শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় রচিত

গাঁয়ের বৌ

—কাল্পনিক পঞ্চাঙ্ক নাটক—

ভারতীয় রূপনাট্যম্ অপেরায় অভিনয় হইতেছে। লজ্জাশীলা গাঁয়ের বৌ মঙ্গলাকে ফেলে অরুণ ছুটে গেল বারাঙ্গনা আলেয়ার পিছনে। সতীর্থ প্রতাপ নাগ তাকে টেনে আনলো ধ্বংসের পথে। আরম্ভ হ'ল মঙ্গলার সতীত্বের সাধনা। বাল্যবন্ধু অজয়ের সঙ্গে প্রতাপ নাগের বাধলো তুমুল সংগ্রাম। আলেয়া কর্তৃক মঙ্গলা হ'ল অপমানিতা লাঞ্ছিতা। অশ্রুর বন্যা বয়ে গেল। রক্তে লাল হয়ে গেল দরবার কক্ষ। সতীর আর্ত্তনাদে আকাশ হ'ল বিদীর্ণ। জয়ী হ'ল কে? বারাঙ্গনা আলেয়া—না সতীসাধ্বী গাঁয়ের বৌ? মূল্য—তিন টাকা।

নট নাট্যকার— শ্রীবিজয় কুমার ঘোষ রচিত

মধুমতী

ধ্রুবশ্রী নাট্য শিল্পম্-অভিনীত। একখান চিঠিকে কেন্দ্র করে সংসারে কি আগুন জ্বলে উঠে, তারই মর্ম্মান্তিক ছবিই এই নাটক। এতে দেখতে পাবেন—নরেন্দ্রনারায়ণের কুট চক্রান্তে দেবতা কেমন করে পশুতে পরিণত হলো? সেই পশুর খড়্গাঘাতে আত্মবলি দিল বিধাতার বিড়ম্বিত ধনীর অবজ্ঞেয় পঙ্গু অথর্ব্ব "শেখর"। মুর্শিদ কুলিখাঁর অত্যাচারের অন্তরালে কি ছিল তার কাম্য? সেই কামনার পূজায় গরীবের ছেলে সুজাউদ্দীন ঢেলে দিল তার অন্তরের সেবা,—সেবার পুরস্কার পেল নবাব-নন্দিনী জিন্নাৎ-উন্নিসাকে জীবনসঙ্গিনী রূপে,—আহ্বান করল ভবিষ্যৎ বাংলার নবাবী মসনদ। ৩.৫০ পয়সা

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী, [illegible] রবীন্দ্র সরণী, কলি-৬

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষ

সিরাজদ্দৌলা	বাংলার নবাব
মীরজাফর	সিপাহসালার
মীরণ	ঐ পুত্র
মীরকাশিম	ঐ জামাতা
রায়দুর্ল্লভ	সেনাপতি
মোহনলাল	মহামন্ত্রী
মীরমদন	গোলন্দাজ
রাজবল্লভ	ঢাকার শাসনকর্ত্তা
জগৎশেঠ	শ্রেষ্ঠী
উমিচাঁদ	বণিক
মহম্মদীবেগ	মীরণ-সহচর
ওয়াটস্	কুঠিয়াল

নকিব, হাব্সী, বান্দা, নাগরিকগণ

স্ত্রী

লুৎফন্নেসা	নবাব-বেগম
ঘেসেটী	সিরাজের মাতৃস্বসা
রাবেয়া	বাঁদী

নর্ত্তকীগণ, বাঁদীগণ

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

বজ্রনাভ শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ প্রণীত। বজ্রপুরাধিপতি বজ্রনাভ কর্তৃক অহিচ্ছত্র আক্রমণ ও ধ্বংস। যুদ্ধে দ্বারকা শক্তির সাহায্য, বজ্রপুরের বিরুদ্ধে প্রদ্যুম্ন ও অহিচ্ছত্রাধিপতি অরিন্দমের রণ-অভিযান—বজ্রনাভের নিধন—বজ্রপুর-রাজকন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের গান্ধর্ব বিবাহ প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনা। মূল্য ২॥০ টাকা।

বিরজাসুর নট ও নাট্যকার শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যভারতী ও নটবাণীতে অভিনীত হইতেছে। অধর্ম্ম ও অলক্ষ্মীর ছলনায় বণিকরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে অধর্ম্মের যুদ্ধ, অধর্ম্মের পরাজয়, চিত্রসেন কর্তৃক অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দান, কূট-কৌশলী রাজমন্ত্রী দুর্জ্জয় সিংহের চক্রান্তে অধর্ম্ম কর্তৃক রাজকন্যা হরণ, সেনাপতি সমর সিংহের বাধাদান ও গুপ্তঘাতকের ছুরিকায় আহত, অরুণ সিংহের দেশপ্রেম, চিত্রাসুর কর্তৃক রাজকন্যার নির্য্যাতন, অসুর-মহিষী চন্দ্রাবতী কর্তৃক রাজকন্যার উদ্ধার, বিরজাসুর কর্তৃক বণিকরাণীর নির্য্যাতন, বণিকরাণীর গর্ভে দেবী দুর্গার জন্ম, বিরজাসুরসহ যুদ্ধ, বিরজাসুর বধ। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

মানুষের ঠাকুর শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত পৌরাণিক ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক। দ্বাপরযুগে মনুষ্যত্বের পূজারী অনন্তব্রতধারী পরম বৈষ্ণব রাজা চিত্রাঙ্গদ বসলেন মনুষ্যত্বের সাধনায়। যুগরাজ দ্বাপর হ'লেন ক্রুদ্ধ। আরম্ভ হ'ল দেবতা ও মানুষের সংঘর্ষ। পাপ ও মোহিনী মায়ার অস্ত্রে দেবতা মানুষের রাজাকে পথভ্রষ্ট ক'রে নামালেন পাপের পথে। উঠলো হাহাকার—চললো হত্যার উৎসব—ব'য়ে গেল রক্তের বন্যা—ঝরে পড়লো ব্যথার বাদল—সত্য হ'ল ধর্ম্মহারা—রাজার সাধনা ভক্তি গেল নির্ব্বাসনে। পাপের জ্বালায় মানুষের রাজা হ'ল উন্মাদ—রাজ্যহারা। কে রক্ষা করলো সর্ব্বহারা মানুষকে? কে ফিরে দিলে তার হারানো মনুষ্যত্ব? সেকি ভগবান? না না, ভগবান নয়, **মানুষের ঠাকুর**। মূল্য ২॥০টাকা।

ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত—কৈকেয়ী ২॥০ যজ্ঞাহুতি ২॥০বামনাবতার ২৲ অজাতশত্রু ২॥০ অভয় চরণ দত্ত প্রণীত—মান্ধাতা ২॥০ মাল্যবান ২॥০ চন্দ্রকেতু ২॥০ সংসার চক্র ২॥০ পাষণ্ড দলন ২॥০ সগরাভিষেক ২॥০ প্রমিলা ২॥০ শ্বেতার্জ্জুন ২॥০ যুগসন্ধি ২॥০ ভাস্কর পণ্ডিত ২৲ রামের বনবাস ২॥০ চাঁদসদাগর২৲ গন্ধেশ্বরী ২॥০ অকাল মৃগয়া ২॥০ দক্ষিণা ২॥০ রাজ্যশ্রী ২॥০ দময়ন্তী ২॥০

প্রাপ্তিস্থান—বর্ণালতা লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

রাবেয়া আসিল

ঘেসেটী। রাজাসাহেবের তদ্‌বির কর্। রাজাসাহেব! আমাকে একটু শান্ত হবার অবসর দিন, আপনিও বিশ্রাম নিন্? [চলিয়া গেলেন

রাজবল্লভ। আজ যে দেখ্‌ছি মূর্ত্তি একবারে বদ্‌লে গেছে! ব্যাপার কি! তুমি দাঁড়িয়ে কেন বাঁদি?

রাবেয়া। আপনার তদ্‌বির কর্‌তে। হুকুম করুন—

রাজবল্লভ। হুকুম চালাবার আর ক্ষমতা নেই সুন্দরি! বেগমসাহেবার আজকের ভাব দেখে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে উঠেছে।

রাবেয়া। হুকুম করুন—সরবৎ আনি?

রাজবল্লভ। দু'চার পেয়ালা সরবতে সানাবে না সুন্দরি! একি! কে তুমি? মুখের আবরণ খোল—আমি তোমাকে দেখি—(রাবেয়া মুখাবরণ খুলিল) কে তুমি?

রাবেয়া। বেগমসাহেবার খাস্ বাঁদী।

রাজবল্লভ। খাস্ বাঁদী! বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হ'চ্ছে তোমাকে যেন অন্য কোথাও দেখেছি—

রাবেয়া। কোথায় দেখেছেন রাজাসাহেব?

রাজবল্লভ। তা মনে হ'চ্ছে না—কিন্তু মনে হ'চ্ছে তোমাকে দেখেছি, নিশ্চয়ই দেখেছি। সত্য বল, কে তুমি?

রাবেয়া।—

গান

আমি আকাশ-কোলের বিজলী।
দুর্য্যোগক্ষণে মেঘের সনে
ছুটোছুটি করি চঞ্চলি।

আমাকে আপনারা স্তোক দিয়ে যাচ্ছেন—যা-কিছু করছেন আমার জন্য। কিন্তু, আমি জানি—আমার জন্য নয়, আপনারা এগিয়ে চলেছেন আপনাদের জন্য—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য—ওই বাঙ্গলার সিংহাসনের জন্য।

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবা যখন আমাদের উপর এমন ধারণা পোষণ ক'রে রেখেছেন, তখন কর্ত্তব্য নয় আমাদের বেগমসাহেবাকে অযাচিতভাবে সাহায্য করা। আর, বেগমসাহেবারও প্রয়োজন নেই আমাদের মত স্বার্থপরের সাহায্য গ্রহণ করায়। বিদায় বেগমসাহেবা—(কুর্ণিশ করিয়া গমনোদ্যোগ)

ঘেসেটী। দাঁড়ান। যাচ্ছেন কোথায়?

রাজবল্লভ। প্রয়োজন কি আর আমায়? আমাকে ছেড়ে দিন—

ঘেসেটী। তা কি পারি? একসঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে গেছি, এখন কি আর কাকেও ছাড়তে পারি? পারি না। তাহ'লে বিপদ যে এখনি এসে গলা টিপে ধরবে।

রাজবল্লভ। যখন আমাদের বিশ্বাস করেন না—

ঘেসেটী। আমরা কেউ কাকেও বিশ্বাস করি না। কারণ, আমরা যে পরস্পর পরস্পরকে চিনি। জানি শয়তানের অনুচর আমরা, ধর্ম্ম আমাদের একমাত্র শয়তানি।

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবা কি আজ আমাকে এখানে আনিয়েছেন তিরস্কার করবার জন্য?

ঘেসেটী। তিরস্কার! তাইতো—একি করলুম আমি! আমিও তো একই পথের যাত্রী? তবে—আমি কেন তিরস্কার করি? রাজা সাহেব! আমি উত্তেজিত। বাঁদি!

রাজবল্লভ। আমাদের ওপর অন্যায় দোষারোপ কর্‌ছেন বেগেম-সাহেবা। আমরা যা কিছু করেছি—কর্‌ছি—সে তো আমাদের নিজেদের স্বার্থে নয়, সমস্তই আপনার অনুরোধে—আপনারই স্বার্থে।

ঘেসেটী। আমার অনুরোধে—আমার স্বার্থে? উদার রাজা! আমি আপনাদের কে? কতটুকু সম্বন্ধ আছে—কি এমন আত্মীয়তা আছে—যাতে আমার ন্যায্য অধিকার আমাকে পাওয়াবার জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে দাঁড়িয়েছেন আপনাদের প্রভু সিরাজের বিরুদ্ধে?

রাজবল্লভ। আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইনি বেগমসাহেবা, আমরা দাঁড়িয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমাদের স্বর্গগত প্রভু আলিবর্দ্দীর এক কন্যা হবেন নবাব-জননী—অতুল সম্পদ অসীম সম্মানের অধিকারিণী, আর এক কন্যা থাক্‌বেন সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য সম্মানে বঞ্চিত হ'য়ে সেই নবাব-জননীর অনুগ্রহ-ভিখারিণী,—এ অন্যায় কি আমরা সইতে পারি? তাই আমরা সমস্ত অমাত্য আজ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি এই অন্যায়ের প্রতিরোধ কর্‌তে—আপনার ন্যায্য অধিকার আপনাকে পাওয়াতে—আমাদের স্বর্গগত প্রভুর আর এক কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য দেখাতে।

ঘেসেটী। চমৎকার বাঙ্গলা—চমৎকার বাঙ্গলার বাঙ্গালী! সবাই ফির্‌ছে স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে—অথচ, কেউ চায় না নিজের প্রকৃত রূপ দেখাতে। সবাই চায় নিজেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে নিঃস্বার্থতার যবনিকার অন্তরালে!

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবা কি মনে করেন, আমরা যা-কিছু কর্‌ছি, সমস্তই আমাদের নিজেদের জন্য—বেগমসাহেবার জন্য নয়?

ঘেসেটী। না। মাত্র আমার কাছে অর্থ সাহায্য নেবার আশায়

সর্‌তে হবে। আয় ওই ঝরোকার আড়ালে। খবরটা কি হয় জেনেই যাবি।

[উভয়ে চলিয়া গেল

ঘেসেটী বেগম ও রাজবল্লভ আসিলেন

ঘেসেটী। সওকৎজঙ্গ কবরে—মোহনলাল ফিরে এসেছে বিজয় গর্ব্বে—সিরাজ নিশ্চিন্ত হয়েছে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। রাজা! এ যে আমি বিশ্বাস করতে পার্‌ছি না। একি সত্য? সত্যই সওকৎ পরাজিত হ'য়ে নিহত হয়েছে?

রাজবল্লভ। সত্য বেগমসাহেবা! যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যে সুরা আর সঙ্গিনী নিয়ে মত্ত থাকে—তার পরাজয়ই ঘটে।

ঘেসেটী। যে জন্যই পরাজয় ঘটুক্, তার এ পরাজয়ে যে আমাদেরও পরাজয়—তা কি ভেবেছেন রাজাসাহেব?

রাজবল্লভ। ভেবেছি বেগমসাহেবা। কিন্তু আমরা বিশেষ চিন্তিত হইনি। কারণ সওকতের পরাজয়ে আমাদের পরাজয় ঘটলেও, এ পরাজয় সাময়িক। আমাদের জয় একদিন নিশ্চয়ই হবে।

ঘেসেটী। আর তা কেমন ক'রে হবে রাজা? যাকে সাম্‌নে রেখে জয়ের আশা করেছিলেন, সেই সওকৎই স'রে গেছে।

রাজবল্লভ। সে সওকৎ স'রে গেলেও—অন্য সওকত জুটে যাবে। বাঙ্গলায় সওকতের অভাব নেই বেগমসাহেবা!

ঘেসেটী। ভুল বুঝেছেন রাজাসাহেব! সিরাজের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শত্রুতা করবার মত সওকতের সম্পূর্ণ অভাব। অভাব নেই বাঙ্গলায়—তার পেছনে দাঁড়িয়ে শত্রুতা কর্‌বার মত মীরজাফরের—জগৎ শেঠের—রাজবল্লভের।

ঘেসেটী। আচ্ছা, তুই আমার কাছে থাক্, আমি তোকে কাজ দোব।

বান্দা। এ মেহেরবানি পাবার আশাতেই বান্দা বেগমসাহেবার কাছে হাজির হয়েছে।

রাবেয়া সরবৎ লইয়া আসিল। বেগম পান করার পর রাবেয়া তাঁহাকে একখানি পাঞ্জা দেখাইল

ঘেসেটী। কোথায়?

রাবেয়া। মহলসরার ফটকে।

ঘেসেটী। ছদ্মবেশে?

রাবেয়া। হ্যাঁ বেগমসাহেবা।

ঘেসেটী। যা, নিয়ে আয় তাঁকে—না, আমিই যাচ্ছি। বান্দা! অন্য সময় সাক্ষাৎ করিস্, তোকে আমার প্রয়োজন আছে। বাঁদি!

[বান্দাকে সরাইয়া দিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেলেন

রাবেয়া। তোকে সরিয়ে দেবার হুকুম হ'লো।

বান্দা। বান্দাকে চাকরী দেওয়ার যখন মর্জ্জি হ'লো, তখন সরাবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন? আস্‌ছে কে?

রাবেয়া। রাজা রাজবল্লভ।

বান্দা। তাই নাকি? তাহ'লে তো সর্‌তেই হবে।

রাবেয়া। একেবারে মহল থেকে নয়। বেগম সন্দেহ করা দূরের কথা—যখন প্রয়োজন মনে ক'রে তোকে চাকরী দিতে চয়েছে, তখন মহলের মধ্যে থাক্‌লেও কোন সন্দেহই কর্‌বে না। তবে এখান থেকে

ঘেসেটী বেগম আসিলেন

ঘেসেটী। আমার মহলে—পুরুষ! কে তুই?

রাবেয়া। আমার খসম্‌, বেগমসাহেবকে সেলাম দিতে এসেছে।

ঘেসেটী। কিন্তু, আমার মহলে যে কোন পুরুষের প্রবেশ কর্‌বার হুকুম নেই—তা জানিস্‌?

রাবেয়া। জানি বেগমসাহেবা। কিন্তু, বাঁদীকে বেগমসাহেবা যথেষ্ট বিশ্বাস করেন, তাই বাঁদী সাহস ক'রে তার খসমকে মহলের মধ্যে আনিয়েছে—বেগমসাহেবাকে সেলাম দেওয়াতে।

ঘেসেটী। হুঁ। তুই সরবৎ নিয়ে আয়। [রাবেয়া চলিয়া গেল] তোর নাম?

বান্দা। আস্‌রাফ্‌ উদ্দিন।

ঘেসেটী। কি কাজ ক্‌রিস্‌?

বান্দা। আপাততঃ বেকার হুজুরাইন্‌! তবে এক সময়ে কাজ করেছিলুম—নবাব আলিবর্দ্দী বাহাদুরের তাঁবে!

ঘেসেটী। বাহাল ছিলি কোন্‌ কাজে?

বান্দা। গুপ্তচরের কাজে।

ঘেসেটী। সিরাজের আমলে কাজ ছেড়ে দিলি কেন? সিরাজ তো অনেক গুপ্তচরই নিযুক্ত করেছে, তুইও বাহাল হবার চেষ্টা কর্‌না?

বান্দা। এ খেয়ালী নবাবের তাঁবে কাজ কর্‌তে সাহস হয় না বেগমসাহেবা। কখন হয়তো বিনাদোষে গর্দ্দান যাবে।

ঘেসেটী। তা ব'লে বেকার থাক্‌বি?

বান্দা। গর্দ্দানই যদি যায়—রোজগার কর্‌বে কে বেগমসাহেবা?

তিন

ঘেসেটীর মহল

রাবেয়া যাইতেছিল—বান্দা সন্তর্পণে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল, সে চমকিয়া উঠিল

রাবেয়া। কে ?

বান্দা। আমি।

রাবেয়া। একি—তুই ! মহলের ভিতর ঢুকেছিস্ ?

বান্দা। উপায় কি ? বিকেল থেকে মহলসরার ফটকে ব'সে, অথচ তুই একবারও বাইরে গেলি না, তাই বাধ্য হ'য়েই ভেতরে ঢুকতে হ'লো।

রাবেয়া। কিন্তু বেগমসাহেবা দেখ্‌তে পেলে—

বান্দা। সব সময় ভয় ক'রে চল্‌লে কি জনাবের কাজ কর্‌তে পার্‌বো ?

রাবেয়া। তোর খবর ?

বান্দা। জাফর সাহেবকে আজ খুব গম্ভীর দেখ্‌লুম ! মহম্মদী বেগকে সঙ্গে নিয়ে জগৎ শেঠের কুঠিতে গেল, সন্ধ্যের পর সেখানে একটা বৈঠক বস্‌বে। তোর এখানের খবর ?

রাবেয়া। এখনও কোন খবর নেই। রাজবল্লভ এখনও আসেনি, তবে আসবার সময় হয়েছে। যখন এসেই পড়েছিস্—বাগানের ওই ঝোপের আড়ে লুকিয়ে থাক্, কিছু খবর নিয়েই যাবি।

বান্দা। বেগমসাহেবা আস্‌ছে।

রাবেয়া। সর্ব্বনাশ !

জনাবের সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো—জনাবেরই হুকুম তামিল কর্‌বো। এই প্রথমবার আমাকে মাফ্‌ করুন জনাব!

মীরজাফর। ভাল। কিন্তু, স্মরণ রেখো—মীরজাফর মানুষকে মাফ্‌ করে মাত্র তিনবার! হুঁসিয়ার!

[চলিয়া গেলেন

মহম্মদী। এ যে ফ্যাঁসাদে পড়্‌লুম! নবাবের কাছে যখন ছিলুম—নবাব খেয়ালী হ'লেও একা তাঁরই খেয়াল মেটাতে হ'তো। কিন্তু, এখানে এসে যে দুয়ের দায়ে ঠেক্‌তে হ'লো! ছেলে বলেন—আমার হুকুম তামিল কর—বাবার কথা মোটেই শুনো না; আবার বাবা বলেন—হুঁসিয়ার! আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক—ছেলের ধারেও যেও না। আমি এখন কি করি? কার কথা শুনি—কোন দিকেই বা ভর করি? না, কাকেও ছেড়ে কাজ নেই। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে দুকুল বজায় রাখাতেই লাভ আছে। ঠিক মতলব এসেছে। মীরণ সাহেব যেই বল্‌বে বাবার কথা শুনো না—আমার সঙ্গে গুল্‌বাগ্‌ বানাও, অমনি বল্‌বো—জী হুজুর, আবার মীরজাফর সাহেব যেই বল্‌বে—ছেলের ধারেও যেও না, আমার সঙ্গে সঙ্গে কবরে কবরে বেড়াও, অম্‌নি বল্‌বো—জী জনাব!

[চলিয়া গেল

মীরণ। পিতা!

মীরজাফর। সুরাসঙ্গিনী নিয়ে মত্ত থাকা আমার পুত্রের শোভা পায় না। তাকে সংযমী হ'তে হবে—কূট রাজনীতি আয়ত্ত করতে হবে, কারণ—হয়তো একদিন তাকে এই বাংলার মসনদে বসতে হবে।

মীরণ। মাফ্ করবেন জনাব! ও সিংহাসনে বসার আশা আমি কোনদিন পোষণ করি না।

মীরজাফর। স্থির হও বেয়াদপ! আমি স্নেহময় পিতা হ'লেও শাসনেও আমি সম্পূর্ণ সক্ষম। যাও, নির্জ্জনে ব'সে চিন্তা করগে পিতার কাছে কি চাও তুমি, স্নেহ—কিম্বা শাস্তি? [মীরণ চলিয়া গেলেন] মহম্মদী বেগ!

মহম্মদী। জনাব!

মীরজাফর। সিরাজ তোমাকে নিযুক্ত রেখেছিল তার বিলাসের নিত্য নূতন উপাদান যোগাতে। প্রভুভক্ত তুমি, তুমিও প্রাণপণে তোমার কর্ত্তব্য পালন করেছিলে। কিন্তু, হঠাৎ যেদিন নবাবের খেয়াল মিটে গেল, সেইদিনই তোমাকে পয়জার মেরে তাড়িয়ে দিলে, তুমিও পথের মাঝে এসে দাঁড়ালে।

মহম্মদী। হ্যাঁ জনাব।

মীরজাফর। তখন আমি তোমাকে পথ থেকে ডেকে এনে সাদরে আশ্রয় দিলাম।

মহম্মদী। জনাব মেহেরবান।

মীরজাফর। কিন্তু মেহেরবানি ক'রে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি কি আমার উচ্ছৃঙ্খল পুত্র মীরণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে?

মহম্মদী। আমাকে মাফ্ করুন জনাব। এখন থেকে আমি

আসে, পিতাকে আমি বল্‌বো আপনার সিংহাসনে আপনি বসুন, আমাকে শুধু একটা তখ্‌্‌তা আর এই মহম্মদীকে দিন।

মহম্মদী। তাহ'লে কি হবে?

মীরণ। ওই গঙ্গার তীরে একটা গুল্‌বাগ তৈরী হবে, দোস্ত মহম্মদী সেখানে নিত্য নূতন গুল্‌ ফুটিয়ে তুলবে, গুল্‌খোস্‌বোয়্‌ সে বাগিচা আমার ভরপুর হ'য়ে থাকবে, আর আমি থাকবো সেই বাগিচার মাঝখানে, যেখানে ব'সে মশ্‌গুল্‌ হ'য়ে দেখ্‌বো সেই দিল্‌ মাতোয়ারা গুল্‌বাহার।

নর্ত্তকীগণ পুনরায় গাহিল

গান

মোরা দিল্‌ সখার-ই ফুল—
দিল্‌ সখা তাই নাম দিয়েছে—দিল্‌পিয়ারী গুল্‌।

মীরজাফর অসিলেন

মীরজাফর। মীরণ!

মীরণ। একি—পিতা! (ইঙ্গিত করিলেন, বান্দার সহিত নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল) পুত্রকে স্মরণ কর্‌লে, পুত্রই পিতার নিকটে হাজির হ'তো।

মীরজাফর। তাহ'লে আর আমার দেখা হ'তো না—বিলাস-স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে পুত্র মীরণ তার পিতার আদেশ কেমন সুন্দর পালন কর্‌ছে। যে নবাবের উচ্ছৃঙ্খলতা সইতে পারে না—নবাবের উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান করাতেই সচেষ্ট, তার পুত্রের এমন উচ্ছৃঙ্খল হওয়া কি উচিত?

বান্দার সহিত নর্ত্তকীগণ আসিল। বান্দা মীরণকে সিরাজী পান করাইতে লাগিল, নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল

গান

মোরা দিল্ সখার-ই ফুল।
দিল্ সখা তাই নাম দিয়েছে—দিল্‌পিয়ারী গুল্।
দিল্ সখার-ই প্রেমের শাখায়
কুঁড়ির ছলায় রইতে না দেয়,
সোহাগভরে ডাক্ দে সে কয়—জাগ পিয়ারী গুল্;
আস্‌লি যদি মোর বাগিচায়—তোদের ঘুমিয়ে থাকা ভুল।
তখন মোদের সরম টুটে—গরব কুঁড়ির দুয়ার ফুটে,
পাপ্‌ড়ি রাঙ্গা এলিয়ে দিয়ে—সোহাগ ভ'রে যাই লুটে,
প্রেম পুলকে দুনিয়া ভুলে রই হ'য়ে মশ্‌গুল্।

মীরণ। তোফা! তোফা! সত্যই এ যেন একটা গুল্‌বাগ। এমন গুল্‌বাগ তৈরী কর্‌তে পারো তুমি—তবু সিরাজ তোমাকে তাড়িয়ে দিলে! মূর্খ সে। দোস্ত! মূর্খ যে—সেই এ স্ফূর্ত্তির ঝর্‌ণার ধারে না ব'সে, বস্‌তে চাইবে শুক্‌নো নীরস সিংহাসনটাতে।

মহম্মদী। হুজুর! এখন থেকে সিংহাসনটাকে নীরস ক'রে দেখ্‌বেন না। সওকৎজঙ্গ মরায় জনাব যে নূতন মতলব কর্‌ছেন, সে মতলব মত যদি কাজ হয়, তাহ'লে যে একদিন আপনাকে বস্‌তেই হবে সে সিংহাসনে।

মীরণ। ঘুম মাটী কর্‌তে? তা হবে না দোস্ত! সেদিনই যদি

মহম্মদী। হুজুরের কি ইচ্ছে হয় না একবার বাঙ্গলার সিংহাসনটায় বস্‌তে ?

মীরণ। সিরাজের মত বোকা পেয়েছে আমাকে ? আমি ও ফাঁদে পা দেবো না।

মহম্মদী। সিরাজ বোকা ?

মীরণ। নিশ্চয়ই। দেখনা—যতদিন না নবাবীতক্তে বসেছে, ততদিন বেশ ছিল সে। সাহেবরা মদ জুগিয়েছে,—তুমি জুটিয়েছো নিত্য নূতন সুন্দরী, সেও সিংহাসনের দূরে থেকে সুরা আর সঙ্গিনীতে মশ্‌গুল হ'য়ে ভোগ ক'রে নিয়েছে—বেহেস্তের সুখ। কিন্তু, হঠাৎ একদিন তার দুর্ব্বুদ্ধি হ'লো, অমনি সাহেবদের চোখ রাঙ্গালে—তোমাকে বর্‌তরফ করলে—সুন্দরীদের কপালে পয়জার ঝাড়্‌লে, একলাটি চুপি চুপি সিংহাসনটায় চেপে বস্‌লো। সেই দিন থেকে বেচারার আরাম নেই—আমোদ নেই—চোখের পাতায় ঘুমও নেই। দিনরাত জেগে সিংহাসনটাকে আঁকড়ে ব'সে আছে, পাছে কে কখন নিয়ে সরে ! বাঙ্গলার সিংহাসন ! উঃ ! নাম করতেই গলাটা শুকিয়ে উঠ্‌লো। এই বান্দা—

বান্দা আসিল

মীরণ। কোথায় ছিলি উল্লু ? দেখ্‌—এই সাহেব যে সব নাচ্‌-নেওয়ালীদের এনেছে—তাদের নিয়ে আয় ! (বান্দা চলিয়া গেল) দেখ—তুমি যেমন আমার দোস্ত হ'য়ে আছ, তেমনিই থাক, পিতা পারেন আর একটা সওকৎজঙ্গ খাড়া করুন, তুমি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেও না।

ব্যাটার মগজের ওপরে। ব্যাস্, সুন্দরী থান্‌কে থান্ বজায় রইলো— শত্রু ব্যাটা কুপোকাৎ হ'লো, বড় জোর সুরাইটা একটু তুবড়ে গেল।

মহম্মদী। হা—হা—হা—

মীরণ। হাস্‌বার কথা নয়—হিসেবের কথা! বারুদ পুড়্‌লো না—তলোয়ার ভাঙ্গলো না—কোন খরচই হ'লো না, শুধু সুরাই তোবড়ানোর ওপর দিয়ে শত্রুনাশ হ'লো।

মহম্মদী। কিন্তু, হিসেব ঠিক্ মিল্‌লো কই হুজুর? সেই নূতন ধরণের অস্ত্রে সওকৎজঙ্গ এর শত্রু কাৎ না হ'য়ে সে যে নিজেই কাৎ হ'লো!

মীরণ। একটা ভুলেই হিসেবটা উল্টে গেল। সেই সুন্দরী আর সুরাই অস্ত্র মোহনলাল আর মীরমদনের ওপর প্রয়োগ কর্‌বার আগে, নিজে একবার অস্ত্রগুলোর ধার পরীক্ষা কর্‌ছিলো। সওকৎজঙ্গ বুদ্ধিমান হ'লেও—সে ছিল অসাবধানী আর দুর্ব্বল। তাই দুর্ব্বল সওকৎ অস্ত্রের ধার পরীক্ষা কর্‌তে গিয়ে, অসাবধানতায় নিজের অস্ত্রে নিজেই ম'লো; বেচারা শত্রুর উপর প্রয়োগ কর্‌বার ফুর্‌সৎ পেলো না।

মহম্মদী। সত্য হুজুর! সওকতের খুবই দুর্ব্বলতা ছিল, আর সেই দুর্ব্বলতার জন্যই জনাবের এত চেষ্টা—এত আয়োজন সব ব্যর্থ হ'লো। যুদ্ধ কর্‌তে এসে শিবিরের মধ্যে যদি সুরাসঙ্গিনী নিয়ে মেতে না থাক্‌তো, নিশ্চয়ই সে যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে পার্‌তো, জনাবের সাহায্যে বাঙ্গলার সিংহাসনেও বস্‌তে পেতো।

মীরণ। সওকৎজঙ্গের জোর নসীব ছিল দোস্ত—জোর নসীব ছিল। তাই, পিতা তাকে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসাবার আগেই সে বেমালুম লুকিয়ে পড়্‌লো কবরের মাঝে। বাঙ্গলার সিংহাসন—ইয়া আল্লা!

দুই

মীরণের উদ্যান

মীরণ ও মহম্মদীবেগ

মহম্মদী। হ্যাঁ জনাব! ব্যাপারটা দেখ্‌বার জন্যে আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। তারা নগর-তোরণে আস্‌তেই, একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল, চতুর্দ্দিক থেকে লোক ছুট্‌লো তাকে দেখ্‌তে। কেউ ছুটে গিয়ে সেলাম বাজালে, কেউ নুয়ে প'ড়ে নমস্কার দিলে, কেউ কেউ আবার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে তাদের জয়গান ধ'রে দিলে।

মীরণ। জয়গান গাইবে না! মোহনলাল কি যে-স? আর কাজটাও যা ক'রে এলো—তাও কি যা-তা? মাতাল সওকৎকে দু' টুক্‌রো ক'রে ফেলা—উঃ! সহজ কথা?

মহম্মদী। শুনেছি—সওকৎজঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিল জালাকতক মদ আর গাদাখানেক মেয়েমানুষ নিয়ে।

মীরণ। বেচারা কবরে গেলেও বুদ্ধিমান ছিল। তাই নূতন ধরণের অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছিল। গোলাগুলি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার চেয়ে, মেয়েমানুষকে ঢাল আর মদের সুরাইকে অস্ত্র ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে এগুলে, খুব কম খরচেই জয়লাভ ঘটে।

মহম্মদী। কি রকম হুজুর?

মীরণ। যেই শত্রুপক্ষ সাম্‌নে আসা—অম্‌নি এক একজনের সাম্‌নে এগিয়ে দাও এক একটি সুবেশা সালঙ্কারা ষোড়শী সুন্দরী। তারপর যেই দেখ্‌বে সুন্দরীর মুখদর্শনে শত্রু-অঙ্গ জর-জর—হাতের তরবারি থর্‌-থর্‌—অম্‌নি পেছন থেকে ঘুরে গিয়ে মদভর্ত্তি ভারী সুরাই হাঁকড়াও

মোহনলাল। রাজা রায়দুর্ল্লভ! বিদ্রোহী সওকৎজঙ্গকে পরাজিত নিহত ক'রে পূর্ণিয়াকে আবার বাঙ্গলা সরকারের শাসনাধীনে আনায়, গৌরব পাবার অধিকারী আমি নই— নবাব বাহাদুরের শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনী।

রায়দুর্ল্লভ। কিন্তু নবাবের আদেশ—

মোহনলাল। নবাবের আদেশ—আমার কাছে দেবতার আদেশ। আমার সেলাম জানিয়ে বল্‌বেন—বান্দার প্রতি তাঁর অসীম করুণা, করুণার পরশ পেতে বান্দা যথাসময়েই হুজুরে হাজির হবে।

[রায়দুর্ল্লভ চলিয়া গেলেন

নাগরিক-নাগরিকাগণ পুনরায় গাহিল

গান

হে বীর, জয় হোক্ তব—জয় হোক্ তব—চির জয়,
যেন উদ্যম তব—উৎসাহ তব—শক্তি তব অটুট রয়।

[সকলে চলিয়া গেলেন

নবাব সিরাজদ্দৌলা

প্রথম অঙ্ক

এক

মুর্শিদাবাদ—নগর-তোরণ

নাগরিক-নাগরিকাগণ দাঁড়াইয়াছিল। মোহনলাল উপস্থিত হইল। সকলে তাঁহার জয়গান গাহিল

গান

হে বীর, জয় হোক্ তব—জয় হোক্ তব—চির জয়।
যেন উদ্যম তব—উৎসাহ তব—শক্তি তব অটুট রয়।
তুমিই দমিলে বিদ্রোহীদলে শমন-আবাসে পাঠায়ে সকলে,
বাঁচালে তুমি বাংলার বীর! আমাদের তুমি ঘুচালে ভয়।
তব সম বীর! দেশের সেবায় মাতিবে যখন সবার প্রাণ,
মহান্ ধর্ম্ম ভাবিবে যখন দশের কারণে জীবন দান,
সেদিন ঘুচিবে ভীরু অখ্যাতি, সারা ভারতের টুটিবে ভ্রান্তি,
বীর বাঙালীর কীর্ত্তিগাথা ব্যাপিবে ভারতময়।

রায়দুর্লভ আসিলেন

রায়দুর্লভ। বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার মালিক নবাব মনসুরাল মোলক্ সিরাজদ্দৌলা সাহকুলিখাঁ মীরজা মহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুরের হুকুম—সওকৎজঙ্গ-বিজয়ী বীরবর মোহনলাল নবাবী দরবারে হাজির হবেন পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ-দমনের পুরস্কারস্বরূপ নবাবপ্রদত্ত খেলাৎ গ্রহণ করতে।

উত্তরে পুবে কভু বা ঈশানে
এলোমেলো ছুটি ঝঙ্কার সনে,
গর্জ্জন সহ কভু বা নীরবে
ঝলকে ঝলকে আলোক উজলি।

রাজবল্লভ। হেঁয়ালি—হেঁয়ালি! বাঁদি—

ঘেসেটী বেগম আসিলেন

ঘেসেটী। বাঁদি—

[চলিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলে রাবেয়া চলিয়া গেল

ঘেসেটী। সওকতের পরাজয়ে প্রকারে আমাদেরই পরাজয়। এই পরাজয়ের কথা স্মরণেই, আমি সহসা উত্তেজিত হ'য়ে আপনাকে অযথা তিরস্কার করেছি। আমাকে মাফ্ করুন রাজাসাহেব!

রাজবল্লভ। আমাকে অপরাধী করবেন না বেগমসাহেবা। আপনার অনুগ্রহে মুগ্ধ আমি, আপনার হুকুম তামিল করতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত।

ঘেসেটী। আত্মীয় পর হয়—পরও আবার আত্মীয় হয়। আপনারা পর হ'য়েও আজ আমার আত্মীয়। সর্ব্বগ্রাসী সিরাজের কবল থেকে আমার ন্যায্য প্রাপ্য আমার পিতা নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ যদি আমাকে কেউ পাওয়াতে পারে—সে পারবেন আপনারাই।

রাজবল্লভ। আমরা বেগমসাহেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

ঘেসেটী। খাঁ সাহেবকে বলবেন, আপনাদের সঙ্গে আমি একমত। আপনারা যে উপায় স্থির করবেন—

রাজবল্লভ। বলেছি তো বেগমসাহেবা—উপায় ওই মাত্র একটী, কুঠিয়ালদের সাহায্য নেওয়া।

ঘেসেটী। কুঠিয়ালরা আমাদের সাহায্য কর্‌তে সম্মত হবে?

রাজবল্লভ। নিশ্চয় হবে।

ঘেসেটী। কি স্বার্থে?

রাজবল্লভ। নবাবকে দমন কর্‌তে পার্‌লে তারা অবাধে বাণিজ্য কর্‌তে পারবে।

ঘেসেটী। নবাবকে দমন করবার মত শক্তিই যদি তাদের আছে, তবে এতদিন ধ'রে নবাবের অত্যাচার কেন নীরবে স'য়ে যাচ্ছে?

রাজবল্লভ। অর্থের অসচ্ছলতা বশে। নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'লে শুধু বুদ্ধি আর শক্তিতে তো হবে না বেগমসাহেবা, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

ঘেসেটী। সে অর্থের প্রয়োজন যদি আমি মেটাই?

রাজবল্লভ। তাহ'লে এখনি তাদের সাহায্য পাই।

ঘেসেটী। বেশ, যান আপনি। আজকের বৈঠকে যদি আপনারা একমত হ'তে পারেন, কাল সন্ধ্যায় এসে জানাবেন, আমি প্রয়োজন মত অর্থ আপনাকে দোব।

রাজবল্লভ। এই স্থির?

ঘেসেটী। স্থির। আমার ন্যায্য অধিকার হ'তে আমাকে বঞ্চিত ক'রে যে আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সেজে দাঁড়িয়েছে, সেই সর্ব্বগ্রাসী সিরাজকে দমন কর্‌তে আমার মালকুঠীর ধনাগার খুলে দোব—আমার সমস্ত জহরৎ আপনাদের হাতে তুলে দোব—প্রয়োজন হ'লে আমার শেষ অলঙ্কারখানি পর্য্যন্ত খুলে দোব।

রাজবল্লভ। তাহ'লে কাল সন্ধ্যায়—

ঘেসেটী। কাল সন্ধ্যায়।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন

বান্দা ও রাবেয়া আসিল

রাবেয়া। আর থাকিস্ নি, এখনি চ'লে যা।

বান্দা। যেতেই হবে। জগৎশেঠের কুঠিতে আজ জোর বৈঠক, সে খবরটা যে এখনি দিতে হবে।

রাবেয়া। সেই সঙ্গে এখানের খবরটাও দিস্। বলিস্ যে, কাল সন্ধ্যায় রাজা রাজবল্লভ এখানে আস্‌বে টাকা নিতে—কুঠিয়ালদের দেওয়ার জন্যে! নবাব যদি আমাকে কোন নূতন হুকুম করেন—জানিয়ে যাবি।

বান্দা। আজ আর নয়, আমি আস্‌বো কাল—রাজবল্লভ আসার আগে।

রাবেয়া। বেগম যখন কথা দিয়েছে—চাকরীর উমেদার সেজেই আস্‌বি। খুব সাবধানে কথা কইবি, যেন কোন রকমে সন্দেহ না করে। তাহ'লে জান যাবে!

বান্দা। উপরে আছেন দিন-দুনিয়ার মালিক, তাঁর নাম নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছি আমাদের মাটীর মালিকের। এতে যদি জান যায়, বুঝবো—নবাবের কাজে ঠিক প্রাণ ঢেলে দিতে পারিনি, তাই বেইমান বান্দাকে সাজা দেওয়ালেন মালিক।

[উভয়ে চলিয়া গেল

———

চার

জগৎশেঠের উদ্যান বাটিকা।

নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল। জগৎশেঠ উপস্থিত ছিলেন। মীরজাফর, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ আসিলে জগৎশেঠ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

নর্ত্তকীগণ —

গান

আজি সাজিয়ে দিছি ফুল বেদিকা।
উজাড়ি ফুল কাননের, নব ফোটা ফুল নূতন মুকুল,
গরবে আপন উছল তরুণী বউ লতিকা।
এসগো রূপ-প্রয়াসী নব কুসুমের মউ-পিয়াসী,
মিটাও পিয়াস, নাও সুবাস—অঙ্গে ঢলি রঙ্গে হাসি,
পরে বউ লতিকার অঙ্গশোভা, মধুভরা যা মনোলোভা,
দিয়ে নিঠুর পুরুষ কঠোর পরশ ঘুচিয়ে মধু রূপের আভা,
দিও ফেলি নিঃস্ব বলি—রূপহারা সেই কলিকা।

উমিচাঁদ। বাঃ চমৎকার! শেঠজীর এই উদ্যান যেন মর্ত্তের নন্দন-কানন। অপূর্ব্ব শোভা। আজ আবার এর শোভা আরও উথ্‌লে উঠেছে এই অপ্সরাদের আবির্ভাবে।

জগৎশেঠ। আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যই এদের আনানো হয়েছে।

উমিচাঁদ। আমাদের জন্য? হ্যাঁগো! আজ রূপের পসরা নিয়ে মন ভোলাতে এসেছ,—আমাদের—না শেঠজীর? হাস্‌লে চল্‌বে না—বল্‌তে হবে। হা-হা-হা! আর বল্‌তে হবে না, তোমাদের ওই চাপা হাসিতেই বুঝে নিয়েছি। শেঠজীর বাইরের দিকটায় একটু প্রবীণের ছাপ পড়্‌লেও, শেঠজীর ভিতরটা একেবারে খাঁটি নবীন।

মীরজাফর। শেঠজি! যেজন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি—

জগৎশেঠ। সুন্দরি! তোমরা এখন বিশ্রাম করগে, এঁদের মনো-রঞ্জনের জন্য যথাসময়েই তোমাদের আহ্বান কর্‌বো। [নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল] এইবার আদেশ করুন—

মীরজাফর। নবাবের আচরণ দেখ্‌লেন? আমাদের জন্য কোন আয়োজন হ'লো না, অথচ মোহনলাল নগর-তোরণে উপস্থিত হ'তেই, রাজা রায়দুর্ল্লভ সেই বিপুল জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নবাবী হুকুম শোনালে—সওকৎজঙ্গ নিহত হওয়ায় নবাব বাহাদুর প্রসন্ন হ'য়ে মোহন-লালকে দরবারে আহ্বান করেছেন—খেলাৎ দেবার জন্য। এতে বুঝতে হবে—আমরা কেউ কিছু করিনি, যা কিছু করেছে একা মোহনলাল।

উমিচাঁদ। মোহনলাল ছোক্‌রা বরাতটা নেহাৎ ফেরালে। একেই তো সে বরাবর নবাবের খয়ের খাঁ, এবার আবার কলে-কৌশলে সওকৎকে মেরে নবাবকে ভাল রকমই হাত কর্‌লে।

জগৎশেঠ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে, পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ-দমন উপলক্ষ্য ক'রে মোহনলাল নবাবকে হাত কর্‌লে—না নবাবই মোহন-লালকে হাত কর্‌লেন।

মীরজাফর। ও দুটোর যেটাই হোক্ শেঠজি—আমাদের বিপদ সমানই।

রাজবল্লভ। নিশ্চয়ই! একেই তো মোহনলাল চিরসদয় আমাদের ওপরে, এবার আবার নবাবের বেশী খয়ের খাঁ হ'য়ে এমন সব সুমন্ত্রণা দেবে, যাতে নবাব বাহাদুর আমাদের একেবারে গঙ্গা পার ক'রে ছাড়্বেন।

উমিচাঁদ। শেঠজী তাতে রাজী হ'লেও হ'তে পারেন, কিন্তু আপনার তো সে বয়স এখনও আসেনি! আর, জাফরসাহেব—ওঁর আর গঙ্গার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? কাজেই ওঁকে গঙ্গাপার করতে চাইলেও উনি পার হবেন না। যেন তেন প্রকারেণ উনি থাক্‌বেনই—এ পারের এই মুর্শিদাবাদে।

মীরজাফর। এ রহস্যের সময় নয় উমিচাঁদ।

উমিচাঁদ। আমার কথাগুলো রহস্যের মত শোনালেও, মূলে কিন্তু সত্যি। জানেন তো—আমি একটু ভবিষ্যৎ বুঝ্‌তে পারি?

রাজবল্লভ। ভবিষ্যৎ যখন বুঝতেই পারেন, সপরিবারে বন্দী হবার আগে নিজের ভবিষ্যৎটা একটু ভাবেননি কেন?

উমিচাঁদ। ভেবেছিলুম বই কি।

রাজবল্লভ। ভেবেছিলেন যদি, আগে থেকে সপরিবারে স'রে পড়েননি কেন? তাহ'লে আর বন্দী হ'য়ে আপনাকে লাঞ্ছিত হ'তে হ'তো না, পরিবারবর্গকেও প্রাণ হারাতে হ'তো না।

উমিচাঁদ। পরিবারবর্গের মায়ায় সে সময় যদি গা ঢাকা দিতুম—বা নিজে একটু লাঞ্ছনা ভোগ করতে না চাইতুম, তাহ'লে কি আজ কুঠিয়ালদের অনুগ্রহে অবস্থা ফিরিয়ে নিতে পারতুম—না কুঠিয়ালদের বন্ধু হ'তে পারতুম?

রাজবল্লভ। নিজের পরিবারবর্গকে গুলির মুখে দিয়ে!

উমিচাঁদ। রাজাসাহেব!—অসার সংসার! কে—ক'দিন আর? আত্মীয় স্বজন যারা মরেছে—তারা গুলির মুখে না মর্‌লেও অন্য রকমেও একদিন মর্‌তো। কাজেই নিজের ছাড়া অপরের জন্য মায়া করাটা নেহাৎ অসার। এ দৌলৎ-ই-দুনিয়ায় যে ক'টা দিন টেকা যায়, সে ক'টা দিন নিজের জন্য দৌলতের মায়া করাটাই সার।

রাজবল্লভ। নমস্কার।

উমিচাঁদ। আমি দিই শুধু ধন্যবাদ। রাজাসাহেব যদি আর একবার ঢাকার ব্যবস্থা কর্‌তে পারতেন, তাহ'লে আমিও সুযোগ পেতুম রাজা সাহেবকে নমস্কার দেবার।

মীরজাফর। রাজাসাহেব! বৃথা তর্ক শোভা পায় না, আমাদের সময় মূল্যবান।

রাজবল্লভ। আদেশ করুন—

মীরজাফর। এখানে আদেশের কিছু নেই—আদেশ করারও কেউ নেই। এখানে আমরা মর্য্যাদায় সকলে সমান, স্বার্থও আমাদের সমান। কাজেই কারও আদেশের আশায় না থেকে, সকলে একমত হ'য়ে স্থির করুন—আমাদের কর্ত্তব্য কি?......আমরা এই রাজ্যের ভিত্তি; প্রাণপণ যত্নে বাংলার সিংহাসনকে রক্ষা ক'রে আস্‌ছি, অথচ আমরাই প্রতি পদে পদে তরলমতি নবাবের কাছে অপমানিত লাঞ্ছিত হ'চ্ছি। ওই অপমান লাঞ্ছনার অবসান ঘটাতেই আমরা অনেক কৌশলে—অজস্র অর্থব্যয় ক'রে নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলুম সওকৎজঙ্গকে। সওকৎজঙ্গের সঙ্গে আমাদের স্থির হয়েছিল—উচ্ছৃঙ্খল নবাবকে দমন ক'রে সে নামে মাত্র নবাব হবে, প্রকৃতপক্ষে বাংলা সুবার সমস্ত ভার আমাদের উপরেই থাকবে। কিন্তু, হতভাগ্য

সওকৎ বুদ্ধির দোষে, বাংলার সিংহাসনের পরিবর্ত্তে—আশ্রয় নিয়েছে কবরে! আমাদের সমস্ত উদ্যমকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে গেছে।

উমিচাঁদ। উদ্যম নষ্ট হয়নি, উদ্দেশ্যও ঠিক্ আছে। একটা পথ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আরও পথ আছে। পুরাতন উদ্দেশ্য নিয়ে নূতন উদ্যমে আর একটা পথ ধর্‌লেই চল্‌বে। কাজেই সওকৎজঙ্গ মরায় হতাশ হবার বা দুঃখ কর্‌বার কিছু নেই। তবে দুঃখ হয়—শেঠজীর জন্য। অনেক অর্থ দিয়েছিলেন সওকতকে, কিন্তু সওকৎ সে অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা না ক'রেই চ'লে গেল কবরে।

জগৎশেঠ। শেঠবংশ অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে জানে। অর্থের জন্যে আমি চিন্তিত হইনি, আমাকে চিন্তিত ক'রে তুলেছে সওকতের পরাজয়। এখন যদি কোনরকমে প্রকাশ পায় যে, আমিই অর্থ দিয়ে দিল্লী থেকে সওকতের নামে সুবেদারী ফার্‌মান আনিয়েছিলুম, আর সেই ফর্‌মানের বলেই সওকৎ নিজেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব প্রতিপন্ন করাতে সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল—মুর্শিদাবাদ আক্রমণ কর্‌বার উদ্যোগ করেছিল, তাহ'লে আমার অবস্থা কি হবে ভাব্‌ছো উমি?

মীরজাফর। বৃথা চিন্তা কর্‌ছেন শেঠজি। সওকৎ যদি পরাজিত হ'য়ে আমাদের নবাবের বন্দী হ'তো, তাহ'লে হয়তো তার কাছ থেকেই প্রকাশ পেতো। কিন্তু, সে সম্ভাবনা তো নেই—যখন সওকৎই চ'লে গেছে।

জগৎশেঠ। সওকৎ গেলেও দিল্লীর দেওয়ানখানা যায়নি খাঁ-সাহেব। দিল্লীর দেওয়ানখানা থেকে সে সংবাদ নেওয়া চতুর নবাবের পক্ষে অসম্ভব নয়।

মীরজাফর। এতদিনেও তাকে চিন্‌তে পারেননি। প্রকৃত কর্ম্ম-

চাতুর্য্য তার নেই শেঠজি। তার শুধু আছে কতকগুলো কু-প্রবৃত্তি—খেয়ালী নীতি—দম্ভের চাতুরী। বেশ, আপনার ধারণাই যদি সত্য হয়—সত্যই যদি সন্দেহক্রমে নবাব দিল্লী থেকে সংবাদ আনাবার চেষ্টা করে, দিল্লী নিকটে নয়, শেঠজি! আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, সেই দীর্ঘ সময়ের পূর্ব্বে আমরা দ্বিতীয় উদ্যমে অগ্রসর হ'য়ে সিরাজকে এমন ক্ষেত্রে দাঁড় করাবো যে, আপনার কাছে আপনার কার্য্যের কৈফিয়ৎ নেবার বা আপনাকে শাসন কর্‌বার মত ক্ষমতাই থাক্‌বে না তার। আমরা যদি কুঠিয়ালদের সাহায্য নিই—

জগৎশেঠ। কুঠিয়ালরা আমাদের সাহায্য কর্‌তে সম্মত হবে?

মীরজাফর। নিশ্চয়ই সম্মত হবে। বার বার তাদের আক্রমণ ক'রে—তাদের কুঠি লুঠ করিয়ে—নানারকমে তাদের অতিষ্ঠ ক'রে, নবাব তাদেরও শত্রু ক'রে তুলেছে।

জগৎশেঠ। নবাব তাদের শত্রু ক'রে তুল্‌লেও, তারা কি প্রকাশ্যে শত্রুতা কর্‌তে সাহস কর্‌বে? নবাব যতবার তাদের আক্রমণ করেছেন, তারা একবারও নবাবের শক্তির সাম্‌নে দাঁড়াতে পারেনি।

উমিচাঁদ। সেটা হয়েছে খাঁসাহেবের জন্য। নবাবের শক্তি বল্‌তে তার নিজের গায়ের জোর নয়—নবাবী ফৌজ, সেই ফৌজের মালিক খাঁসাহেব! ভাবুন শেঠজি, আজ যদি আমরা কুঠিয়ালদের সঙ্গে চুক্তি ক'রে নবাবের বিরুদ্ধে এগোতে বলি, আর সিপাহশালার খাঁসাহেব নবাবী ফৌজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকেন শিবিরে, তাহ'লে চাকাটা কোন্ দিকে ঘোরে?

রাজবল্লভ। নিশ্চয়ই। সবই নির্ভর কর্‌ছে খাঁসাহেবের ওপর। খাঁসাহেব ইচ্ছা কর্‌লে নবাবের অত্যাচার একদিনেই বন্ধ কর্‌তে পারেন।

মীরজাফর। পারি। কিন্তু, আমি তা কর্‌তে ইচ্ছা করি না।

রাজবল্লভ। কেন— কেন ?

মীরজাফর। আমরা যখন একযোগে—একপথে—একই উদ্দেশ্য নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছি, তখন আমার উচিত হয় না রাজা, সকলের সম্মতি না নিয়ে আমার একার মতে কিছু কর্‌তে যাওয়া। আমাকে যদি নবাবের কাছে আরও অপমানিত হ'তে হয়—আরও পীড়ন সইতে হয়—আরও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয—হোক্, তবু যাঁরা আমার বন্ধু—যাঁদের আমি পরমাত্মীয় জ্ঞান করি—যাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছি, তাঁদের সহযোগিতা ভিন্ন আমি এক পা-ও এগিযে যেতে চাই না। হ্যাঁ—তবে সকলে যদি সম্মতি দেন—

উমিচাঁদ। সম্মতি দেন মানে? সম্মতি না দিয়ে, সকলে কি অত্যাচার আরও সইতে চাইবে ?

রাজবল্লভ। না—না। আমরা ভেবে দেখ্‌ছি—কুঠিয়ালদের সাহায্য নেওয়া ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নেই।

মীরজাফর। সকলেই একমত ?

উমিচাঁদ }
রাজবল্লভ } একমত।

মীরজাফর। কিন্তু—শেঠজী যে নীরব ?

রাজবল্লভ। কি ভাব্‌ছেন শেঠজি ?

জগৎশেঠ। ভাব্‌ছি—অর্থের যা প্রয়োজন হবে—

রাজবল্লভ। আপনাকে একাই দিতে হবে না শেঠজি। ঘেসেটি বেগম এবারেও আমাদের সাহায্য কর্‌তে রাজী।

মীরজাফর। রাজী ?

রাজবল্লভ। রাজী।

মীরজাফর। কি সর্ত্তে?

রাজবল্লভ। যদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহ'লে ধনাগারে যে জহরৎ আছে—তার অর্দ্ধেক দিতে হবে।

মীরজাফর। অম্লানে। শেঠজি! ঘেসেটি বেগমও যখন সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন, বুঝতে হবে—আমাদের কার্য্যে ঈশ্বরের সহানুভূতি আছে। আপনি আর অমত করবেন না।

জগৎশেঠ। না, সকলেই যখন একমত—

মীরজাফর। তাহ'লে আপনিও রাজী?

জগৎশেঠ। রাজী!

মীরজাফর। সকলে একমত?

সকলে। একমত।

মীরজাফর। নবাবের অত্যাচার কেউ সইতে চান না?

সকলে। কেউ সইতে চাই না।

মীরজাফর। কুঠিয়ালদের সাহায্য নেওয়াই স্থির?

সকলে। স্থির।

মীরজাফর। ব্যস্! তাহ'লে বুঝলুম—এইবার সিরাজের নবাবী—

[নেপথ্যে বন্দুকের আওয়াজ]

মীরজাফর। একি! সহসা গুলির আওয়াজ!

জগৎশেঠ। নিশ্চয়ই নবাব আসছেন!

রায়দুর্ল্লভ আসিলেন

রায়দুর্ল্লভ। নবাব আসেননি শেঠজি। নবাব বাহাদুরের হুকুমে

রায়দুর্লভ এসেছে আপনাদের দরবারে হাজির হবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

মীরজাফর। কিন্তু এখানে—

রায়দুর্লভ। নবাব অবগত যে, আপনারা সকলেই শেঠজীর কুঠিতে সমবেত হয়েছেন। তাই তিনি আমাকে আদেশ কর্‌লেন, শেঠজির কুঠিতে উপস্থিত হ'য়ে একযোগে সকলকেই স্মরণ করিয়ে দিতে।

মীরজাফর। আমরা কি এতই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য? দরবারে উপস্থিত হবার জন্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

রায়দুর্লভ। আপনারা সকলে নবাব বাহাদুরের হিতৈষী, তাঁর কল্যাণকামনায় আপনারা সর্ব্বদাই চিন্তিত, তাই পাছে দরবারে উপস্থিত হবার কথা বিস্মৃত হন—

মীরজাফর। হুঁ!

জগৎশেঠ। আমাদের উপর অন্যায় ইঙ্গিত কর্‌ছেন রাজা রায়দুর্লভ। আমরা যথার্থই তাঁর হিতৈষী।

রাজবল্লভ। এবং কর্ত্তব্যেও ঠিক্ লক্ষ্য রাখি। আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না, আমরা যথাসময়েই দরবারে উপস্থিত হবো।

উমিচাঁদ। আচ্ছা—বল্‌তে পারেন রাজা রায়দুর্লভ! এইমাত্র একটা গুলির আওয়াজ শুনলুম—

রায়দুর্লভ। চিন্তার কারণ নেই। আমি এই উদ্যানে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে, আমার আদেশে আমার দেহরক্ষী ওই আওয়াজ করেছে।

উমিচাঁদ। এরূপ করার কারণ?

রায়দুর্লভ। আমাকে দূর হ'তে বুঝে নিতে হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আপনারা কোন গোপন আলোচনায় নিযুক্ত। যদিও নবাবের আদেশ—

তবুও আমার উচিত হয় না আপনাদের গোপন আলোচনার মধ্যে উপস্থিত হওয়া। তাই কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের গোপন আলোচনা স্থগিত করিয়ে এখানে আমার উপস্থিত হবার সুযোগ ক'রে নিতেই আমাকে ওই পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। বিদায় শেঠজি—বিদায় খাঁসাহেব—বিদায় রাজা রাজবল্লভ—উমিচাঁদ—

[চলিয়া গেলেন

জগৎশেঠ। সর্ব্বনাশ! রায়দুর্ল্লভ কি কিছু শুনেছে? যে ভাবে কথা কইলে—

মীরজাফর। কথার কৌশলে আমাদের একটু ভয়ও দেখালে। বোঝালে—সে বুদ্ধিমান, সে আমাদের চেনে—আমাদের অন্তরের কথা বোঝে। যাক্, আপাততঃ দরবারে যেতে হবে।

জগৎশেঠ। আপনারা চলুন, আমিও এখনি উপস্থিত হবো।

মীরজাফর। আপনি রাজা রায়দুর্ল্লভের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আমি তাকেও টেনে নোব আমাদের মাঝে।

জগৎশেঠ। তা কি সম্ভব হবে?

মীরজাফর। অত্যাচার পীড়ন হ'তে বাংলাকে রক্ষা করবার জন্য যে মীরজাফর আজ নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে, সে মীরজাফরের উপরে ঈশ্বরের করুণা নিশ্চয়ই থাকবে, আর তাঁরই করুণায় সে অসাধ্যসাধনও করতে পারবে।

[সকলে চলিয়া গেলেন

———

পাঁচ

দরবার।

দ্বারে প্রহরী, গায়ক নবাবের স্তুতি গাহিতেছিল,
মোহনলাল, মীরমদন, রায়দুর্ল্লভ, মীরজাফর,
জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, ও রাজবল্লভ যথা-
যোগ্য স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন

গায়ক।—

গান

হে জগদীশ! মম মিনতি তোমারে—
জানাই সাঁঝে—জানাই সকালে—জানাই তোমারে বারে বারে।
কর প্রভু তুমি কর আয়ুষ্মান্,
কীর্ত্তিমান্ তুমি কর গরীয়ান্,
এ মহান্ আসনে করুণা দানে বসায়েছ তুমি যাঁহারে।
তব আশীষ প্রভু ঝরুক্ শিরে,
লভুক্ করুণা অন্তরে বাহিরে,
এ আশীষ-বর্ম্মে রাখ হে!—সব বিপদ মাঝারে ঘিরে।

[নেপথ্যে নকিব হাঁকিল—নবাব মনসুরল মোলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলিখাঁ মীরজা মহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর—

সিরাজদ্দৌলা আসিলেন

[সকলে আসন ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।
গায়ক অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল]

সিরাজ। আজ এই দরবার আহ্বানের উদ্দেশ্য বোধ হয় আপনার

সকলেই অবগত? পূর্ণিয়ার সওকৎজঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে শুধু আমাকে নয়, বাঙ্গলার সিংহাসনকে—বাঙ্গলার নিরীহ অধিবাসীকেও চিন্তিত ক'রে তুলেছিল।

মীরজাফর। ঈশ্বর কৃপায় আজ আমরা নিশ্চিন্ত।

সিরাজ। সত্য, কিন্তু যাদের শৌর্য্যে—পরাক্রমে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমিত, উচ্ছৃঙ্খল সওকৎ পরাজিত—নিহত, বাঙ্গলার সেই বীর্য্যবান সেবকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাঙ্গলার নবাবের কর্ত্তব্য।

জগৎশেঠ। নবাব মহানুভব।

সিরাজ। আমার বিশ্বাস—পূর্ণিয়াকে আবার আমাদের শাসনাধীনে আনায়, সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব পাবার অধিকারী মোহনলাল—মীরমদন।

রাজবল্লভ। নবাব সুবিচারক।

সিরাজ। মোহনলাল! মাতামহ আলিবর্দ্দী বাহাদুরের সঙ্গে যখন আমি মারাঠা-দমনে নিযুক্ত ছিলুম, তখন তোমাকে যেমন দেখেছি—আজও ঠিক তেমনি আছ তুমি। আজও তোমার পরিবর্ত্তন হয়নি—প্রভুভক্তির অভাব ঘটেনি—বাঙ্গলার কল্যাণে জীবনদানেও কার্পণ্য আসেনি। তুমি জীবনপণ ক'রে দাঁড়িয়েছিলে সওকতের বিরুদ্ধে, তাই সওকৎ নিহত—বাঙ্গলার অধিবাসী নিশ্চিন্ত—বাঙ্গলার নবাব তোমার গুণমুগ্ধ।......রাজা রায়দুর্ল্লভ! বীরবর মোহনলালকে নবাবী খেলাৎ দেওয়া হোক।

রায়দুর্ল্লভ। [খেলাৎ পাঠ] নবাব মনসুরল্ মোলক সিরাজদ্দৌলা সাহকুলিখাঁ মীরজা মহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুরের হুকুম হয়, পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদমন করায় পুরস্কারস্বরূপ বীরবর মোহনলাল রাজা মোহনলালরূপে

অভিহিত হোন, আর বাঙ্গলার মন্ত্রীর আসন গ্রহণ ক'রে তন্বাস্বরূপ এক জায়গীর গ্রহণ করুন।

[খেলাতি পত্র এবং শিরোপা দিলেন]

মীরজাফর। আমরা বাঙ্গলার মন্ত্রী রাজা মোহনলালকে অভিবাদন করি।

[মীরজাফরের সহিত রাজবল্লভ প্রভৃতি সকলেই মোহনলালকে অভিবাদন করিলেন, মোহনলাল প্রত্যভিবাদন করিলেন]

মোহনলাল। মেহেরবান নবাব! আজ যে সম্মানে আমাকে সম্মানিত কর্‌লেন, সে সম্মান পাবার মত আমি কিছুই করিনি জনাব! আমি যা করেছি—কর্ত্তব্যবোধে শুধু কর্ত্তব্যপালন করেছি মাত্র।

সিরাজ। এমনি কর্ত্তব্যবোধ যদি সকলের থাক্‌তো মোহনলাল, তাহ'লে আজ বাঙ্গলার নবাবকে অনিদ্রায় বিশ্রামবিহীন অবস্থায় দিন-রজনী কাটাতে হ'তো না, অন্ততঃ একটুখানিও বিশ্রামের অবকাশ সে পেতো। বাঙ্গলার যে দুর্দ্দিন আস্‌ছে—

মোহনলাল। মহান্ নবাব! ঈশ্বর না করুন—দুর্দ্দিন যদি বাঙ্গলায় আসে, সেদিনেও মোহনলাল প্রাণপণ ক'রে দাঁড়াবে বাঙ্গলার দুর্দ্দিন দূর কর্‌তে।

সিরাজ। তা তুমি কর্‌বে। মীরমদন! তুমি একদিন সামান্য সৈনিকের পদে থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলে। এবারে পূর্ণিয়া-যুদ্ধে মোহনলালের সহকারীরূপে গিয়ে, যে শৌর্য্যবীর্য্য পরাক্রমের পরিচয় দিয়েছ, তাতে আমি মুগ্ধ।

মীরমদন। বান্দা জাঁহাপনার গোলাম। গোলাম তার কর্ত্তব্য করেছে জনাব!

সিরাজ। জনাবও তার কর্ত্তব্য কর্‌ছে—পুরস্কারস্বরূপ গোলামকে

এক খেলাৎ প্রদান ক'রে। আজ হ'তে তুমি পাঁচহাজারী সেনাপতি—আর—আমার শরীররক্ষী।

[রায়দুর্লভের নিকট হইতে খেলাতি পত্র ও তরবারি লইয়া মীরমদনকে প্রদান করিলেন]

মীরমদন। মালিককে বিনিময় দেবার ক্ষমতা গোলামের নেই। গোলামের শুধু নিবেদন কর্‌বার সামর্থ্য আছে—প্রভুভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই আভূমি নত অভিবাদন।

মীরজাফর। মীরমদনের সৌভাগ্যে আমরা সকলেই সুখী। পদবীর মর্য্যাদা রক্ষায়—আমরা অভিবাদন করি সেনাপতি মীরমদনকে।

মীরমদন। আমার অভিবাদন নিন্ সিপাহশালার মীরজাফর খাঁ—সেনাপতি রাজা রায়দুর্লভ—মহামানী মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠ—অমাত্যবর রাজা রাজবল্লভ—অমাত্যবর উমিচাঁদ।

[অভিবাদন করিলে প্রত্যেকেই প্রত্যভিবাদন করিলেন]

মোহনলাল। জাঁহাপনা! বান্দার একটা আর্জ্জি আছে—

সিরাজ। জানাও।

মোহনলাল। পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদমন ক'রে আসায় জাঁহাপনা আজ যে অসীম করুণা বিতরণ কর্‌লেন, সে করুণা পাবার অধিকারী কি শুধু মীরমদন আর আমি? বিচার করুন বিচারক!—সেনাপতি মাত্র নির্দ্দেশ দেয়, কিন্তু স্বল্পবেতনভোগী দরিদ্রের দল—যারা স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় বান্ধবের মায়া ত্যাগ ক'রে প্রভুর কারণে নিজেদের জীবনগুলোকে অম্লানে এগিয়ে দেয় শত্রুর কৃপাণ তলে, সেই সৈন্যবাহিনীই যে প্রভুর করুণা লাভের ন্যায্য অংশভাগী! আজ যদি তারা জাঁহাপনার কণামাত্র করুণার আস্বাদ পায়, দেখবেন জাঁহাপনা!—এই স্বল্পে তুষ্ট দরিদ্রের দল

শতমুখে প্রভুর জয়গান করবে—প্রভুর জন্য প্রয়োজনে জীবন বিসর্জ্জন দেবে।

সিরাজ। মোহনলাল! ধন্য আমি—তোমাকে মন্ত্রীর আসনে বসিয়ে। সত্যই তো, রাজনীতির দিক দিয়ে হোক্—মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে হোক্—যে দিক দিয়েই দেখা যাক্, ওরাই তো করুণা পাবার ন্যায্য অধিকারী। মীরমদন! তোমাদের অধীনস্থ যে সমস্ত সৈন্য দরবারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে,—তাদের অপেক্ষা করতে বল। দরবার শেষে আমি তাদের দর্শন দোব—তাদের আবেদন শুনবো—তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। [মীরমদন চলিয়া গেলেন] তার পূর্ব্বে—শেঠজি! সওকৎ-বিজয়ী সেনাদলের প্রত্যেককে একশত মুদ্রা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করুন।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা! তারা সংখ্যায় অনেক; প্রত্যেককে একশত ক'রে মুদ্রা দিতে হ'লে—অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে।

সিরাজ। প্রয়োজনে ব্যয়ও করতে হবে।

জগৎশেঠ। কিন্তু, অত অর্থ কি—

সিরাজ। শেঠজি! অত হিসাব ক'রে ব্যয় করা বাংলার নবাবের সাজে না। ভাবুন দেখি শেঠজি, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি ওরা শৈথিল্য প্রকাশ করতো—আর ওদের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে সওকৎজঙ্গ মুর্শিদাবাদ অবরোধ করতো, কোথায় থাকতাম আমি—কোথায় থাকতেন আপনি—কোথায় থাকতো ধনাগারের সঞ্চিত ধনরাজি?

জগৎশেঠ। আমি তা বলছি না জাঁহাপনা! মহান্ দাতার দানে আমি বাধা দিতে চাইছি না। তবে, আমার নিবেদন যে, গত ইংরাজ-যুদ্ধে আমাদের ধনাগার শূন্য।

সিরাজ। শূন্য! ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে এত ব্যয় হয়েছে যে বাংলার ধনাগার শূন্য!

মীরজাফর। অসম্ভব নয়। ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছে—

সিরাজ। আচ্ছা আপনার স্মরণ আছে সিপাহশালার—আমাদের প্রথম যুদ্ধ হ'য়েছে ইংরাজের সঙ্গে—না সওকৎজঙ্গের সঙ্গে?

মীরজাফর। কেন স্মরণ থাক্‌বেনা জাঁহাপনা? এতো সেদিনের কথা।

সিরাজ। আমার ঠিক স্মরণ হ'চ্ছে না—

মীরজাফর। আমাদের প্রথম যুদ্ধ হয়েছে ইংরাজের সঙ্গে।

সিরাজ। স্মরণ হয়েছে। তবে—শেঠজি, ইংরাজদের সঙ্গেই যদি প্রথমে যুদ্ধ হ'য়ে থাকে, সে যুদ্ধের ব্যয়ভারে তো ধনভাণ্ডার শূন্য হয়নি। কারণ, আমি জানি—সে যুদ্ধের পরেও আপনার ভাণ্ডারে অর্থের অনাটন ছিল না।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। ভাবুন আপনারাও,—ইংরাজ-যুদ্ধেই যদি ধনভাণ্ডার শূন্য হ'তো—ওঁর অর্থের অনাটন ঘট্‌তো, তাহ'লে দ্বিতীয় বারের—এই পূর্ণিয়া-যুদ্ধের কারণে উনি প্রচুর অর্থব্যয় কর্‌তে পার্‌তেন না।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনার হয়তো স্মরণ নেই যে, পূর্ণিয়া-যুদ্ধের ব্যয় খাজনাখানা থেকেই নির্ব্বাহ হয়েছে। বান্দাকে কিছুই দিতে হয়নি।

সিরাজ। হয়েছে—হয়েছে, দিতে হয়েছে। শেঠজীর হয়তো স্মরণ নেই—আমার ঠিক্ স্মরণ আছে। প্রচুর অর্থ দিয়েছেন আপনি।

জগৎশেঠ। আমি দিয়েছি?

সিরাজ। হ্যাঁ, আপনি দিয়েছিলেন—পূর্ণিয়াযুদ্ধে জয়লাভের আশায়,

তবে আমাকে নয়—দিয়েছিলেন এক তৃতীয় ব্যক্তিকে। অভাবের তাড়নায় সুদূর পশ্চিম থেকে এই শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে ছুটে এসে যাদের করুণায় আশ্রয় পেয়েছেন—সম্মান পেয়েছেন—নিজেদের ধনকুবের গ'ড়ে তুলেছেন—তাদের বংশধরের উপকারের জন্য কপর্দ্দকও ব্যয় করেননি এ যুদ্ধে। ব্যয় করেছেন—সেই আশ্রয়দাতাদের বিপন্ন বংশধরকে সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল সওকতকে বাংলার নবাবী দেওয়াতে।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। ভেবেছেন আজও সিরাজ ঘুমিয়ে আছে? ভুল বুঝেছেন আমাকে। আমি উঠেছি—জেগেছি—সকলকে চিনেছি। বুঝতেও পেরেছি যে, আমার নিকটেই এক শয়তানী চক্র গঠিত হয়েছে—সেখানে দুনিয়ার শয়তান এসে জুটেছে—আর সে চক্র চালিত হ'চ্ছে এক শ্রেষ্ঠ শয়তানেরই ইঙ্গিতে। তাকেও আমি চিনি।

জগৎশেঠ। বান্দার উপর জাঁহাপনা অন্যায় অভিযোগ করছেন।

সিরাজ। অন্যায় অভিযোগ! রাজা রায়দুর্ল্লভ! যুদ্ধের পূর্ব্বে সওকৎ আমাদের যে পত্র লিখেছিল—

[রায়দুর্ল্লভ পত্র বাহির করিলেন]

সিরাজ। পাঠ করুন—

রায়দুর্ল্লভ। সওকৎজঙ্গ জাঁহাপনার নাম উল্লেখ ক'রে লিখছে—

সিরাজ। না—না, সঙ্কোচের কিছু নেই, যথাযথ পাঠ করুন।

রায়দুর্ল্লভ। সিরাজ, বাদসাহী ফারমান অনুযায়ী আমিই বাংলা বিহার উড়িষ্যার ন্যায্য অধিপতি। তুমি অবিলম্বে আমার কর্ম্মচারী মীরজাফর, জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভকে রাজ্যভার বুঝিয়ে দিয়ে ঢাকায়

চ'লে যাবে। তুমি আমার আত্মীয়, আমার আদেশ পালন করলে আমি তোমার উপর প্রসন্ন থাক্‌বো—তোমার তঙ্কারও ব্যবস্থা কর্‌বো। পত্রপাঠমাত্র যদি আমার আদেশ পালন না কর, তাহ'লে আমি অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হ'য়ে তোমার অবাধ্যতার শাস্তি দোব।

সিরাজ। যে সওকৎ সিরাজকে দেখলে দূর থেকে কুর্ণিশ কর্‌তো, সেই সওকৎ বিদ্রোহী হ'য়ে সিরাজকে এ পত্র লেখে কি সাহসে, কাদের পৃষ্ঠপোষকতায়? নীরব কেন বৃদ্ধ? আচ্ছা—বল্‌তে পারেন সিপাহশালার—সওকৎ এ পত্রে আপনাদের তিনজনকে তার কর্ম্মচারী ব'লে উল্লেখ করেছিল কেন?

মীরজাফর। তার মনোগত ভাব কি ছিল—কেমন ক'রে বল্‌বো জাঁহাপনা?

সিরাজ। তুমি বল্‌তে পারো বৃদ্ধ?

জগৎশেঠ। মাতালের খেয়াল ছাড়া আর কি বল্‌বো জাঁহাপনা?

সিরাজ। মাতালের খেয়াল! দিল্লীর ফারমানের কথা—সেও কি মাতালের খেয়াল? শয়তান! সওকতের নামে দিল্লী থেকে নবাবী ফারমান আনিয়েছিল কে?

জগৎশেঠ। আমি?

সিরাজ। হ্যাঁ, তুমি—তুমি। ভেবেছ সাক্ষ্য দেবার কেউ নেই? সওকৎ কবরে গেলেও—দিল্লীর দেওয়ানখানা এখনও যায়নি শয়তান!

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। এ শয়তানির কি শাস্তি জান?

মীরজাফর। জাঁহাপনা! মানী ব্যক্তি অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত হ'লে আমরা বাধ্য হবো দরবার ত্যাগ কর্‌তে।

সিরাজ। ভুলে যাচ্ছেন—বালক হ'লেও আমি বাংলার নবাব, আর আপনারা আমার বেতনভোগী আজ্ঞাবাহী।

রাজবল্লভ। কিন্তু জাঁহাপনা! শেঠজী প্রকৃতই এ রাজ্যের হিতৈষী। তাঁর অসম্মান—

সিরাজ। সইতে পারছেন না? বেশ, বন্ধুর অসম্মান যদি সইতে না পারেন, আমি অনুমতি দিচ্ছি দরবার ত্যাগ করুন। কিন্তু আপনাকেও স্মরণ করিয়ে রাখি, আপনার সম্বন্ধেও আমি অনেক সংবাদ রাখি, সাবধান। [রাজবল্লভ চলিয়া গেলেন] খাঁসাহেব! শীঘ্রই আপনাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে, সুতরাং—আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন।

মীরজাফর। জাঁহাপনা!

সিরাজ। কিছু পূর্ব্বে আপনি দরবার ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন; এখন আমি নিজেই অনুমতি দিচ্ছি—দরবার ত্যাগ করুন। [মীরজাফর চলিয়া গেলেন] উমিচাঁদ! কুঠিয়ালদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ ক'রে তুল্‌লে, আমি ফল্‌তার বিষয় বিবেচনা করতে বাধ্য হবো।

উমিচাঁদ। জাঁহাপনা! শেঠজী—

সিরাজ। চিন্তা নেই উমি! সিরাজ মানীর মান রাখ্‌তে জানে। শেঠজীও তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চয় পাবেন। [উমিচাঁদ চলিয়া গেলেন] এইবার মহাতাপ চাঁদ জগৎশেঠ! বল্‌তে পার—তোমার সম্বন্ধে আমার কি করা উচিৎ? বল্‌তে পারবে না জানি। পাপী তুমি, সে সাহস তোমার নেই। আমার উচিত, সাহাজাদা সিরাজের দৃঢ়তাকে ফিরিয়ে এনে এমন শাস্তি দেওয়া—যে কঠোর শাস্তির ভয়াবহ দৃশ্য দেখে তোমার সঙ্গী শয়তানগুলো শিউরে উঠবে—নিজেদের চক্র নিজেরাই ভেঙ্গে ফেল্‌বে, আর কখনো সাহস করবে না সিরাজের সঙ্গে শয়তানি

করতে। কিন্তু এখন তা করা চলে না—এখন তা করতে পারি না। জগৎশেঠ! আমি লঘুদণ্ডই দিচ্ছি তোমাকে। আজ রাত্রের মধ্যে তুমি এককোটী টাকা আমানৎ করবে।

জগৎশেঠ। এককোটী টাকা!

সিরাজ। হ্যাঁ, এককোটী টাকা।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা! মেহেরবানী করুন বান্দাকে। এককোটী টাকা এক রাত্রে সংগ্রহ করা দূরের কথা—এক মাসেও সম্ভব নয় বান্দার পক্ষে। জাঁহাপনা! এই শেঠীরা নবাববংশের কাছে আশ্রয় পেয়ে তাঁদের করুণা পেয়েছে, বহু অপরাধের মার্জ্জনা পেয়েছে। আমাকে মার্জ্জনা ক'রে সামান্য অর্থ নজরাণা দেবার আদেশ দিন। এককোটী টাকা আমানৎ করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয় জাঁহাপনা!

সিরাজ। সম্ভব নয়? হাব্সী!

হাব্সী আসিল

সিরাজ। নিয়ে যা এই শয়তানকে। কাল প্রাতে এই শয়তানকে অৰ্দ্ধেক মাটীতে পুঁতে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে। যখন এর আর্ত্তনাদে এর বন্ধুর দল ছুটে আসবে, তখন তাদের বোঝাতে হবে যে, আজ থেকে নবাবী হুকুমে একের পর এক প্রত্যেক শয়তানকে এইভাবে সাজা দেওয়া হবে।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। নিয়ে যা।

জগৎশেঠ। জাঁহাপনা!

সিরাজ। জাঁহাপনা! হা-হা-হা—

[জগৎশেঠকে লইয়া হাব্সী চলিয়া গেল

মোহনলাল। শান্ত হোন—শান্ত হোন জাঁহাপনা! এ কঠোর আদেশ প্রত্যাহার ক'রে কোন লঘুদণ্ডের আদেশ করুন। চিন্তা করুন জাঁহাপনা!—জগৎশেঠের দণ্ডের কথা রাষ্ট্র হ'লে, যদি অমাত্যগণ বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে—

সিরাজ। উঠুক্। আমি বিদ্রোহীদের দমন কর্‌তে পারি—তাই সইতেও পারি। কিন্তু, সইতে পারি না আমি বেইমানের বেইমানি—শয়তানের শয়তানি!

মীরমদন। সইতে হবে যে জাঁহাপনা! যখন দুর্দ্দিন এগিয়ে আসে—শত্রুর হানা পড়ে যখন ঘরে বাইরে—

সিরাজ। শত্রু! কোথায় শত্রু? দূরে? ভুল বুঝেছ মীরমদন, এ ভুল করে সকলে। শত্রুর স্থান তো দূরে নয়—অতি কাছে। তাই শত্রু তারা নয় মীরমদন—শত্রুতা তারা করে না মোহনলাল—যারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। শত্রু আমাদের তারা—যারা পথের রাহীকে ঘরে ঢোকায়—শান্ত রাহীকে ঘাতক সাজায়—বন্ধুর সাজে পাশে ব'সে সেই ঘাতককে দিয়ে বুকে ছুরী বসায়।

[প্রস্থান, পশ্চাতে সকলে চলিয়া গেল

— —

দ্বিতীয় অঙ্ক

এক

ঘেসেটী বেগমের মহল

বান্দা ও রাবেয়া

উভয়ে।—

গান

বান্দা বাঁদী কাজের কাজী কাজ ক'রে যায় হেসে।
কাজের মাঝে রঙ্গরসে রয় না শুধুই ভেসে।
এ দুনিয়াকে না ভয় করি প্রভুর হুকুম পেলে,
পারি জান খোয়াতে তাঁর হুকুমে আমরা দুজন মিলে ;
তাই ডর নাই রে—লাজ বা কোথা
এই পায়ের কাছে নুইয়ে মাথা
থাকায় বান্দা বাঁদীর বেশে।

রাবেয়া। জাঁহাপনাকে সব খবর দিয়েছিস্?

বান্দা। কাজের মধ্যে তো খবর যোগানো, সেটা কি আর ভুলি?

রাবেয়া। কাল্‌কের কথা মত রাজা সাহেবের টাকা নিতে আসার সময় হ'য়ে এসেছে।

বান্দা। জাঁহাপনাও তৈরী আছেন।

রাবেয়া। জাঁহাপনা কি নিজে আস্‌বেন?

বান্দা। আস্‌বেন কি—কি কর্‌বেন—এখনি জান্‌তে পার্‌বি।

রাবেয়া। বল্‌না শুনি? বেগমসাহেবা আস্‌ছেন—চল্, স'রে পড়ি—

বান্দা। আর তাঁকে ভয় কি? আমাকে নিজেই চাকরী দেবেন বলেছেন, আমিও তাই চাকরীর উমেদার হ'য়ে এসেছি।

রাবেয়া। তবু এখন এখান থেকে সর্তে হবে। ওই দেখ্, রাজা সাহেব এসে পড়েছে—বেগম সাহেবার সঙ্গে আস্ছে।

বান্দা। তাইতো বটে! তাহ'লে বাইরে যেতেই হয়েছে। তুই এখানেই থাক্‌বি তো?

রাবেয়া। না, আমাকে এখন বাইরে যেতে হবে।

বান্দা। তুই এখন বেগমের খাস বাঁদী—

রাবেয়া। তবু রাজার সঙ্গে যখন কথা হয়—তখন সেখানে থাকার হুকুম নেই।

বান্দা। তবে চল্, দুজনেই থাকি আড়ালে—

[উভয়ে চলিয়া গেল

ঘেসেটী বেগম ও রাজবল্লভ আসিলেন

ঘেসেটী। তারপর?

রাজবল্লভ। তারপর এককোটী টাকা আমানত ক'রে তবে শেঠজীকে রক্ষা পেতে হয়েছে।

ঘেসেটী। এককোটী টাকা!

রাজবল্লভ। শেঠজীর জীবনের চেয়ে কি তার এককোটী টাকার দাম বেশী?

ঘেসেটী। আমি তা ভাবিনি রাজা, আমি ভাব্‌ছি—সিরাজ খুব কৌশল ক'রে তার বর্ত্তমানের অভাবটা মিটিয়ে ফেল্‌লে।

রাজবল্লভ। তাঁর অভাব কি আর মিটবে বেগমসাহেবা? এককোটী

টাকা কতক্ষণ? এই আবার কল্‌কাতা আক্রমণ কর্‌তে যাচ্ছেন, এতে কি কম টাকা খরচ হবে?

ঘেসেটী। আবার কল্‌কাতা আক্রমণ কর্‌তে যাচ্ছে!

রাজবল্লভ। হ্যাঁ বেগমসাহেবা।

ঘেসেটী। তবে যে বল্‌লেন—এবার বাদশাহী হুকুম নিয়ে কুঠিয়ালরা কল্‌কাতায় বসেছে?

রাজবল্লভ। তারা বাদসাহী হুকুম নিয়ে বস্‌লেও, বাদসাহী হুকুমকে কে মান্‌ছে? আমাদের নবাব সিংহাসনে ব'সে পর্য্যন্ত দিল্লীর বাদশাহকে নজরাণা দেননি—নবাবী ফার্‌মানও আনাননি, কারণ তিনি নিজেকে স্বাধীন ব'লে মনে করেন। সুতরাং তিনি বাদসাহী হুকুম মান্‌বেন কেন? তাই আবার চলেছেন কুঠিয়ালদের সাজা দিতে।

ঘেসেটী। যাচ্ছেন কবে?

রাজবল্লভ। কাল।

ঘেসেটী। কাল! সঙ্গে যাচ্ছে কে—কে?

রাজবল্লভ। মোহনলাল্—মীরমদন—রাজা রায়দুর্ল্লভ—

ঘেসেটী। সিপাহশালার মীরজাফর খাঁ?

রাজবল্লভ। তাঁকে এখনও তলপ্ হয়নি, তবে মনে হয়, আজ হবে—সঙ্গে যেতেও হবে।

ঘেসেটী। মীরজাফর খাঁও যাবেন?

রাজবল্লভ। না গেলে নবাব সন্দেহ কর্‌তে পারেন।

ঘেসেটী। তা হ'লে আমাদের কাজ?

রাজবল্লভ। আমাদের কাজ কল্‌কাতা থেকেই আরম্ভ হবে।

ঘেসেটী। আমার সর্ত্তের কথা শুনিয়েছেন?

রাজবল্লভ। বলেন কি! আপনার জন্যই এত আয়োজন—আর আপনার সর্ত্তের কথা আগে হ'তে শোনাবো না? তিনি সম্মত। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে তিনি সমস্ত ধনরত্নের অর্দ্ধাংশ আপনাকে দেবেন বলেছেন।

ঘেসেটী। কিন্তু মীরজাফর সাহেবের কথায় বিশ্বাস ক'রে থাকা—আমার বুদ্ধিমতীর মত কাজ হবে?

রাজবল্লভ। এ ক্ষেত্রে মুখের কথাতেই বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় কি বেগমসাহেবা?

ঘেসেটী। তা হয় না। সিরাজের সঙ্গে শত্রুতা কর্‌বার জন্য আত্মহারা হ'য়ে মীরজাফরকে অতখানি বিশ্বাস করা—তার হাতে আমার ধনরাশি তুলে দিয়ে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে ফেলা—আমার উচিত হয় না রাজা!

রাজবল্লভ। আপনাকে বোঝানো আমার সাজে না। তবু বলি বেগমসাহেবা, আজ মীরজাফর সাহেবের কথায় বিশ্বাস ক'রে যে অর্থ ব্যয় কর্‌তে চাইছেন না, দুদিন পরে সে অর্থ আপনার কোথায় থাক্‌বে বেগমসাহেবা—যদি নবাব আপনার ধনাগার এই লালকুঠী অবরোধ করে?

ঘেসেটী। লালকুঠী অবরোধ কর্‌বে?

রাজবল্লভ। শুধু অবরোধ নয়—অধিকার কর্‌বে।

ঘেসেটী। অধিকার কর্‌বে?

রাজবল্লভ। আমি যতদূর সংবাদ পেয়েছি, কল্‌কাতায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়ে দিয়েই, নবাব মুর্শিদাবাদে চ'লে আস্‌বেন অর্থসংগ্রহ কর্‌তে, অর্থাৎ আপনার লালকুঠীতে হানা দিতে।

ঘেসেটী। লালকুঠীতে হানা দেবে! রাজা! মাঝে মাঝে মনে

হয়—সিরাজ আমার পর নয়—আপনার, সে আমার ভগ্নী আমিনার পুত্র—আমারও স্নেহের পাত্র। অমনি সিরাজের শান্তমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে আসে। কিন্তু, যখনি আবার সিরাজের নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়ে, অমনি তার শান্তমূর্ত্তি স'রে যায়—নির্ম্মম মূর্ত্তিটা ফুটে ওঠে আমার চোখের সাম্‌নে! তখন ইচ্ছা করে—সেই নির্ম্মম সিরাজের গলা চেপে ধ'রে বলি—শুধু তোর মা নয়, আলিবর্দ্দীর অগাধ ঐশ্বর্য্যের আমিও সমান অংশীদার।

রাজবল্লভ। ন্যায্য অংশীদার!

ঘেসেটী। ন্যায্য অংশীদার। তবে আমার ন্যায্য অংশ যে অধিকার করেছে—স্নেহের দাবীতে নয়—মাথা নুয়ে ভিক্ষা ক'রে নয়—দস্যুর মত যে সবলে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই আত্মীয়রূপী শত্রুকে দমন করতে আজ হ'তে আমি পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌বো মিত্ররূপী অনাত্মীয়কে।

রাজবল্লভ। বেগমসাহেবা!

ঘেসেটী। ভাব্‌ছেন কি রাজা? নারীর অন্তরে যখন শয়তান আশ্রয় করে, তখন সে ভবিষ্যতের দিকে ফিরেও দেখে না, সে মস্‌গুল থাকে বর্ত্তমানের শয়তানি নিয়ে। আসুন লালকুঠীতে—

রাবেয়া আসিল

রাবেয়া বেগমসাহেবা! নবাব—

। নবাব!

ঘেসেটী। সিরাজ!

রাবেয়া। হ্যাঁ বেগমসাহেবা! তিনি একা নন্, ফৌজ নিয়ে মীরমদন—রাজা রায়দুর্ল্লভও সঙ্গে এসেছেন।

ঘেসেটী। বটে! কিন্তু ফৌজ নিয়ে কি উদ্দেশ্যে—

রাজবল্লভ। যে উদ্দেশ্যেই আসুন, এখানে আমাকে দেখ্‌লে বিপদ আমাদের আরও ঘনিয়ে আস্‌বে। বাঁদীকে হুকুম করুন আমাকে মহলের বাইরে দিয়ে আস্‌তে।

ঘেসেটী। কিন্তু আপনাকে যে অর্থ দিতে হবে—

রাজবল্লভ। পরে হবে—পরে হবে। নবাব চ'লে গেলে গোলাম আবার হাজির হবে। এখন এখানে আর এক মূহূর্ত্ত থাক্‌লে—

ঘেসেটী। বাঁদি! গুপ্তদ্বার দিয়ে রাজাসাহেবকে রেখে আয় মহলের বাইরে।

[রাবেয়ার সহিত রাজবল্লভ চলিয়া গেল

ঘেসেটী। সিরাজ আস্‌ছে ফৌজ নিয়ে—আমাকে বন্দী কর্‌তে—আমার লালকুঠী অধিকার কর্‌তে। সেই সঙ্কল্প নিয়েই যদি এসে থাকে,—আজ সিরাজকেও হার মানতে হবে ঘেসেটীর শয়তানির কাছে। যে শয়তানি ছুরীতে আজ ঘেসেটী শাণ দিয়েছে, সে শয়তানি ছুরীখানা হাস্‌তে হাস্‌তে এমন বসিয়ে দেবে—

সিরাজ আসিলেন।

সিরাজ। আমার সেলাম পৌঁছে।

ঘেসেটী। বাংলার নবাব—

সিরাজ। আপনার কাছে আমি নবাব নই—স্নেহের সিরাজ।

ঘেসেটী। স্নেহের সিরাজ! সিংহাসনে বসার পর থেকে এমন স্নেহের দাবী নিয়ে তো কখনো আসনি?

সিরাজ। সিংহাসনে বসার দিন থেকে নিশ্চিন্ত অবসর তো একটা দিনের জন্যও পাইনি?

ঘেসেটী। আজ পেয়েছ ?

সিরাজ। আজও পাইনি। তবে, লুৎফার অনুরোধে আজ সহস্র কাছ ছেড়ে এখানে আস্তে হয়েছে। লুৎফা অসুস্থা, সে একবার আপনাকে দেখ্তে চায়।

ঘেসেটী। লুৎফা অসুস্থা—তাই আমাকে নিতে এসেছ ? বুঝেছি, লুৎফার আর একজন বাঁদীর প্রয়োজন হয়েছে, তাই এসেছ—

সিরাজ। অপরাধী কর্ছেন আমাকে, লুৎফারও অকল্যাণ কর্ছেন। লুৎফা আপনার কন্যাস্থানীয়া, আপনার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সে বহুবার এসেছে আপনার সেবা করতে। আজ সে যদি রোগশয্যায় প'ড়ে স্নেহের দাবী নিয়ে আপনাকে ডাকে—আপনি কি অসম্মত হবেন তার শয্যা-শিয়রে ব'সে তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে ?

মীরমদন আসিলেন

মীরমদন। তঞ্জাম হাজির।

সিরাজ। তঞ্জাম হাজির—

ঘেসেটী। তঞ্জামও হাজির !

সিরাজ। পুত্রের মহলে যেতে কি কোন সঙ্কোচ আছে ?

ঘেসেটী। না—সঙ্কোচ নয়, তবে—

সিরাজ। তবে ? স্নেহের সিরাজকে কোন সন্দেহ হ'চ্ছে ?

ঘেসেটী। হ'চ্ছে। সন্দেহ হ'চ্ছে—ঘেসেটীকে তার মহলে নিয়ে যাবার এই বিরাট আয়োজন দেখে।

সিরাজ। বিরাট আয়োজন ! একি বল্ছেন আপনি ?

ঘেসেটী। ঠিকই বল্ছি। সত্যই যদি আগেকার সিরাজের মত

স্নেহের দাবী নিয়ে এসে থাক আমাকে তোমার মহলে নিয়ে যেতে, তা হ'লে নবাবী ফৌজ সঙ্গে ক'রে এসেছ কিসের জন্য ?

সিরাজ। সিংহাসনে ব'সে সিরাজ কি এতই জ্ঞানহীন হ'য়ে পড়েছে যে, আজ তার মাতৃস্থানীয়া—নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর কন্যাকে তাঁর মহল থেকে নিয়ে যাবে, বিনা ফৌজে—বিনা আড়ম্বরে—মাত্র একখানা তঞ্জাম পাঠিয়ে ?

ঘেসেটী। হুঁ। তাহ'লে যেতেই হবে আমাকে ?

সিরাজ। যেতেই হবে। তবে, এ আমার আদেশ নয়—দাবী। মায়ের কাছে সন্তানের স্নেহের দাবী।

ঘেসেটী। সিরাজ! অদ্বিতীয় বিনয়!—

সিরাজ। মাতৃস্থানীয়া আপনি, শিক্ষা যদি কিছু পেয়ে থাকি—আপনার কাছেই পেয়েছি।

ঘেসেটী। প্রস্তুত আমি।

সিরাজ। তাহ'লে তঞ্জামে উঠ্‌তে মর্জ্জি হোক্—

[বেগম চলিলেন। পশ্চাতে মীরমদন যাইতেছিলেন ; নবাব তাঁহাকে ইঙ্গিতে ডাকায় তিনি ফিরিলেন]

সিরাজ। তোমার যাওয়া হবে না, তোমাকে ফৌজ নিয়ে থাক্‌তে হবে আমার সঙ্গে।

মীরমদন। তাহ'লে তঞ্জামের সঙ্গে—

সিরাজ। তঞ্জামের সঙ্গে যাবেন রাজা রায়দুর্ল্লভ তাঁর নিজের ফৌজ নিয়ে।

মীরমদন। তাঁকে হুকুম জানিয়ে আসি ?

সিরাজ। জানিয়ে এসো। আরও জানিয়ে দেবে যে, কোন

কারণে বেগম তঞ্জাম থামাবার হুকুম করলে—তাঁর সে হুকুম মানা না হয়, কৌশলে পৌঁছে দেওয়া হয় আমার খাস্‌মহলে।

[মীরমদন চলিয়া গেলেন

বান্দা ও রাবেয়া আসিল

বান্দা ও রাবেয়া। জাঁহাপনা!

সিরাজ। তোদের কাজের ইনাম আজ না, যদি আবার কখনো আমার সুদিন আসে—সেই দিনে।

বান্দা। জাঁহাপনার মেহেরবানীই আমাদের ইনাম।

রাবেয়া। জাঁহাপনা! লালকুঠীর চাবি! অনেক মতলব ক'রে—

সিরাজ। বৃথাই মতলব করেছিস্ বাঁদি! আমি কি লালকুঠীর ধন-রত্ন নিয়ে যেতে এসেছি? লালকুঠীর যে ধনরত্ন দিয়ে সিরাজকে কবর দেওয়াবার আয়োজন হচ্ছিল, আমি এসেছি সেই ধনরত্নেরই কবর দেওয়াতে।

রাবেয়া। বাঁদীকে কি হুকুম হয়?

সিরাজ। আর এখানে নয়। আজ থেকে তোকে থাকতে হবে মীরণের কাছে—বাঁদী সেজে।

[বান্দা ও রাবেয়া চলিয়া গেল

মীরমদন আসিলেন

মীরমদন। বেগম তঞ্জামে উঠেছেন।

সিরাজ। উঠেছেন? রায়দুর্লভ তঞ্জামের পাশে আছেন?

মীরমদন। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

সিরাজ। তোমার ফৌজরা?

মীরমদন। মহলসরার ফটকে।

সিরাজ। ব্যস্, ঠিক আছে। এইবার তাদের হুকুম দাও যে, বেগমের তঞ্জাম মহলসরার ফটক পার হ'লেই তারা যেন কামানের মুখ ঘুরিয়ে দেয় লালকুঠীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তোপ্ দেগে—

মীরমদন। তাহ'লে বেগম যে এখনি জান্‌তে পারবেন।

সিরাজ। তাঁকে জানাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। তিনি কামানের আওয়াজে চম্‌কে উঠে যখন তাঁর মহলের দিকে চাইবেন—তখন দেখ্‌তে পাবেন,—তাঁর গুপ্তধনাগার এই লালকুঠীর সমাধি দেওয়াচ্ছে—তাঁরই স্নেহের সিরাজ।

মীরমদন। কিন্তু নবাব! বহু ধনরত্ন আছে লালকুঠীর মধ্যে—

সিরাজ। থাক্। এই পাপ লালকুঠীর অর্থ নিয়ে যে কাজ করতে যাবে,—সে কাজ সুসম্পন্ন হবে না মীরমদন—পণ্ডই হবে। তাই, লালকুঠীর ধনরত্ন আজ লালকুঠীর সঙ্গেই সমাধি পাবে। না-না, আর বিলম্ব ক'রো না, আদেশ দাও—কামান চালাও—লালকুঠীর উপর ধ্বংসের বিভীষিকা জাগাও।

[সিরাজ ও মীরমদন চলিয়া গেলেন, দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল]

দুই

মীরজাফরের ভবন

মীরজাফর, জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ

রাজবল্লভ। আজ নিজের এক আত্মীয়ার কুঠীকে ধ্বংস ক'রে তাঁকে বন্দী করায় সহরের সকলেই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

মীরজাফর। কেউ চঞ্চল হয়নি রাজা। সিরাজের রাজ্যে যারা বাস করে, তারা নিত্য নূতন একটা অঘটন ঘট্‌বে ধারণা নিয়েই বাস করে। যাক্ ও আলোচনা। স্থির করুন এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা যে পথে এগিয়েছি—সে পথ থেকে এখন আর ফেরা চলে না। এগিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু, এগিয়ে যাওয়ার উপায়—

রাজবল্লভ। নিরুপায়ের উপায়—শেঠজী।

মীরজাফর। হ্যাঁ, শেঠজী ইচ্ছা কর্‌লে—

জগৎশেঠ। আমাকে আর কি কর্‌তে বলেন খাঁ সাহেব? আমি তো যথেষ্ট সাহায্য করেছি।

মীরজাফর। যথেষ্ট করেছেন ব'লেই আর একবার সামান্য সাহায্য কর্‌তে বল্‌ছিলাম। যদি আর বিশলক্ষ দিতে সম্মত হ'তেন—

জগৎশেঠ। তাতেই যদি কার্য্যসিদ্ধি হবে মনে করেন, বিশলক্ষ মুদ্রা আপনিও দিতে পারেন।

মীরজাফর। সে ক্ষমতা কি আমার আছে শেঠজি? আমি যে তঙ্কা পাই, তা থেকে নিজের ব্যয়ের জন্য সামান্য নিয়ে সবই খয়রাৎ ক'রে ফেলি। কিছুই সঞ্চয় নেই।

জগৎশেঠ। সঞ্চয় না থাক্‌লেও সংগ্রহ করতে পারেন।

মীরজাফর। সংগ্রহের চেষ্টাই তো করছি। অন্যের কাছে সংগ্রহ করলে হয়তো সমস্ত প্রকাশ হ'য়ে যেতে পারে, তাই আমাদের নিজেদের মধ্যেই আপনি—আপনার কাছেই সংগ্রহের আশা করছি।

জগৎশেঠ। আমার উপর অবিচার কচ্ছেন।

মীরজাফর। আজ মনে করতে পারেন। কিন্তু একদিন আপনাকে বলতেই হবে শেঠজি যে, মীরজাফর সুবিচার করতে জানে—সুবিচারই সে করেছে—বন্ধুনামের যোগ্য সে।

রাজবল্লভ। তাহ'লে সম্মত হলেন কি শেঠজি?

জগৎশেঠ। উপায় কি? আমি দশলক্ষ মুদ্রা দেবো। আপনি আমার কুঠীতে চলুন রাজা, আমি এখনি দিয়ে দেবো। কিন্তু খাঁ সাহেব! আমার কাছে আর কিছু আশা করবেন না। এরপরও যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তা আপনাকেই সংগ্রহ করতে হবে।

মীরজাফর। বেশ, তাই হবে। তবে একটা কথা স্মরণ রাখবেন, শুধু এই দশলক্ষ নয়, ঐ পর্যন্ত যত অর্থ ব্যয় করেছেন—তার একটা কপর্দকও অপব্যয় করেননি। একদিন এই সমস্ত অর্থের আপনি উপযুক্ত বিনিময় পাবেন।

জগৎশেঠ। বিনিময়—হা-হা—

মীরজাফর। হতাশ হবেন না শেঠজি! যদি আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি—যদি বাংলার সিংহাসন সিরাজের কবল-মুক্ত করতে পারি, তাহ'লে বাংলার সেই শূন্য সিংহাসনে বসবেন আমাদের বন্ধুবর শেঠজী।

জগৎশেঠ। শেঠবংশ সিংহাসনের মর্ম বোঝে না খাঁ সাহেব, বাণিজ্য আর অর্থ বিনিময়ই বোঝে।

মীরজাফর। তবু আমাদের তো কর্ত্তব্য আছে? কি বলেন রাজাসাহেব?

রাজবল্লভ। নিশ্চয়ই। যদি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহ'লে যিনি অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে যাচ্ছেন—তাঁকে সিংহাসনে না বসিয়ে, বস্‌বেন আপনি—না বস্‌বো আমি?

জগৎশেঠ। আচ্ছা, আমি এখন আসি। আপনিও এখনি আস্‌বেন রাজা।

[চলিয়া গেলেন

মীরজাফর। আপনি এখন চ'লে যান রাজা! যে রকম দুর্ব্বলচিত্ত, তাতে মতের পরিবর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব নয়।

রাজবল্লভ। আর মতের পরিবর্ত্তন হবে না। সিংহাসনে বসাবেন শুনিয়ে যে ঘা' দিয়েছেন আপনি! যে এক সুদের হিসাব ছাড়া কিছু বোঝে না—সে বস্‌বে সিংহাসনে! যাক্, যখন অর্থ সাহায্য ক'রে সদ্ব্যবহার করছে, তখন কিছু সুদ সমেত মিটিয়ে দিলেই চল্‌বে—বখন সিংহাসনে বস্‌বেন আপনি।

মীরজাফর। আমি! আমি বস্‌বো সিংহাসনে? হা-হা-হা, আজও চিন্‌তে পারেননি আমাকে? আমি যা করতে যাচ্ছি—সিংহাসনে বস্‌বার জন্ত নয়। শুধু সিরাজের অত্যাচারের অবসান করিয়ে বাংলার সুখ-শান্তিকে ফিরিয়ে আন্‌তে।

রাজবল্লভ। তাহ'লে সিংহাসনে—

মীরজাফর। আপনি আছেন।

রাজবল্লভ। আমি! বলেন কি?

মীরজাফর। আপনি কি বল্‌তে চান যে, আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ

হ'লে, দুর্ব্বলচিত্ত জগৎশেঠ কিম্বা কু-চক্রী উমিচাঁদকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে অত্যাচারের দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ করাবো ?

রাজবল্লভ। তা নয়, তবে আপনি—

মীরজাফর। সিংহাসন আমার প্রিয় নয় রাজা! দাসত্বের মধ্যে একটু স্বাধীনতা নিয়ে সিংহাসন রক্ষার জন্য জীবনপাত করাই আমার প্রিয়। আমি কর্ম্মের জন্য এসেছি, জীবন ভোর শুধু কর্ম্মই ক'রে যেতে চাই—কর্ম্মের ফলভোগ করতে চাই না।

রাজবল্লভ। তাহ'লে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে—

মীরজাফর। কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত মীরজাফর তা জানে। যাক্, আপনারা যখন মাত্র অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত দায়িত্বই দিয়েছেন আমার উপরে, তখন স্বাধীন ভাবেই আমাকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। আমার যদি বিশ্বাস হয় যে, রাজা রাজবল্লভই যোগ্য পাত্র, আমি তাঁকেই সিংহাসনে বসাবো, তাতে কারও প্রতিবাদ শুনবো না—এমন কি আপনারও না। এজন্য যদি আপনারা আমায় ত্যাগ করতে চান্—ত্যাগ করুন।

রাজবল্লভ। যাক্, ওকথা এখন থাক্ খাঁ সাহেব। আমি চল্লুম শেঠজীর কুঠীতে।

[চলিয়া গেলেন

মীরজাফর। জগৎশেঠ—রাজবল্লভ—উমিচাঁদ, সকলের একই দুর্ব্বলতা। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সকলকেই স্বপক্ষে আন্‌তে পেরেছি ; শুধু পারিনি রায়দুর্ল্লভকে। সে এখনও নবাব-পক্ষে। তাকে স্বপক্ষে আন্‌তে পারলে, আমি মোহনলাল মীরমদনের জন্য চিন্তা করি না। দেখা যাক্।

বান্দা আসিল

বান্দা। জনাব! রাজা মোহনলাল আর রাজা রায়দুর্লভ এসেছেন।

মীরজাফর। রাজা রায়দুর্লভ এসেছেন? আমি তাঁরই আগমন প্রতীক্ষা করছিলুম। পাঠিয়ে দাও এখানে। [বান্দা চলিয়া গেল] কিন্তু মোহনলাল—রাজা মোহনলাল কেন মীরজাফরের কাছে? হুঁ। বোধ হয় সিরাজ কোন নূতন চাল চেলেছে।

মোহনলাল ও রায়দুর্লভ আসিলেন

মীরজাফর। আসুন—আসুন। এক সঙ্গে আপনাদের দুজনের শুভাগমনে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করছি। জানতে পারি কি—হঠাৎ মীরজাফরের গরীবখানায় আপনারা কি উদ্দেশ্যে—

মোহনলাল। নবাবের আদেশে আমরা আপনাকে দরবারে নিয়ে যেতে এসেছি। আজ আপনি দরবারে যাননি—

মীরজাফর। কাল যখন তিনি আমাকে দরবার ত্যাগের আদেশ দিয়েছেন, তখন তাঁর সে আদেশ অমান্য ক'রে কি দরবারে যেতে পারি?

মোহনলাল। অভিমান ত্যাগ করুন খাঁ সাহেব! কাল তিনি শেঠজীর উপর বিরূপ হ'য়ে নিজের ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। পাছে সে অবস্থায়, রাজ্যের হিতৈষী আপনি—নবাবের অভিভাবক আপনি—নবাব আলিবর্দ্দীর পরমাত্মীয় আপনি, আপনার প্রতিও কোন রূঢ় আচরণ ক'রে ফেলেন, এই ভয়ে—মাত্র সেই সময়ের জন্যই দরবার ত্যাগের আদেশ দিয়েছিলেন, আপনাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে সে আদেশ দিননি।

মীরজাফর। তাই নাকি! তাহ'লে নিশ্চয় আমি ভুল বুঝেছি?

মোহনলাল। হ্যাঁ খাঁ সাহেব, আপনি ভুলই বুঝেছেন। শুধু আপনিই বা কেন, আজ আমরা—রাজ্যের হিতৈষী যারা—আমরা অনেকেই তাঁকে ভুল ভেবেছি। আর—আমরা তাঁকে ভুল ভাবায়, তিনিও আমাদের ভুল ভাব্‌বার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু খাঁ সাহেব! আজ আমরা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ পোষণ করায়—পরস্পরে বিশ্বাস না থাকায় নবাব আলিবর্দ্দী যে সিংহাসনখানা নিশ্চিন্ত হ'য়ে রেখে গেছেন ওই দরবার ঘরে, লক্ষ্য করেছেন—দিনের পর দিন তার কি পরিবর্ত্তন ঘ'টে আস্‌ছে? আমি স্থির হ'য়ে দেখেছি, যেন সিংহাসনের স্তম্ভগুলো ধীরে ধীরে কাঁপ্‌ছে—স্তম্ভের কাঁপনে, সিংহাসনখানা মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে—কি এক অজানা আশঙ্কায় সে যেন ক্রমশঃ মলিন হ'য়ে আস্‌ছে। আসুন খাঁ সাহেব, আজ আমরা স্তম্ভের কাঁপন থামিয়ে তাঁর অজানা আশঙ্কা দূর করতে, ওই দরবার-কক্ষে সমবেত হ'য়ে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে তাকে আশ্বাস দিই,—আর আমরা ভুলের মাঝে থাক্‌বো না, ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য কর্‌বো না, একের উপর অভিমান ক'রে সারা বাংলার প্রতীক তুমি—স্বর্গগত প্রভু আলিবর্দ্দীর উজ্জ্বল স্মৃতি তুমি, তোমাকে আমরা অনাদর কর্‌বো না—তোমাকে রক্ষার জন্য আমরা জীবন দানেও কার্পণ্য কর্‌বো না।

মীরজাফর। চমৎকার! রাজা মোহনলাল, চমৎকার! এতদিন আমি একজন মানুষের মত মানুষ দেখ্‌লুম। না, সিরাজের তারিফ করতে হয়। সে বালক হ'লেও বুদ্ধিমান। মন্ত্রীর আসনে সে যোগ্য ব্যক্তিকেই বসিয়েছে। রাজা মোহনলাল! আমি নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে ব'সে সিরাজের ভার নিয়েছি—রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছি, প্রাণপণে সে ভার বহন ক'রে আস্‌ছি—সে দায়িত্বও পালন

কারে আসছি। কিন্তু সিরাজ আমাকে বিশ্বাস করে না—সে আমাকে সন্দেহ করে—এই অভিমানের বশেই আমি স্থির করেছিলুম, শুধু যে তার দরবারে যাবো না তা নয়,—আমি আর মুর্শিদাবাদে—সিরাজের রাজত্বের মধ্যেই থাকবো না। পুত্র পরিবার নিয়ে কোন দূর নির্জ্জন অংশে বাস করবো, জীবনের অবশিষ্ট কটা দিন ঈশ্বর আরাধনায় কাটিয়ে দেবো। কিন্তু, না—তা আর হ'লো না, আপনিই আমাকে যেতে দিলেন না, ঈশ্বর-আরাধনার সুযোগ এসেও এলো না। আজ আপনি আমার অভিমান দূর করিয়ে বুঝিয়ে দিলেন—এক বালকের উপর অভিমান ক'রে স্বর্গগত প্রভু আলিবর্দ্দীর সিংহাসনের প্রতি—সারা বাংলার প্রতি বিরূপ হওয়া উচিৎ নয়। সত্য তাই। যান আপনি, আমি এখনি দরবারে যাচ্ছি। রাজা রায়দুর্ল্লভ! যদি একটু অপেক্ষা করেন—আমি এখনি প্রস্তুত হ'য়ে নিয়ে এক সঙ্গেই যাত্রা করি।

মোহনলাল। উত্তম। রাজা! আপনি অপেক্ষা করুন, খাঁ সাহেবের সঙ্গেই দরবারে আসবেন। আমি চিন্তিত নবাবকে আশ্বস্ত করিগে। মীরজাফর সাহেব যে অভিমান ত্যাগ ক'রে আবার দরবারে যাচ্ছেন, এ শুভ সংবাদ নবাবকে দিইগে।

মীরজাফর। শুধু দরবারে যাওয়া নয়, নবাবকে আরও জানিয়ে দেবেন যে, কুঠিয়ালরা যদি অত্যাচারী হ'য়ে থাকে—তাদের দমন করা যদি প্রয়োজন মনে করেন, আমি আজই ফৌজ নিয়ে যাত্রা করবো।

মোহনলাল। তাহ'লে কুঠিয়ালদের দমন করবার পূর্ণ দায়িত্ব আপনি নেবেন?

মীরজাফর। শুধু কুঠিয়ালদের দমন করা নয়। আমি ঈশ্বরের

নামে শপথ করছি, আমার স্বর্গগত প্রভুর সিংহাসন রক্ষা করতে, তাঁর শান্তির রাজত্বে যে কেউ অত্যাচার করবে তাকেই দমন করতে, মীরজাফর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করবে।

মোহনলাল। নিশ্চিন্ত?

মীরজাফর। নিশ্চিন্ত। [মোহনলাল চলিয়া গেলেন] [স্বগত] মেহেরবান খোদা! আমার অপরাধ নিও না। আমি তোমার নাম নিয়ে শপথ করেছি—অত্যাচারী যে হবে, আমি তাকেই দমন করবো। [প্রকাশ্যে] কি স্থির করলেন রাজা?

রায়দুর্ল্লভ। আমি অনেক ভেবে দেখেছি খাঁ সাহেব, আমি তা পারবো না।

মীরজাফর। পারবেন না?

রায়দুর্ল্লভ। না খাঁ সাহেব, ব্যক্তিগত স্বার্থের আশায় বিবেক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে প্রভুদ্রোহী সাজতে পারবো না।

মীরজাফর। তা সত্য। তার বিরুদ্ধে আপনার যাওয়া চলে না। সেটা ন্যায়ও নয়। প্রভুর বিরুদ্ধে যাওয়া কারও উচিত নয়, তাতে মহাপাপ হয়।

রায়দুর্ল্লভ। তবে আপনি কেন সেই মহাপাপের পথ প্রশস্ত করতে আজ প্রভুর বিরুদ্ধে এগিয়ে চলেছেন?

মীরজাফর। কই না, আমি তো প্রভুর বিরুদ্ধে যাইনি।

রায়দুর্ল্লভ। আপনার আমার প্রভু কি এক নন্?

মীরজাফর। নিশ্চয় না। আমাদের দুজনের প্রভুর—দুজনের কর্ম্ম-ক্ষেত্রের—দুজনের কর্ত্তব্যের সম্পূর্ণ প্রভেদ।

রায়দুর্ল্লভ। প্রভেদ! প্রভেদ কোথায় খাঁ সাহেব?

মীরজাফর। প্রভেদ আমাদের মনে—আমাদের জ্ঞানে—আমাদের দৃষ্টির পার্থক্যে। আপনার প্রভু—সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এক উচ্ছৃঙ্খল যুবক, আমার প্রভু—উচ্ছৃঙ্খলের ভার বহনে অক্ষম ওই পবিত্র সিংহাসন; আপনার কর্ম্মক্ষেত্র—অযোগ্য রক্ষকের সুসজ্জিত দরবার-গৃহ, আমার কর্ম্মক্ষেত্র—সুযোগ্য রক্ষকহীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সর্ব্বত্র; আপনার কর্ত্তব্য—অত্যাচারের সহায়তা করতে অত্যাচারীর আদেশপালন, আমার কর্ত্তব্য—অত্যাচারীর অত্যাচার ঘুচিয়ে দিয়ে দেশের বুকে শান্তিস্থাপন।

রায়দুর্ল্লভ। খাঁ সাহেব!

মীরজাফর। না, আপনাতে আমাতে অনেক প্রভেদ। আমার পাশে এসে দাঁড়ানো আপনার চলে না। আপনি স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যান আপনার প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে—প্রভুর আদেশ পালনে প্রভুর অত্যাচারের সীমাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে। আর, আমিও আমার প্রভু ওই বাংলার সিংহাসনের আহ্বানে ছুটে যাই—অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান করতে—দেশের সর্ব্বত্র আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

রায়দুর্ল্লভ। খাঁ সাহেব! আমাকে আর একটু অবসর দিন, আমি আর একবার ভেবে দেখ্‌তে চাই।

মীরজাফর। এখনও? বেশ, অবসর দিলুম। কিন্তু, কলকাতা পৌঁছানর পূর্ব্বে আমি উত্তর চাই।

রায়দুর্ল্লভ। আমি আজই উত্তর দেবো।

মীরজাফর। উত্তম! আপনি বিশ্রামকক্ষে অপেক্ষা করুন, আমি প্রস্তুত হ'য়ে আস্‌ছি।

রায়দুর্ল্লভ। আমি এখনই ভেবে দেখ্‌ছি।

মীরজাফর। তবে, এটা যেন ভাববেন না যে, আমি আপনাকে শক্তি সাহায্য নেবার জন্যই আপনাকে আহ্বান করছি। আপনাকে আমি আহ্বান করছি—শুধু ওই সিংহাসনের দায়িত্বটা দিতে।

রায়দুর্লভ। সিংহাসনের দায়িত্ব!

মীরজাফর। যদি বাংলার সিংহাসনকে অত্যাচারীর কবলমুক্ত করতে পারি, তখন আমাকে তো বাংলার প্রান্ত হ'তে বিহার উড়িষ্যার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি নিয়ত ছুটতে হবে শান্তি শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে? তখন—আপনি ভিন্ন কে এমন উপযুক্ত আছে যে, মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে ব'সে তার মর্য্যাদা রাখতে সক্ষম হবে?

রায়দুর্লভ। আপনি কি আমাকেই উপযুক্ত ভাবেন?

মীরজাফর। কে উপযুক্ত দূরদর্শী মীরজাফর তা জানে। যাক্, আমি এখনি প্রস্তুত হ'য়ে আসছি। আপনি বিশ্রামকক্ষে অপেক্ষা করুন রাজা— [রায়দুর্লভ চলিয়া গেলেন] জগৎশেঠ—রাজবল্লভ—উমিচাঁদ—রায়দুর্লভ সকলেরই এক লক্ষ্য, সকলেরই আশা—বাংলার সিংহাসন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সকলের যে—সিংহাসন মাত্র একখানা। মেহেরবান খোদা! দৃষ্টি পড়েছে অনেকের, কিন্তু কে যে বসবে ওই সিংহাসনে—তা কেউ জানে না, একমাত্র জান শুধু তুমিই।

[চলিয়া গেলেন

তিন

বেগম-মহল

নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল, লুৎফা আসিলেন

নর্ত্তকীগণ।—

গান

আজকে মোরা গান শোনাবো—গান শোনাবো।
ভাষার ধারা আজকে মোরা, সুর-সাগরে ভাসিয়ে দেবো।
যবে সুর-তরঙ্গে দোল খেয়ে
উঠবে বাণী সজাগ হ'য়ে,
তখন তারে গানের নামে তোমার কানে পাঠিয়ে দেবো।
তখন মোরা মৌন রবো,
ভাষার দুয়ার বন্ধ দেবো,
শুধু চোখ ইসারায়—অঙ্গ দোলায়, প্রাণের বাণী বুঝিয়ে দেবো।

লুৎফা। তোদের বারবার বলেছি—আমি আর গান শুনতে চাই না—তোরা আমার কাছে আসিস্ না, তবু শুনবি না ?

১মা নর্ত্তকী। জাঁহাপনার আদেশ।

লুৎফা। জাঁহাপনার আদেশ!

সিরাজ আসিলেন

সিরাজ। সিরাজের আদেশ।

[নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল

লুৎফা। কেন প্রভু—কেন এ আদেশ দিয়েছেন? নিজে যদি সুরা ছেড়েছেন—সঙ্গিনীদের বিদায় দিয়েছেন—বিলাসের সমস্ত উপাদান

পায়ে ঠেলে এক নূতন ধারায় নিজেকে চালিয়ে চলেছেন, তখন আমাকে কেন বিলাসের মোহে ভুলিয়ে রেখে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে চান?

সিরাজ। আজ তোমাকে দূরেই সরিয়ে রাখ্‌তে হবে লুৎফা। আজ সিরাজের অন্তরে বাহিরে ঝড় বইছে—চোখের সাম্‌নে বিদ্যুৎ ছুটছে—মাথার উপরে বাজের গর্জ্জন হ'চ্ছে। আমার এ দুঃসময়ে তোমাকে যদি আশ্রয় দিয়ে রাখি বুকের উপরে, তুমি যে আতঙ্কেই শুকিয়ে যাবে লুৎফালতিকা!

লুৎফা। না—না। ঝড়ের বেগ সহ্য ক'রেও সহকার যদি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে মাটীর বুকে, লতিকাও তাকে উপেক্ষা ক'রে সজীবতা নিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে সহকারকে বেষ্টন ক'রে। কিন্তু, সে একা থাক্‌তে পার্‌বে না প্রভু—প্রকৃতির কোন শান্ত অংশেও আশ্রয় নিয়ে। সেখানে সরস মাটির সন্ধান পেলেও, সহকারের বিচ্ছেদে সে অকালে শুকিয়ে যাবে।

সিরাজ। শুকিয়ে যাবে! না—না, তার শুকিয়ে যাওয়া হবে না—তার শুকিয়ে যাওয়া চলে না। সিরাজের তপ্ত নীরস অসদৃশ বুকখানাকে সেই যে শান্ত—সরস—শোভাময় ক'রে রাখ্‌বে।

ঘেসেটী বেগম আসিলেন

ঘেসেটী। নবাব সিরাজদ্দৌলা!

লুৎফা। একি! মা সাহেবা! আমার সেলাম নিন্‌ মা সাহেবা!

ঘেসেটী। চমৎকার বেগম সাহেবা! বিদ্রূপ কর্‌তে তুমিও অদ্বিতীয়া।

লুৎফা। আপনি মাতৃস্থানীয়া, আপনাকে সেলাম দেওয়া কি বিদ্রূপের পরিচায়ক ?

ঘেসেটী। যাক্। আমি এখানে আত্মীয়তা কর্‌তে আসিনি। আমি জান্‌তে এসেছি নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছে—তার মহলে আর কতদিন থাক্‌তে হবে।

সিরাজ। যতদিন আমার শ্রদ্ধা ভক্তি অটুট থাকবে।

ঘেসেটী। তোমার কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি পাবার কল্পনাও করি না।

সিরাজ। কিন্তু, আমি তো ভুল্‌তে পারি না—আপনি নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর কন্যা—আমার জননীর সহোদরা—আমার মাতৃস্থানীয়া ?

ঘেসেটী। মাতৃস্থানীয়া! তাই খুব সম্মান দিয়েছ কৌশলে নিজের মহলে বন্দিনী ক'রে রেখে।

সিরাজ। আপনি বন্দিনী নন্। নবাব-জননী যে সম্মান সুযোগ পেতে পারেন, আপনি সেই সম্মান সুযোগ নিয়েই থাক্‌বেন। আপনি মহলের মধ্যে স্বাধীনা।

ঘেসেটী। মহলের মধ্যে স্বাধীনা। স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস ফেলায় যে বাধা পায়—উদর পূরণ কর্‌তে হয় যাকে পরের অনুকম্পায়—প্রহরী ফির্‌ছে যার ছায়ায় ছায়ায়, সে স্বাধীনা! সিরাজ! প্রবঞ্চক—মিথ্যাবাদী—

সিরাজ। নারি!! [সিরাজকে উত্তেজিত দেখিয়া লুৎফা তাঁহাকে ধরিলেন।] সৌভাগ্য তোমার—যে, তুমি কন্যা হ'য়ে জন্মেছিলে নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর। আমার মহলে নজরবন্দী ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যে নিয়ে এলেও, ইচ্ছা ছিল আমার—তোমাকে তোমার যোগ্য সম্মান দিয়েই রাখ্‌বো। কিন্তু, আঘাতের পর আঘাত দিয়ে দিয়ে যখন

ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছ, তখন আর তোমাকে সিরাজ সম্মানের অর্ঘ্য দেবে না, তোমাকে দেবে—নিত্য নূতন অপমানের কশা।

ঘেসেটী। তোমার কাছে অপমান ছাড়া অন্য কিছু পাবার প্রত্যাশাও করি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কি জন্য আমার লালকুঠী ধ্বংস করেছ—কি জন্য আমাকে নজরবন্দী ক'রে রেখেছ? বল—আমি কৈফিয়ৎ চাই।

সিরাজ। মাতামহ আলিবর্দ্দী ভিন্ন সিরাজ কখনো কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেয়নি। না—না, তোমার কাছে দিতে হবে। সিরাজ শত্রুর সন্ধান রাখে—আত্মরক্ষা করতেও জানে—সে ঘুমিয়ে থাকে না, এইটা তোমাকে বোঝাবার জন্যও কৈফিয়ৎ দিতে হবে। শোন নারি! তুমি ওই লালকুঠীর মাঝে এক শয়তানি চক্র গঠন করেছিলে, অকালেই আমাকে কবর দেওয়াতে। তাই আমি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, শয়তানি চক্রের কেন্দ্রস্থল ওই লালকুঠীকে ধ্বংস করেছি—শক্তিপুষ্টির উপাদান সে ধনরত্নের সমাধি দিয়েছি—আর, সে শয়তানি চক্রের নায়িকা তুমি—তোমাকে আমি বন্দী ক'রে এনেছি।

ঘেসেটী। তাহ'লে সব বুঝেছ তুমি? ব্যস্, নিশ্চিন্ত আমি—যে আর গোপন করতে হবে না। বুক ফুলিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে পারবো। শোন সিরাজ! আমি এক চক্র গঠন করেছিলুম প্রতিশোধ নিতে!

সিরাজ। কিসের প্রতিশোধ?

ঘেসেটী। আমাকে ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করার প্রতিশোধ। আমার পিতা নবাব আলিবর্দ্দীর বিশাল রাজ্য—অগাধ ঐশ্বর্য্য—অসীম সম্মান—তুমি দস্যুর মত সমস্ত গ্রাস ক'রে নিয়েছ।

লুৎফা। না—না, উনি গ্রাস ক'রে নেবেন কেন মা? জীবন-

দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে নবাব আলিবর্দ্দী বাহাদুর ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে সব কিছু নিজেই যে ওঁকে দিয়ে গেছেন।

ঘেসেটী। সব কিছু এক কন্যার পুত্রকেই দিয়ে গেছেন, আর আমি তাঁর আর এক কন্যা—আমাকে কিছু দিয়ে যান্‌নি!

লুৎফা। আপনি কেন সে সময়ে এসে প্রতিবাদ করেননি?

ঘেসেটী। সে সুযোগ কি তোমরা দিয়েছিলে? পিতার আমার শেষ সময় উপস্থিত—এ সংবাদটা কি আমার মহলে পাঠিয়েছিলে? সংবাদ যখন দিয়েছিলে—তখন পিতা আমার চ'লে গেছেন অনেক দূরে।

লুৎফা। মাতামহের আদেশই—যাক্। তিনি চ'লে গেলেও, যাঁকে সব কিছু তিনি দিয়ে ফেলেছিলেন—তিনি তো উপস্থিত ছিলেন সেখানে? তাঁকে কেন বল্‌লেন না মা,—ক্রোধের বশে পিতা আমাকে বঞ্চিত ক'রে গেলেও, তোমার উচিৎ হয় না আমাকে বঞ্চিত করা?

ঘেসেটী। তাহ'লেই তোমার স্বামী—বাংলার ভাবী নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজ্য-সম্পদের অর্দ্ধাংশ দিয়ে দিতেন বিনা প্রতিবাদে?

লুৎফা। দিতেন মা—দিতেন—দিতেন।

ঘেসেটী। আমি ওকে শৈশব থেকে দেখ্‌ছি।

সিরাজ। শৈশব থেকে দেখ্‌ছ—কিন্তু, দেখার মত দেখনি এক দিনও। তা যদি দেখ্‌তে—সিরাজের ভিতরটা যদি দেখ্‌তে পেতে, ঠিক্ মায়ের মত তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে। বিবেকের দুয়ারে ঘা' দিয়ে বল্‌তে—ওরে! তোর মা হবে নবাব-জননী, আর আমি—তারই ভগ্নী—আমি হ'য়ে থাক্‌বো নিঃস্ব ভিখারিণী? একবার—একটীবার যদি শোনাতে, দেখতে যে, সিরাজ যা কিছু স্নেহের দান পেয়েছে মাতামহের কাছে—যা কিছু নিয়েছে অনিচ্ছায় শুধু তাঁর অন্তিম বাসনা পূর্ণ করতে,

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে সব কিছু তুলে দিত তোমারই হাতে। তাহ'লে তাকে আজ বিষের বাটীতে চুমুক দিতে হ'তো না—মাতামহের দেওয়া কাঁটার সিংহাসনে বস্‌তে হ'তো না—জীবনটাকে সাহারায় পরিণত কর্‌তে হ'তো না।

ঘেসেটী। সিরাজ! হয়তো আমি ভুল করেছি—আমিই তোমাকে চিন্‌তে পারিনি। আজ আমি চাইছি, আজ আমাকে দাও।

সিরাজ। আজ? আজ আর হয় না।

ঘেসেটী। হয় না!

সিরাজ। না। আজ তোমার আমার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান।

ঘেসেটী। এ ব্যবধান যদি আমরা ঘুচিয়ে ফেলি?

সিরাজ। কেমন ক'রে ঘুচিয়ে ফেল্‌বে নারি? দু'জনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি কর্‌তে যে আগুন একবার জ্বালিয়ে দিয়েছ—সে তো আর নেভানো চলে না। সে জ্বলেছে—ধীরে ধীরে তার শিখা বিস্তার কর্‌ছে—হয়তো ক্রমশঃ আকাশ স্পর্শ কর্‌বে! এই ভয়ঙ্করী অগ্নিশিখার দু'পাশে দাঁড়িয়েছি দু'জনে, এখন যে এগিয়ে যেতে চাইবে একটা কিছু কামনা নিয়ে, তাকেই পড়্‌তে হবে অগ্নিশিখার আলিঙ্গনে।

ঘেসেটী। চমৎকার বোঝালে। অর্থাৎ, দেবে না—কিছু পাবো না। একটু আগে যে মৌখিক উদারতা দেখালে, সেটা তোমার শয়তানী—ছলনা। আমিও প্রার্থিনী নই, প্রার্থনা জানিয়েছিলাম আর একবার তোমার শয়তানীর পরীক্ষা দিতে। সিরাজ! তোমার মহলে এসে তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমি আবার বল্‌ছি, তুমি শয়তান—তুমি শয়তান—তুমি শয়তান!

সিরাজ। শয়তান—শয়তান—আমি শয়তান! শয়তান যদি দেখেছ,

শয়তানের পরিচয়টা তো তোমার নেওয়া হয়নি। সে পরিচয়টা আজ থেকে নাও নারি! কে আছিস্?

বান্দা আসিল

সিরাজ। আমার বান্দাকে দেখে শিউরে উঠ্‌লে কেন নারি? একে চেনো বুঝি? শোন্ বান্দা, এই নারী আমার আত্মীয়া নয়, অথচ মহলেই রাখ্‌তে হবে। মহলে রাখ্‌তে হ'লেও, আত্মীয়া যখন নয়—আত্মীয়ার মত রাখা উচিৎ নয়। তাই আজ থেকে একে মহলের মধ্যে বাঁদীর মতই রাখা হবে।

লুৎফা। স্বামি!

সিরাজ। স্থির হও তুমি।

ঘেসেটী। সিরাজ!

সিরাজ। স্থির হও নারি!...আত্মীয়া না হ'লেও একটা সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধে ওর পরিচয়—আমার শত্রু। সুতরাং শুধু বাঁদীর মত রাখ্‌লেই হবে না, কিছু সাজাও ওঁকে দিতে হবে।

বান্দা। আমি বান্দা—

সিরাজ। একে যদি অন্ধকূপে রেখে দিয়ে—না—না, আচ্ছা—এর কাহিনী যদি সকলকে—না, তাও চলে না, নিজের গায়েই আঘাত লাগ্‌বে। তবে যদি এই নারী—পেয়েছি বান্দা এক নূতন শাস্তির সন্ধান। শোন্ বান্দা! মহলের দারোগা—খোজা—নফর—প্রহরী—বান্দা—বাঁদী—সকলকে শুনিয়ে দে, একে যেন ব্যঙ্গের স্বরে তারা বেগম সাহেবা ব'লে সম্বোধন করে, বিদ্রূপের ছলে প্রতি নিয়ত কুর্ণিশ করে, এ কোন প্রতিবাদ করতে গেলে তারা যেন স'রে যায় বিদ্রূপের হাসি হেসে।

বান্দা। জাঁহাপনা!

সিরাজ। এই সাজা—এই সাজা। পীড়নে নয়—নির্য্যাতনে নয়—অন্ধকূপে দিয়ে নয়, প্রতিনিয়ত বিদ্রূপ করিয়ে একে আমরা অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌বো, অপমানের কশায় একে জর্জ্জরিত ক'রে ফেল্‌বো, একে চোখের জল ফেল্‌তে দেবো না—শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌বার স্থযোগ দেবো।

[বান্দা চলিয়া গেল

ঘেসেটী। সিরাজ!

সিরাজ। হা-হা-হা! তোমার সাজা।

ঘেসেটী। এই অপমানের বোঝা—

সিরাজ। সম্মান পাবার পথ তো তুমি রাখনি।

লুৎফা। স্বামি—স্বামি—

সিরাজ। আমি দেবতার কাছে মাথা নত করি, আবার—শয়তানের সঙ্গে সমানে কোলাকুলিও করি।

[চলিয়া গেলেন

ঘেসেটী। শয়তানের সঙ্গে কোলাকুলিই করেছ—কিন্তু, তার পরিণাম চিন্তা করনি। একটা দিনও তুমি স্থখ পাবে না—শান্তি পাবে না—

লুৎফা। মা—

ঘেসেটী। নিদ্রার তুমি অবকাশ পাবে না—

লুৎফা। মা—

ঘেসেটী। আহারে-বিহারে-ঘুমে-জাগরণে অহরহঃ তোমার সাম্‌নে জাগ্‌বে যে বিভীষিকা—

লুৎফা। মা—মা! ক্ষমা কর—আমার স্বামীকে তুমি ক্ষমা কর!

ঘেসেটী। ক্ষমা—হা-হা-হা! বুকের জ্বালা নিয়ে ক্ষমা করতে তো পারবো না! শুধু অশ্রু ফেলবো—দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়বো—রুদ্ধকণ্ঠে আমি হাহাকার করবো। আমার তপ্ত অশ্রু তাকে দগ্ধ করবে—আমার দীর্ঘশ্বাস তার আয়ু গ্রাস করবে—আমার হাহাকার তার সামনে মরণ-বিভীষিকা জাগিয়ে রাখবে।

[চলিয়া গেলেন

লুৎফা। ওঃ! সংবাদ দে—নবাবকে সংবাদ দে—এ নারীকে সরিয়ে দিতে, আমার মহল থেকে—আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে দিতে! কণ্ঠে ওর বিষ—দৃষ্টিতে ওর আগুন! সর্ব্বাঙ্গে আমার বিষ ঢেলে দেবে—সর্ব্বস্ব আমার পুড়িয়ে ফেলবে! ওঃ! আমি সইতে পারছি না—সইতে আমি পারবো না।

[চলিয়া গেলেন

চার

কলিকাতা—উমিচাঁদের ভবন

উমিচাঁদ ও ওয়াটস্

উমিচাঁদ। আসুন—আসুন স্যার, মহাভাগ্য আমার যে, আমার হোম্ এ আপনি ওয়েল্কাম করেছেন।

ওয়াটস্। But, I have come to you—(বাট্ আই হ্যাভ কাম টু ইউ—)

উমিচাঁদ। শুন্বো স্যার—সব শুন্বো, মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট্ সার্ভেণ্টের মত—

ওয়াটস্। No no Babu Umichand, you are my friend. (নো নো বাবু উমিচাঁদ, ইউ আর মাই ফ্রেণ্ড)

উমিচাঁদ। ফেরেণ্ড্! দেবতা আপনারা—দেবতার মতই কথা। সত্যি কথা বল্তে কি স্যার, আপনাদের মত দেবতাদের দয়া পাওয়ায়, শুধু আমি নই স্যার, আমি ধন্য—আমার বাবা ধন্য—আমার ঠাকুরদা ধন্য—আমার ফোর্টিন্ ফাদার্স ধন্য।

ওয়াটস্। Ha Ha Ha! I have never seen a frank man like you. (হা-হা-হা! আই হ্যাভ নেভার সিন্ এ ফ্যাঙ্ক্ ম্যান লাইক ইউ।)

উমিচাঁদ। হাস্বার কিছু নেই স্যার! আমি সরল ট্রু স্পিকিং কর্ছি স্যার। দাঁড়ান, ভেরি ভেরি কাইণ্ড্লি একটু দাঁড়ান, আপনার মত মহান্ অতিথিকে আগে ভাল রকম রিসিভিং কর্বার ব্যবস্থা করি।

ওরে নিধিরাম! কোথায় গেলিরে? বাইজীদের পাঠিয়ে দে—বাইজীদের পাঠিয়ে দে। আর তামাক দিয়ে যারে—তামাক—তামাক—

ওয়াটস্। What's that Tamak Babu? (হোয়াট্স্ ছাট্ ট্যামাক্ বাবু?)

উমিচাঁদ। আজ্ঞে সেই যে স্যার—নীচেটা সিল্ভারের বল—তার মধ্যে গোলাপজল—সেই বলের ওপর থেকে ফাঁপা নল, সেই নলের মাথায় মাটির ক'ল্কে—অর্থাৎ কিনা আর্থ কাপ, সেই কাপের মধ্যে আগে তামাক দিয়ে তার ওপরে ফায়ার চাপিয়ে, বলের গায়ে নলের সঙ্গে মুখ ভিড়িয়ে—ভুড়ুক—ভুড়ুক—ভুড়ুক—

ওয়াটস্। Oh! Understand. That's your Indian style of smoking. But am not so needy for your Tamak. I have got Cigarette, wish you? (ওঃ! আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড্। ছাটস্ ইয়োর ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল অফ স্মোকিং। বাট্ এ্যাম নট্ সো নিডি ফর ইওর ট্যামাক। আই হ্যাভ গট্ সিগারেট। উইস্ ইউ—?) [উমিচাঁদকে সিগারেট দিলেন]

উমিচাঁদ। ভেরি ভেরি থ্যাঙ্কিং—ভেরি ভেরি থ্যাঙ্কিং! আপনাদের খেয়েই তো মানুষ স্যার্। [সিগারেট ধরাইলেন] হেঃ, এর কাছে তামাক! হেঃ! কইরে—কইরে—

নর্ত্তকী আসিল

উমিচাঁদ। আপনার অনার রাখ্তে এদের আগে থেকেই আনিয়ে রেখেছি স্যার! একি! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? সাহেবী কায়দায় নমস্কার জানিয়ে নাচ লাগিয়ে দাও। নাচের ঠ্যালায়, সাহেবের প্রাণটাকে ম'রে যাই—ম'রে যাই ক'রে দাও।

[নর্ত্তকী নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্যের সময় ওয়াটস্ নর্ত্তকীর প্রশংসা করিতেছিলেন—Lovely (লভ্‌লি), Beautiful (বিউটীফুল)—Fine Fine—(ফাইন ফাইন)। নৃত্য শেষে নর্ত্তকী চলিয়া গেল]

ওয়াটস্। Now Babu Umichand—(নাউ বাবু উমিচাঁদ)

উমিচাঁদ। যা—যা বলেছিলুম, সব ওয়ান্ বাই ওয়ান্ মিলে গেল স্যার? তখন যদি ক্লাইভ সাহেব আমার কথা শুনে আগে থেকেই কামানগুলোয় বারুদ ঠেসে রাখতেন, তাহ'লে নবাব-সৈন্য আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জ্জনের বাজনা ঢ্যাং ঢ্যাং ক'রে বাজিয়ে দিতে পারতেন। আপনারা সব ভেরি ভেরি বুদ্ধিমান কিনা! এখন বুদ্ধির ঠ্যালায় অন্ধকার লুক করুন! হেঃ, আগে থেকে যদি যুদ্ধের জন্য তৈরী থাকতেন!

ওয়াটস্। We have n't come here for war. simply for trade, (উই হ্যাভন্‌ট কাম হিয়ার ফর ওয়ার, সিম্পলী ফর ট্রেড্) হামরা যুদ্ধ করিটে চাহে না, কারণ রাজত্ব করিটে আসে নাই। হামরা আসিয়াছে Simply for trade (সিম্পলী ফর্ ট্রেড্) —ভাণিজ্য করিটে।

উমিচাঁদ। কিন্তু আগে জঙ্গল কেটে বাঘ তাড়াতে হবে স্যার! তা না হ'লে, বাঘের পেটেই যদি চ'লে যান্—বাণিজ্য করবেন কেমন ক'রে?

ওয়াটস্। Bhag! Who is that Bhag? (ভাগ! হু ইজ্ ছাট ভাগ?)

উমিচাঁদ। নবাব। যে রকম থাবা গেড়ে সামনে এসে বসেছে, তাতে বাঘকে আগে না সরালে আপনাদের আর রক্ষা নেই।

ওয়াটস্। Understand, but we don't want to shot him.

(আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড, বাট উই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট টু সট্ হিম।) ভাগ যদি আপনি চলিয়া যাইটে চাহে, হাম্‌রা উহাকে মারিটে চাহে না।

উমিচাঁদ। সাহেব কি বোষ্টম হ'লেন! বাঘ কখনো শীকার ছেড়ে স'রে যায় স্যার ?

ওয়াটস্। হাম্‌রা সরাইবে। হাম্‌রা নবাবের সঙ্গে Peace (পিস্) করিবে।

উমিচাঁদ। আপনারা ফিস্ ফিস্ কর্‌লে কি হবে, নবাব যে ফিস্‌ফিসের ধার ধারে না। তার কাছে সোজাসুজি ঘ্যাচাং ঘ্যাচ্, গুড়ুম—গাড়াম্!

ওয়াটস্। No no Babu Umichand (নো নো বাবু উমিচাঁদ) নবাব যুদ্ধ চাহে না। নবাব Peace (পিস্) চাহে, হামরাও Peace (পিস্) চাহে, Terms (টার্মস্) ভি already settled. (অল্ রেডী সেটেল্‌ড্) Look hear Babu Umichand, here's the Peace bond signed by Colonel Clive. But before putting up this bond, I want your opinion. What's your idia ? (লুক্ হিয়ার বাবু উমিচাঁদ, হিয়ার্‌স্ দি পিস্ বণ্ড সাইণ্ড বাই কর্ণেল ক্লাইভ। বাট্ বিফোর পুটিং আপ্ দিস্ বণ্ড, আই ওয়াণ্ট ইয়োর ওপিনিয়ন। হোয়াটস্ ইয়োর আইডিয়া ?) আপনি কি ধারণা করেন ? আপনার কি মট আছে ?

উমিচাঁদ। আমার মতামতে কি যাচ্ছে আস্‌ছে ? আপনাদের হু আই স্যার ? নবাবের কথায় যদি বিশ্বাসই হ'য়ে থাকে, নবাব-ক্যাম্পে গোয়িং করুন। পিস্‌ও ক'রে ফেলুন। কিন্তু কাল সকালে নবাব যখন চারধার ঘেরাও ক'রে আপনাদের ব্যবস্থা কর্‌বেন, তখন কি আমাকে একটি কথাও ডোণ্ট্ সে স্যার।

ওয়াটস্। Whot do you say ? (হোয়াট্ ডু ইউ সে ?)

উমিচাঁদ। নবাবের কাছে যা শুনে এসেছি—তাই সে কর্‌ছি। আপনাদের মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট্ সারভেণ্ট্ আমি, আপনাদের বিপদের কথা শুনে কি লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি ? ও পিসের কথা ধাপ্পা স্যার—ফুলফিল্ ধাপ্পা। নবাবের বড় বড কামানগুলো এসে পড়েনি ব'লেই পিস্ করতে চেয়েছিল, হয়তো আজও পিস্ করতে চাইবে। কিন্তু কাল সকালে কামানগুলো এসে পড়্‌লে, তখন আর পিস্ ফিস্ মান্‌বে না। একবারে ফোর সাইড্ থেকে ঘেরাও ক'রে কামান চালিয়ে নবাব আপনাদের সববে ফুল লুক্ করাবে স্যার—ধুত্‌রো ফ্লাউয়ার লুক্ করাবে।

ওয়াটস্। Is it so ? (ইজ্ ইট সো ?)

উমিচাঁদ। ওই যা বল্‌ছেন স্যার, এখন একমাত্র মন্তর—সোঁ। যদি প্রাণ বাঁচাতে চান, তাহ'লে সন্ধির ধাপ্পায় নবাব-ক্যাম্পে গোয়িং না ক'রে, সোজাসুজি ফোর্টের মধ্যে সোঁ করুন।

ওয়াটস্। কিণ্টু—কাল সকালে যদি নবাব যুদ্ধ করে, হামরা কেমন কড়িয়া যুদ্ধ কড়িবে ? হামাডের মাট্রি ছয়শট সোল্‌জার আছে।

উমিচাঁদ। মৎলব ক'রে কাজ কর্‌লে ছ'শোতেই যথেষ্ট হবে।

ওয়াটস্। How's that possible ? (হাউজ ঢ্যাট পসিবল্ ?)

উমিচাঁদ। আজ রাত্রে আচম্‌কা যদি ওয়ার আরম্ভ ক'রে দিতে পারেন—

ওয়াটস্। Night attack (নাইট্ য়্যাটাক্) করিবে !

উমিচাঁদ। হ্যাঁ স্যার, নাইটে আটক করাই তো সুবিধে হবে। আপনারা সন্ধি কর্‌বেন বিশ্বাস ক'রে নবাব-সৈন্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুবে,

সেই সময়ে আচম্‌কা কামান চালিয়ে একধার থেকে শেষ করতে হবে। যেন—কাল নবাবের কামান এসে পড়্‌লে, কামান দাগবার একটা লোকও না থাকে।

ওয়াটস্‌। Night attack—Night attack! (নাইট্‌ য়্যাটাক্‌ —নাইট্‌ য়্যাটাক্‌।)

উমিচাঁদ। তা ছাড়া উপায় কি স্যার? আপনাদের মোট ছ'শো— আর নবাবের হাজার হাজার সৈন্য। সাম্‌নাসাম্‌নি যুদ্ধ কর্‌লে পারবেন কেন? আবার নবাবের বড় কামানগুলো যদি এসে পড়ে, তাহ'লে যে আপনাদের তুলো-ধোনা কর্‌বে স্যার! কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হ'চ্চে—এই নাইটে আটক্‌।

ওয়াটস্‌। Night attack—Night attack! you are right. Babu Umichand, you are very kind to us. (নাইট্‌ য়্যাটাক্‌—নাইট্‌ য়্যাটাক্‌! ইউ আর রাইট। বাবু উমিচাঁদ, ইউ আর ভেরী কাইণ্ড টু আস্‌।) আপনি Satan (শ্যাটান্‌) কে চিনাইলে, হামাদের বাঁচাইলে।

উমিচাঁদ। কারণ, ইয়োর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সাব্‌ভেণ্ট্‌ স্যার।

ওয়াটস্‌। আর হামি Nawab campএ (নবাব-ক্যাম্পে) যাইবে না, peace (পিস্‌) ভি করিটে চাহিবে না। হামি এখনি ফোর্টে যাইয়া Colonel (কর্ণেল) কে সমাচার ডিবে—নবাবের শয়তানি শুনাইবে, আপনার opinion (ওপিনিয়ন) জানাইয়া Night attack (নাইট্‌ য়্যাটাক্‌) করাইবে।

উমিচাঁদ। তাহ'লে, কাল সকালে আর আপনাদের ধুত্‌রো ফ্লাউয়ার দেখ্‌তে হবে না।

ওয়াটস্। হামরা কোন Flower (ফ্লাউয়ার) ডেখিবে না। আজ রাট্রে হাম্‌রাই Nawab (নবাব) কে ডেখাইবে Fire Flower (ফায়ার ফ্লাউয়ার।)

উমিচাঁদ। গরীবকে যেন মনে থাকে—

ওয়াটস্। British (ব্রিটিশ) কখনো Friend (ফ্রেণ্ড) কে ভুলিয়া থাকে না। টাহাকে আডর করিটে জানে—honour (অনার) করিটে জানে। You are friend of us. (ইউ আর ফ্রেণ্ড্ অফ্ আস্।)

উমিচাঁদ। ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট স্যার। [ওয়াটস্ চলিয়া গেলেন] যাক্, সাহেবকে তো নাইটে আটক্ কর্‌বার মতলব দিলুম, কিন্তু কেল্লা থেকে কামান দাগ্‌লে, খিচ্ খাচ্ যদি আমার ড্যারাতে এসে পড়ে? এখন থেকেই ড্যারা ছেড়ে সর্‌বো নাকি? ঘন ঘন মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট করায়—কুঠিয়ালরা পেয়ার কর্‌লেও, কুঠিয়ালদের গোলা তো পেয়ার কর্‌বে না। ছাড়্‌তেই হয়েছে ড্যারা।

মীরজাফর আসিলেন

মীরজাফর। সংবাদ কি উমিচাঁদ?

উমিচাঁদ। মাৎ! সন্ধির ফন্দি ঘুচিয়ে দিয়েছি। সাহেব চোঁ-চা দৌড়েছে কেল্লার দিকে। আর একটু বেশী রাত্রেই গোলা দাগতেও সুরু কর্‌বে।

মীরজাফর। বুদ্ধিমানকেই মীরজাফর বন্ধু করে। যাক্, আমি সৈন্যদের মধ্যে প্রচার ক'রে দিইগে, নবাব বাহাদুরের সঙ্গে কুঠিয়ালরা যুদ্ধ না ক'রে সন্ধিই কর্‌বে, অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রাম কর।

উমিচাঁদ। ব্যাস্। তারপর সেই মাঝরাতে কুঠিয়ালদের কামান গর্জ্জে উঠবে।

মীরজাফর। তখন কি কর্‌তে হবে—মীরজাফর জানে।

উমিচাঁদ। নিশ্চয়ই জানেন—নিশ্চয়ই জানেন! আগা পাশতলা সবই জানেন। তবে, কার্য্যসিদ্ধি হ'লে উমিচাঁদের কথাটা মনে রাখবেন।

মীরজাফর। তোমার মত বুদ্ধিমান বন্ধুকে মনে না রাখলে, মুর্শিদাবাদের সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব মীরজাফর আর কাকে বিশ্বাস ক'রে দেবে?

[চলিয়া গেলেন

উমিচাঁদ। রাজবল্লভ রায়দুর্ল্লভ জগৎশেঠের মত আমাকেও ভেবেছ? মনে করেছ উমিচাঁদও সিংহাসন টেকে ব'সে আছে। উমিচাঁদ দায়িত্ব ঝঞ্ঝাট গণ্ডগোলের ধারেও যায় না। ফাঁকের ঘরে মৎলব চালিয়ে নগৎ উপায়ের ফন্দিতে ফেরে। কাজ নেই আমার নবাবীগিরি, বেঁচে থাক্ আমার স্বাধীন ব্যবসা—যার মূলধন হারাবার ভয় নেই। কারণ, মূলধনের মধ্যে তো উমির বুদ্ধি, আর ওই মধুর বাণী—ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট স্যার!

[চলিয়া গেলেন

পাঁচ

আলিনগর, গভীর রাত্রি, নবাব-সৈন্য-শিবির-পার্শ্ব

পাগল গান গাহিয়া ফিরিতেছিল

গান

আছে জাগি—
শুধু একজন আছে জাগি,—
হে বাংলা! তোমার লাগি।
আছে আরও যারা বুক জোড়া ক'রে,
নাহি জেগে কেউ, আছে ঘুম ঘোরে,
ভাবেনি তারা এ ঘুমের ফলে হবে সর্ব্বহারা—দুখভাগী।
ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে সকলে,
গৃহহারা হবি এ ঘুম ঘুমালে,
শেষে কি ফিরিবি পরের দুয়ারে—
দাঁড়াবার ঠাঁই মাগি?

মীরজাফর আসিলেন

মীরজাফর। গভীর রজনীতে শিবির-পার্শ্বে গান গেয়ে নিদ্রিত সৈন্যদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাস্—কে তুই? তুই! এখানে তুই?

পাগল। মুর্শিদাবাদ থেকে অনেকেই আস্‌ছে দেখে আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে এলুম এখানের খেলা দেখতে।

মীরজাফর। খেলা দেখতে!

পাগল। হ্যাঁ, চাচা।

মীরজাফর। উন্মাদ! যা—এখন স'রে যা এখান থেকে।

পাগল। এখন কি যেতে পারি কোথাও? মুর্শিদাবাদের লোকগুলো সবাই ঘুমিয়ে আছে। গান গেয়ে গেয়ে যে ওদের সবাইকে জাগাতে হবে।

মীরজাফর। কেন?

পাগল। ঘুমিয়ে থাক্‌লে দেওয়ালী উৎসবে যোগ দেবে কি ক'রে?

মীরজাফর। দেওয়ালী উৎসব!

পাগল। হ্যাঁ চাচা, আজ যে দেওয়ালীর আলো জ্বল্‌বে। কুঠিয়ালরা এখনি বাজী ছুঁড়্‌বে, আকাশটাকে লালে লাল ক'রে তুল্‌বে। এরা ঘুমিয়ে থাক্‌লে দেওয়ালীর সে আলো দেখ্‌বে কি ক'রে, কুঠিয়ালদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছ'টো বাজীই বা ছুঁড়্‌বে কি ক'রে?

মীরজাফর। [পাগলের কণ্ঠদেশ ধরিলেন] সত্য বল্—কে তুই?

পাগল। সেকি! আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না চাচা? আমি সেই মুর্শিদাবাদের পাগল।

মীরজাফর। মিথ্যাকথা। আজ বুঝেছি—তুই—পাগল নোস্, পাগলের ছদ্মবেশে কোন শত্রুর চর। আমার নিরীহ সৈন্যদের বিশ্রাম-সুখ ঘুচিয়ে দিয়ে, সিপাহ্‌শালারের বিরুদ্ধে তাদের অবিশ্বাস এনে দিতেই মিথ্যা প্রচার কার্য্য চালাচ্ছিস্। দেওয়ালী উৎসব! কারা কর্‌বে উৎসব—কারা ছোটাবে অগ্নিশিখা—কারা ঘোচাবে আঁধার মেলা—

পাগল। আজ্ঞে, আপনি তো জানেন চাচা, ওই কুঠিয়ালরা—

মীরজাফর। মিথ্যাবাদী—[সহসা দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মীরজাফর পাগলের কণ্ঠদেশ ছাড়িয়া দিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পাগল গান গাহিল।]

গান

পাগল।—

ওই ফেটেছে অগ্নিগিরি—ওই সুরু হয় অগ্নি ঢালা,
লেগে গেল ওই মাটীর বুকে সর্ব্বনাশা অগ্নিলীলা!
অগ্নিলীলা শুধু না ঘোচায় এ জীবন-পথের পান্থশালায়,
পোড়ায় তাদের পারের কুটীর—গ'ড়েছিল যা বহু সাধনায়;
তাই বুঝিরে ওই দেখা যায়, আলোহারা আজ এ ঘোর নিশায়—
ব'সে গেছে ওই আকাশের গায় রক্তরাঙা মহামেলা!

[চলিয়া গেল

মীরজাফর। ওই তারা সঙ্কেত-ধ্বনি দিয়েছে, এইবার আক্রমণ কর্‌বে। সিরাজ নিদ্রিত—মোহনলাল মীরমদন নিদ্রিত—সৈন্যরাও নিদ্রিত, জাগ্রত আছি শুধু আমি।

মোহনলাল আসিলেন

মোহনলাল। সর্ব্বনাশ হয়েছে খাঁ সাহেব। কুঠিয়ালরা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।

মীরজাফর। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!

মোহনলাল। শুন্‌তে পাচ্ছেন না, তারা কামান দাগ্‌ছে?

মীরজাফর। কামান দাগ্‌ছে—তবে আমাদের আক্রমণ কর্‌বার উদ্দেশ্যে নয়। আমরা তাদের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে সম্মত হওয়ায়, তারা কেল্লায় আনন্দ-উৎসব কর্‌ছে। বোধ হয়, সেই উৎসবে উল্লাস প্রকাশের উদ্দেশ্যেই মাঝে মাঝে কামান দাগ্‌ছে।

মোহনলাল। কি বল্‌ছেন খাঁ সাহেব! তারা যে আমাদের শিবির

লক্ষ্য ক'রে গোলা ছুঁড়্‌ছে। ওই দেখুন—ওই দেখুন খাঁ সাহেব, সৈন্য-শিবিরে আগুন লেগে গেল! ওই শুনুন—সৈন্যেরা কোলাহল ক'রে উঠ্‌লো!

মীরজাফর। সত্যই কি কুঠিয়ালরা আক্রমণ কর্‌লে! তারা যে নিজেরাই আমাদের সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে চেয়েছে?

মোহনলাল। সে ছলনা—ছলনা। সন্ধি করবে এই ছলনায় আমাদের নিশ্চিন্ত রেখে, গভীর রাত্রে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। আর বিলম্ব কর্‌বেন না। আসুন খাঁ সাহেব—সৈন্যদের আদেশ দিন, বীরগর্ব্বে কুঠিয়ালদের সাম্‌নে এগিয়ে যেতে দিন। দাঁড়াবেন না খাঁ সাহেব—এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াবেন না, বারবার কামান গর্জ্জন হ'চ্ছে—

মীরমদন আসিলেন

মীরমদন। এবার যে কামানের গর্জ্জন হ'চ্ছে,—সে কামান কুঠিয়ালদের নয় মোহনলাল, সে কামান আমাদের।

মোহনলাল। আমাদের!

মীরমদন। কুঠিয়ালদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে আমি আদেশের জন্য ছুটেছিলাম সিপাহশালারের শিবিরে। কিন্তু সিপাহ-শালারকে সেখানে দেখতে না পাওয়ায় আমি তাঁর সৈন্যদের বিপদ সংবাদ জানালুম, অনুরোধ কর্‌লুম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে, কিন্তু তারা শুন্‌লে না, আমার শত অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে বল্‌লে, সিপাহশালারের আদেশ ভিন্ন তারা শিবির ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না। তখন অনন্যোপায় হ'য়ে আমার মুষ্টিমেয় সৈন্যকেই আদেশ দিলুম। তারাও বিনা প্রতিবাদে মরণকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে চলেছে কুঠিয়ালদের বাধা দিতে।

মোহনলাল। খাঁ সাহেব! এখনও কি বিশ্বাস হ'চ্ছে না যে কুঠিয়ালরা আমাদের আক্রমণ করেছে?

মীরজাফর। না, আর সন্দেহের কিছু নেই মোহনলাল। আমি এখনি আমার সৈন্যদের আদেশ দিচ্ছি—পূর্ণবিক্রমে কুঠিয়ালদের আক্রমণ করতে।

[চলিয়া গেলেন

মীরমদন। খাঁ সাহেবকে বিশ্বাস নেই মোহনলাল! তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যাও, আমার সৈন্যদেরও অধিনায়কত্বের ভার নাও।

মোহনলাল। তোমার সৈন্যরা—

মীরমদন। তারা আজ তোমার আদেশেই চলবে মোহনলাল! আমি তাদের সে আদেশ দিয়ে এসেছি।

মোহনলাল। কেন—তুমি?

মীরমদন। দু'জনেই যদি যুদ্ধ নিয়ে মেতে থাকি, নবাবের কাছে থাকবে কে—তাঁকে দেখবে কে? তাঁর আপনার বলতে তো শুধু আমরাই আছি?

মোহনলাল। সত্যিই তাই। তবে তাই হোক্ ভাই! আমি আমাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে এগিয়ে চললুম কুঠিয়ালদের ধৃষ্টতার সাজা দিতে—তাদের বিশ্বাসঘাতকতার অবসান করতে—পরাজয়ের কলঙ্ক-পশরা তাদের মাথাতেই তুলে দিয়ে আমাদের নবাবের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে।

মীরমদন। আর আমি চললুম ভাই নবাবের কাছে, তাঁকে সান্ত্বনা দিতে—প্রয়োজন হ'লে তাঁকে শিবির থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে,

বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে তিনি বিপন্ন হ'লে, নিজের জীবন দিয়েও তাঁর মহামূল্য জীবনকে রক্ষা করতে।

[চলিয়া গেলেন

[সহসা ভেরী বাজিয়া উঠিল। কামান-গর্জ্জন
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল]

মোহনলাল। ওই—ওই কামান-গর্জ্জন! ওরে, কে আছিস্ শিবির মাঝে—কে আছিস্ তন্দ্রাঘোরে—কে আছিস্ এখনও ঘুমের কোলে! ওঠ্, ওঠ্ রে সকলে, সেজে নে তোরা যোদ্ধার সাজে, আগুন লাগিয়ে দে ওই আরাম শয্যাতে! শত্রু যখন দামামা বাজায়—কামান তাদের গর্জ্জন শোনায়,—অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ রাঙায়, তখন তন্দ্রা কারো আসেরে অবোধ—নিদ্রা দেওয়া কি চলে? ওই ওই কামান-গর্জ্জনকে অবজ্ঞা করতে হবে—ওই অগ্নিশিখা ভেদ ক'রে এগিয়ে যেতে হবে, জয়মাল্য পরতে হবে—ওই রণসমুদ্র মন্থন ক'রে।

[চলিয়া গেলেন

তৃতীয় অঙ্ক

এক

মুর্শিদাবাদ—নবাবের বিশ্রাম-কক্ষ

মীরজাফর ও ওয়াটস্ আসিয়া উভয়ে চুপি চুপি কথা কহিতেছিলেন। খুব ব্যস্তভাবে উমিচাঁদ আসিলেন

উমিচাঁদ। নবাবকে পত্র দিয়ে এলুম স্যার!

মীরজাফর। তোমাকে কিছু বল্‌লেন?

উমিচাঁদ। বিশেষ কিছু নয়। ক্লাইভ সাহেবের পত্র শুনেই প্রথমে একটু গম্ভীর হ'লেন, তারপর—তর্জ্জমা ক'রে শোনাবার জন্যে পত্রখানা মুন্সীর হাতে দিয়ে আমাকে বল্‌লেন, ওয়াটস্ সাহেবকে অপেক্ষা কর্‌তে ব'লো, আমি এখনি দেখা দেবো।

ওয়াটস্। Then Nawab is coming here? (দেন্ নবাব ইজ কামিং হিয়ার?)

উমিচাঁদ। ইয়েস্ স্যার! কিন্তু নবাব বাহাদুর কামিং কর্‌লে খুব ঘন ঘন কুর্ণিশ কর্‌বেন স্যার—হাঁটু গেড়ে ব'সে।

ওয়াটস্। হাঁটু গাড়িবে? why (হোয়াই?)

উমিচাঁদ। নবাব-দরবারের স্যাটস্ দি কায়দা স্যার! কায়দা দেখিয়ে নবাবকে যদি খুশী কর্‌তে পারেন স্যার, তাহ'লে—কাজটা বোধ হয় ভাল ভাবেই মিটে যাবে।

মীরজাফর। সে দিন আলিনগরে নৈশ আক্রমণ করার পর আর

সন্ধি না ক'রে যদি সমানে আক্রমণ চালিয়ে যেতেন, তাহ'লে আজ আর আপনাদেরকে মাথা নীচু ক'রে নবাবের দরবারে দাঁড়াতে হ'তো না।

উমিচাঁদ। ইয়েস্ স্যার! জাফর সাহেব যা বল্‌ছেন একেবারে নির্জ্জলা ট্রু স্যার। তেমনি বীর-বিক্রমে আর খানিকক্ষণ যুদ্ধ কর্‌লে, চাকা অন্য দিকে ঘুরে যেত। তাহ'লে, আপনাদের আর নবাবের সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে বস্‌তে হ'তো না, নবাবকেই হাঁটু গেড়ে বস্‌তে হ'তো আপনাদের সাম্‌নে।

ওয়াটস্। ওহি দিন হামারা যুদ্ধ করিট। কিন্টু, যেখন ডেখিল হামাদের শট্রু ফ্রেঞ্চ লোক নবাবের সহিট যোগ ডিয়াছে—They are helping Nawab with their force (দে আর হেল্পিং নবাব উইথ দেয়ার্ ফোর্স)—হামারা ডর করিল। টাই নবাব যেমন Peace (পিস্) চাহিল—হামরাও Peace (পিস্) করিল।

উমিচাঁদ। তাহ'লে আজও আপনাদেরকে মাথা নীচু ক'রেই দাঁড়াতে হবে।

ওয়াটস্। ডাঁড়াইবে—ডাঁড়াইবে। একডিন ডাঁড়াইবে—ডুইডিন্ ডাঁড়াইবে—কিন্টু, টিন ডিন্ ডাঁড়াইবে না।

উমিচাঁদ। তিন দিনের দিন কি মাটীর ওপরে ফ্লাট শুয়ে পড়্‌বেন স্যার?

ওয়াটস্। No no, I mean to say (নো নো, আই মিন্ টু সে) হামারা বসিবে—on the chair (অন্ দি চেয়ার)। হামারা মাঠা নীচু করিয়া ডাঁড়াইটে জানে—বুক ফুলাইয়া বসিটেও জানে।

উমিচাঁদ। জান্‌বেন বই কি স্যার—জান্‌বেন বৈ কি! ইণ্ডিয়া শাস্ত্রে

বলে স্যার—ম্যানস্ টেন দশা! অর্থাৎ মানুষের দশ দশা। কাজেই তাকে কখনো পায়ে ধর্‌তে হয়, কখনো ঘাড়ে ধর্‌তেও হয়।

ওয়াটস্। Chear you! (চিয়ার ইউ) আপনি সব বুঝে। you are best friend of us. (ইউ আর বেষ্ট ফ্রেণ্ড অফ আস্

উমিচাঁদ। ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট স্যার।

[নেপথ্যে নকীব হাঁকিল—"নবাব মন্‌সুরল্ মোলক্ সিরাজদ্দৌলা সাহকুলি খাঁ মীরজামহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর"—
সিরাজদ্দৌলা আসিলেন। সকলে তাঁহাকে
অভিবাদন করিল।]

সিরাজ। তুমিই ওয়াটস্?

ওয়াটস্। Yes Your Excellency. (ইয়েস্ ইওর এক্সেলেন্সি)

সিরাজ। সকলের আকার প্রকার প্রায় একই রকমের, চেনা দুষ্কর! ক্লাইভ সাহেব বুঝি কাশিমবাজার কুঠীতে তোমার কাছে এ পত্র পাঠিয়েছে?

ওয়াটস্। Yes Your Excellency! (ইয়েস্ ইওর এক্সেলেন্সি) হামি নবাব-দরবারে হাজির করিয়েছে, উট্টর আশা করিটেছে।

সিরাজ। উত্তর? ক্লাইভের এ পত্রের উত্তর তো আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে দিতে পারি না সাহেব। উত্তর দেবো আমরা—অবিলম্বে আলি-নগরে গিয়ে, গোলার মুখে মুখে।

ওয়াটস্। Then Your Excellency! Our peace—I mean to say (দেন্ ইউর এক্সেলেনসি! আওয়ার পিস—আই মিন্ টু সে) হামাডের সণ্ডি ভঙ্গ হইবে—শাণ্টি নষ্ট হইবে।

সিরাজ। সন্ধি ভঙ্গ হইবে—শান্তি নষ্ট হইবে! কারা সন্ধি ভঙ্গ করে

—কারা শান্তি নষ্ট করে ? যতবার সন্ধি হয়েছে—ততবার তোমরাই সন্ধির সর্ত্ত লঙ্ঘন ক'রে, আমাকে বাধ্য করেছ যুদ্ধ করতে। এবার আলিনগরে অতর্কিত নৈশ আক্রমণে তোমরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলে, আমার অমাত্যবর্গের অনুরোধে তোমাদের সে বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এইবার দেওয়া হবে, যোগ্য পুরস্কারই পাবে। এত স্পর্দ্ধা বেড়েছে ক্লাইভ সাহেবের যে, আমাকে পত্র লিখে সে ভয় দেখায়—ফরাসীদের ত্যাগ না করলে সন্ধি ভঙ্গ হবে ! [পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন]

ওয়াটস্। What's the order to me your Excellency ? (হোয়াটস্ দি অর্ডার টু মি ইওর এক্সেলেন্সি ?)

সিরাজ। তুমি ক্লাইভকে লিখে পাঠাও যে, সিরাজ কারও তাঁবেদার নয়, বাংলার স্বাধীন নবাব। সে কারও হুকুমে ফেরে না, তারই হুকুমে ফেরে হাজারো নফর। [ওয়াটস্ অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল] না—দাঁড়াও। পত্র লেখার যদি ইচ্ছা থাকে লিখে দাও ; আমরাই ক্লাইভ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তোমার এখান থেকে যাওয়া হবে না। তুমি সেই উদ্ধত ক্লাইভের অনুচর। কাছে পেয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবো না, তোমাকে আমরা শাস্তি দেবো।

ওয়াটস্। Your Excellency ! (ইওর এক্সেলেন্সি !)

সিরাজ। আমার কি ইচ্ছা করে জান ওয়াটস্ ? আমার ইচ্ছা করে—একদিনে—একই সময়ে তোমাদের সকলের ঔদ্ধত্যের অবসান করিয়ে দিই ! কিন্তু আমি তা পারি না, শুধু পারি না—যাক্, সে সুযোগ যদি কখনো আসে, আশাও আমার পূর্ণ হবে। আপাততঃ তুমি যখন এসে পড়েছ—ফিরে যাওয়া তোমার হবে না, তোমাকে দণ্ড নিতে হবে।

ওয়াটস্। Oh God !···Pardon me—Pardon me—your

Excellency Pardon me! (ও গড্! পার্ডন মি! পার্ডন মি! ইওর এক্সেলেন্‌সি—পার্ডন মি!)

সিরাজ। সুযোগ পেয়ে শুধু চোখই রাঙাও না, আর একটা মহৎ গুণও আছে। সেটা হ'চ্ছে—

মীরজাফর। জাঁহাপনা! দূত অবধ্য।

সিরাজ। দূত অবধ্য! কাশিম বাজারের কুঠিয়াল এই ওয়াটস্ কি ক্লাইভ সাহেবের দূত—না গুপ্তচর?

মীরজাফর। দৌত্য কার্য্যেই যখন এসেছে—

সিরাজ। তখন দূত। এবং যখন দূত—তখন নিশ্চয়ই অবধ্য। ওয়াটস্! ক্লাইভ সাহেবের পত্রের মর্ম্ম প্রথমে বুঝ্‌তে না পারার জন্যই আমি ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলুম। তাই তোমার প্রতি আমি রূঢ় ব্যবহার করেছি। সেজন্য আমি লজ্জিত। তুমি সসম্মানে কাশিম-বাজার কুঠীতে ফিরে যাও। পত্র পাঠিয়ে ক্লাইভ সাহেবকে জানিয়ে দাও যে, আমরা সন্ধি ভঙ্গ করতে চাই না—তোমাদের সঙ্গে অসদ্ভাব করতে চাই না, আজই আমরা ফরাসীদের বিদায় দেবো।

ওয়াটস্। God save the Nawab! (গড্ সেভ্ দি নবাব)

[চলিয়া গেলেন

সিরাজ। ফরাসীদের বিদায় দিলে ইংরাজরা কত অর্থ দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?

মীরজাফর। অর্থ দেবার কোন প্রতিশ্রুতি তো দেয়নি।

সিরাজ। নিশ্চয়ই দিয়েছিল। উমিচাঁদ! তুমিই না একদিন শুনিয়েছিলে যে, বাংলা থেকে ফরাসীদের বিদায় ক'রে দিলে ইংরাজ প্রচুর অর্থ দিতে সম্মত আছে?

উমিচাঁদ। সম্মত ছিল জাঁহাপনা, আলিনগরের যুদ্ধের পূর্ব্বে। কিন্তু আলিনগর-যুদ্ধে তাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হওয়ায়, বর্ত্তমানে আর নবাব-সরকারের অর্থ দিতে তারা সক্ষম নয়।

সিরাজ। তাহ'লে ফরাসীদের বিদায় করবো কি স্বার্থে? কিই বা অন্যায় করেছে তারা আমাদের সঙ্গে? ইংরাজরা চন্দননগর আক্রমণ ক'রে তাদের বিতাড়িত করলে, তারা নিরাশ্রয় অবস্থায় আমাদের আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয় নেওয়ার দিন হ'তে ঠিক্ রাজভক্ত প্রজার মত অর্থে সামর্থ্যে—নানাপ্রকারে তারা বাংলার নবাবের হিতসাধন ক'রে আস্ছে।

মীরজাফর। কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—

সিরাজ। কৃতজ্ঞ ফরাসীদের বিদায় দিলে রাজ্যের কোন মঙ্গল সাধিত হবে খাঁসাহেব?

মীরজাফর। ইংরাজের সঙ্গে যদি সদ্ভাব থাকে—পরস্পরের মধ্যে যদি সন্ধি অটুট্ থাকে—

সিরাজ। ভুল—খাঁসাহেব, ভুল। তাদের স্বধর্ম্মী স্বদেশীয় শত্রু ওই ফরাসীরা আমার অনুগত, তাই তারা আজও সন্ধির সম্মান রক্ষা করছে। কিন্তু, কাল যখনই শুন্‌বে যে, ফরাসীদের আমরা বিদায় দিয়েছি, তখনই তারা সন্ধিপত্রখানায় অগ্নিসংযোগ ক'রে অগ্নিমূর্ত্তিতে ছুটে আস্‌বে—সিরাজের মসনদকে অগ্নিদগ্ধ করতে।

মীরজাফর। তাই যদি করে, ফরাসীদের বিদায় করার পর যদি তারা সন্ধিভঙ্গ করে, তাহ'লে তাদের সে ধৃষ্টতার শাস্তি দিতে কি নবাব-শক্তি অক্ষম হবে?

সিরাজ। কেমন ক'রে সক্ষম হবে খাঁসাহেব! নবাব-শক্তিতে যে ভাঙন ধরেছে!

উমিচাঁদ। একি বল্‌ছেন জাঁহাপনা! গত আলিনগর-যুদ্ধেও নবাব-বাহিনী অসীম বীরত্ব দেখিয়েছে।

সিরাজ। বীরত্ব দেখায়নি, বীরত্বের আস্ফালন দেখিয়েছে—আমাকে সন্তুষ্ট করতে। প্রকৃত বীরত্ব দেখিয়ে নবাবের সম্মান রক্ষা করেছে সিন্‌ফ্রেঁর অধীনস্থ ফরাসী-বাহিনী।

মীরজাফর। জাঁহাপনা কি বল্‌তে চান যে, আমার অধীনস্থ সৈন্য-বাহিনী যুদ্ধকালে নিশ্চেষ্ট ছিল?

সিরাজ। হ্যাঁ খাঁসাহেব। আরও বেশী নিশ্চেষ্ট ছিলেন—নবাবের সিপাহশালার—রাজ্যের হিতৈষী—নবাবের পরমাত্মীয়—আপনি নিজে।

মীরজাফর। জাঁহাপনা!

সিরাজ। আজও আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সিপাহশালার—যে, আপনাদের অভিসন্ধি—আপনাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি আপনাদের গতিবিধি, কিছুই আমার অজ্ঞাত নয়।

মীরজাফর। এ কথার অর্থ?

সিরাজ। অর্থ জিজ্ঞাসা করুন ওই উপরের দিকে চেয়ে, আপনার স্বর্গগত প্রভু আলিবর্দ্দীর সিংহাসনের দিকে চেয়ে, তাঁর উত্তরাধিকারী—আপনার স্বজাতি আমি—আমার দিকে চেয়ে।

মীরজাফর। জাঁহাপনা বোধ হয় ধারণা করেছেন যে, কুঠিয়ালরা সেদিন নৈশ-আক্রমণ করবে তা আমার পূর্ব্বে জানা ছিল?

সিরাজ। ছিল।

মীরজাফর। তাহ'লে হয়তো এও ধারণা করতে পারেন, তারা আক্রমণ করেছিল আমারই সহযোগিতায়?

সিরাজ। বল্‌তে পারেন,—কাদের প্ররোচনায় তারা সন্ধির

প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল? কাদের কাছে সাহস পেয়ে মাত্র ছ'শো নাবিক-সৈন্য নিয়ে আমাদের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল? ওঃ! আমার নিজের ধৈর্য্যে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি।

মীরজাফর। জাঁহাপনা। না, আর আমার কিছুই বল্‌বার নেই। মাত্র আমি বিচার প্রার্থনা করি।

সিরাজ। আমিও নিশ্চিন্ত হই।

মীরজাফর। জাঁহাপনা আরও পূর্ব্বেই নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তেন—যদি আমাকে আরও পূর্ব্বে বিদায় দিতেন।

সিরাজ। মীরজাফর খাঁ! অনেক পূর্ব্বেই বিদায় করা উচিত ছিল—তা জানি। তবু তা করিনি—কারণ, আমি ভাব্‌তুম—হয়তো আপনাদের পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে, বিদেশীর বন্ধুত্ব ত্যাগ ক'রে স্বধর্ম্মীর হিতৈষী হবেন। কিন্তু যখন দেখ্‌লুম যে, আজও কুঠিয়ালদের অভিসন্ধির সহায়তা কর্‌তে যুক্তি দিলেন—ফরাসীদের ত্যাগ কর্‌তে, তখন বুঝ্‌লুম যে আপনাদের পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে না—স্বজাতি-প্রীতি কোন দিনই জাগ্‌বে না—ওই কুঠিয়ালদের গোলামী করার আশাও ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন না।

মীরজাফর। জাঁহাপনা!

সিরাজ। যান্—যান্, আর দাঁড়াবেন না। এবার হয়তো আমি ধৈর্য্যহারা হ'য়ে পড়্‌বো, যেটুকু অসম্মান আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য—হয়তো সম্পূর্ণ দিয়ে ফেলবো। যান্—যান্, আমি আপনাদের ত্যাগ কর্‌লুম।

মীরজাফর। জাঁহাপনার আদেশ পালন কর্‌তে আমি প্রস্তুত। তবে দরবার ত্যাগের পূর্ব্বে, আমার স্বর্গগত প্রভু নবাব আলিবর্দ্দীর দৌহিত্র আপনি—এই সম্পর্কে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই নবাব!

রাজ্যের হিতৈষীদের উপর মিথ্যা সন্দেহ এনে—ওই বিদেশী ফরাসীদের উপর নির্ভর কর্‌লে, আপনি বুদ্ধিমানের কাজ কর্‌বেন না।

সিরাজ। খাঁসাহেব! আত্মীয় যখন বিষের ছুরী শাণায়, তখন আত্মরক্ষার আশায় দূরে ছুটে গিয়ে—পথের রাহীকেই আঁকড়ে ধর্‌তে হয়।

[চলিয়া গেলেন

নবাবের বেগম-মহল

বাঁদীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

গান

দ্বার খুলে দাও রংমহলার।
যেন, জোছনা রাতের কনকধারায়—ধুইয়ে দে যায়—
আজ এখানের সকল আঁধার।
জোছনা-ধারা ছড়িয়ে যদি, রইলো হেথা সারাটি রাতি,
জ্বালিয়ে কি কাজ ক্ষণিক জ্বলার ক্ষীণ আলোকের মোমের বাতি,
গান গেয়ে বা কাজ কি সখি, ঝরোকা ছাপিয়ে যদি—
ধীর বাতাসে হেথায় আসে—
দোয়েল শ্যামার সুর-বাহার।

কণ্ঠ-সঙ্গীত থামিল, কিন্তু যন্ত্র-সঙ্গীত থামে নাই।
এই সময়ে সন্তর্পণে ঘেসেটী বেগম ইতস্ততঃ
দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আসিলেন

ঘেসেটী। এখানে আলো জ্বলেছে! অনেক দিন পরে আবার আলো জ্বলেছে, আতর খোস্‌বো মেখে বাতাস বইছে, বাঁদীদের নাচে গানে রঙ্‌মহল আবার মস্‌গুল্‌ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু, কেন এ অনিয়ম? কেন যোগ্য অবস্থার ব্যতিক্রম? আমার মহলে আজ একটা প্রদীপও জ্বলে না—আর, হাজার বাতি-দান থেকে বেরুবে আলোর ছটা সিরাজের রঙ্‌মহলে! আমার লালকুঠীর ভগ্নস্তূপের উপর দুর্গন্ধ ভাসিয়ে রেখেছে—আর, এখানের বাতাস ব'য়ে বেড়াবে হেনা খসের খোস্‌বো মেখে! আমার মহলের মাঝে উঠ্‌বে বেদনার তীব্র আর্ত্তনাদ—আর, এখানে উঠ্‌বে সুন্দরী-কণ্ঠের মোহিনী ঝঙ্কার! অবিচার—অবিচার—[ঊর্দ্ধে চাহিয়া কহিলেন] এ তোমার ঘোর অবিচার! [ক্ষণেক পরে থামিয়া কহিলেন] কি বল্‌ছো? অবিচারক নও? সুবিচারই কর্‌বে? দণ্ড দিয়ে তাকে তার ন্যায্য অবস্থা পাওয়াবে? সেই অবস্থাই যদি সে পাবে, এখনো কেন এখানে আলোর মেলা—বাতাস কেন গন্ধভরা—কেনই বা এখনো আনন্দলীলা? কি বল্‌ছো? অন্ধকারে ফেলার আগে একবার উজ্জ্বল আলোক দেখাও? নরকের দুর্গন্ধ ভোগের আগে একবার সুরভীর আঘ্রাণ দেওয়াও? আর্ত্ত-হাহাকার তোল্‌বার আগে একবার মধুর ঝঙ্কার শোনাও? ঠিক্‌ আছে—ঠিক্‌ হ'চ্ছে—তোমার নিয়ম মেনেই চ'লেছে। তবে, জ্বলুক্‌ আলো—বহুক্‌ গন্ধ বাতাস—উঠুক্‌ এখন সুরের মধুর ঝঙ্কার! হা-হা-হা!

[পিছন দিক হইতে রাবেয়ার সহিত লুৎফা আসিতেছিলেন, ঘেসেটীর কথা শুনিয়া দূরে দাঁড়াইয়া পড়িলেন]

লুৎফা। কে এ নারী ?

ঘেসেটী। ঘেসেটী বাঁদী।

লুৎফা। আপনি !

ঘেসেটী। আমার সেলাম পৌঁছে নবাব-বেগম !

লুৎফা। রাবেয়া—রাবেয়া ! কেন আমাকে নিয়ে এলি ? সেই নির্জ্জন কক্ষেই যে আমি বেশ ছিলাম। কেন শান্তির নামে অশান্তি জাগিয়ে দিতে আমাকে রংমহলে টেনে আন্‌লি ?

রাবেয়া। রংমহলে নিয়ে এসেছি—এই গানের মজলিসে আপনাকে বসিয়ে একটু শান্তি পাওয়াতে।

লুৎফা। শান্তি পাওয়াবি আমাকে—এই মজলিসে বসিয়ে—যে মজ্‌লিসের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘেসেটী বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌বে ?

রাবেয়া। মাফ্‌ করুন আমাকে। আমি ধারণাও করিনি যে, ইনি এখানে ছুটে আস্‌বেন আমাদের আনন্দ-উৎসবকে ব্যর্থ ক'রে দিতে। [ঘেসেটীর প্রতি] বেগম সাহেবা !

ঘেসেটী। বেগম সাহেবা ! হা-হা-হা। আর ও সম্বোধন কেন ? ঘেসেটী বল—বন্দিনী বল—বাঁদী বল !

রাবেয়া। রাবেয়া উপদেশ নেয়,—হুকুম মানে শুধু তার প্রভুর আর প্রভুর বেগমের। আপনি রংমহল থেকে যান বেগম সাহেবা। নবাব-বেগম আপনাকে নিকটে দেখ্‌তে চান্‌ না, আপনি এখানে থাক্‌তে পার্‌বেন না।

ঘেসেটী। নবাব-বেগম আমাকে দেখতে চান্ না—তাই এখানে থাক্‌তে দিতে চাও না? কিন্তু, কেন? ঘেসেটী বাঁদীকে কেন তাঁর এত ঘৃণা?

লুৎফা। ঘৃণা নয়—ঘৃণা নয়, এ আমার ভয়!

ঘেসেটী। ভয়! আমাকে ভয়! ঘেসেটী বাঁদীকে নবাব-বেগমের ভয়!

লুৎফা। বাঁদীকে ভয় হয় না, ভয় হয়—কোন পরমাত্মীয়া যদি চোখের জল লুকিয়ে রেখে স্বেচ্ছায় বাঁদী সেজে থাক্‌তে চায় কাছে কাছে।

ঘেসেটী। স্বেচ্ছায় বাঁদী সেজেছি? ছলনায় তুমিও অদ্বিতীয়া! নবাব সিরাজদ্দৌলা বাঁদী কর্‌বার জন্যই এনেছে ঘেসেটীকে—

লুৎফা। না—না, ভুল, এ মিথ্যা—মিথ্যা। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ঘেসেটী বেগমকে মহলে এনে রাখ্‌লেও, আমরা সম্বন্ধ ভুলিনি, সম্বন্ধ ভুলেছেন—তিনি নিজে।

ঘেসেটী। বটে!

লুৎফা। আমরা তাঁকে মায়ের আসনে বসিয়েছি—তিনি উঠে এসেছেন সে আসনে পদাঘাত ক'রে। যে শ্রদ্ধার আসনে পদাঘাত দিয়ে প্রাপ্য সম্মান উপেক্ষা ক'রে আত্মীয়তার বাইরে দাঁড়িয়ে অনাত্মীয়ের মর্য্যাদা নিতে চায়, তাকে—তাকে ভয়ই হয়। যান—যান, আপনি আমার সাম্‌নে থেকে স'রে যান, রংমহলের বাইরে যান।

ঘেসেটী। রংমহলের বাইরে যাবো?

রাবেয়া। শুধু এ রংমহল থেকে নয়, যদি বেগম-মহল ছেড়ে চ'লে যেতে চান আপনি—

ঘেসেটী। তা কি পারি? যতক্ষণ না তৃপ্তিতে বুকখানা ভরিয়ে নিতে পারি—ততক্ষণ কি এখান ছেড়ে যেতে পারি? ওই কুৎসিত

আলোগুলোর পরিবর্ত্তে আমাকে সুন্দর আঁধার দেখ্‌তে হবে, বিসদৃশ হাসির পরিবর্ত্তে আনন্দকর কান্নার রোল শুনতে হবে, অসহনীয় আনন্দ-কল্লোলের পরিবর্ত্তে আমাকে তৃপ্তিকর মনোরম নীরবতা দেখ্‌তে হবে।

লুৎফা। রাবেয়া—রাবেয়া— [রাবেয়াকে ধরিলেন]

ঘেসেটী। তাই এখন থেকে আমাকে চোখের জল ফেলে সিরাজের মহলগুলোর ভিত্তিকে আল্‌গা ক'রে ফেল্‌তে হবে—সুযোগ বুঝে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এই মহলগুলোকে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত কর্‌তে হবে, তারপর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে, বুকফাটা তৃপ্তির হাসি হাস্‌তে হবে—হা-হা-হা ! [চলিয়া গেলেন

লুৎফা। ওঃ! [মূর্চ্ছিতা হইলেন]

[রাবেয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ধীরে ধীরে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, বাঁদীগণ ক্রমশঃ সঙ্গীত আরম্ভ করিল।]

গান

হৃদি-দ্বার তব খুলি
ব্যথা বেদনা ঘুচায়ে সেথা
আনন্দ-হিল্লোল দিব তুলি।
আমরা পাঠাবো সুরে—সুতানে
প্রাণে তব—গানের বাণে,
যে গানে উঠিবে প্রাণে—নব আশা দুলি দুলি।
যবে দোল খাওয়া মন বেদন ভুলে
উঠতে চাবে আশায় দুলে,
আমরা সেকালে গানের ছলে—
দিব সুরের তুফান তুলি।

[মূর্চ্ছাভঙ্গে লুৎফা ধীরে ধীরে উঠিলেন]

লুৎফা। চ'লে গেছে—ঘেসেটী বেগম চ'লে গেছে ?

রাবেয়া। হ্যাঁ বেগম সাহেবা।

লুৎফা। তবে তোরাও যা—

রাবেয়া। বেগম সাহেবা !

লুৎফা। যা—যা—[বাঁদীগণ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল] আরও যে যেখানে আছে, সবাইকে সরিয়ে দে—সমস্ত বাতিদানগুলো নিভিয়ে দে—আমার এই সাধের রংমহলকে নীরব আঁধারের মাঝে ডুবিয়ে দে।

রাবেয়া। বেগম সাহেবা !

লুৎফা। তারপর, সেই নীরব আঁধারের মাঝে আমাকে লুকিয়ে রাখ্‌ রাবেয়া ! যেন ঘেসেটীর তীব্র দৃষ্টি সে আঁধার ভেদ কর্‌তে না পারে, আঁধারের মাঝে আমার সন্ধান কর্‌তে না পারে, দীর্ঘশ্বাস তীব্র দৃষ্টি নিয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে না পারে।

রাবেয়া। ঘেসেটী বেগমের এই বিভীষিকাই দিনের দিন আপনাকে ক্ষয় ক'রে ফেল্‌বে। হয়তো—হয়তো আপনাকে হারাতে হবে। বলুন বেগম সাহেবা, তাকে মনের কোণ থেকে সরাবার কি কোন উপায় নেই—কেউ কি পারে না ?

লুৎফা। হয়তো তুই-ই পারিস্‌, তুই চেষ্টা কর্‌লে—

রাবেয়া। বলুন কি কর্‌তে হবে ? আপনাকে সুখী কর্‌তে—আপনার মুখে আবার হাসি ফুটিয়ে তুল্‌তে—বাঁদী রাবেয়া তার জীবন পণ কর্‌বে।

লুৎফা। তোকে ঘেসেটী বেগমের কাছে যেতে হবে।

রাবেয়া। কি বল্‌তে হবে ?

লুৎফা। তোকে তার পা জড়িয়ে ধর্‌তে হবে—চোখের জল ঢেলে

পা ছু'খানা ধুইয়ে দিতে হবে। তার পর আমার হ'য়ে তাকে বলতে হবে—নবাব সিরাজ যদি তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকেন, আর সে আঘাতের বিনিময়ে যদি কিছু দিতে চাও, তা তাকে না দিয়ে, সব কিছু দিও—তাঁর সহধর্ম্মিণী লুৎফাকে। আবাল্য আদরে পালিত নবাব আলিবর্দ্দী বাহাদুরের দৌহিত্র—লুৎফার জীবন-আরাধ্য—বাংলার দুলাল সিরাজ, চোখের জল দেখ্‌তে পারে না—অভিশাপের বোঝা বইতে পারে না—দীর্ঘশ্বাসও সইতে পারে না। কিন্তু সব কিছু সইতে পারে—তোমার দেওয়া সব কিছুই স'য়ে নেবে—সিরাজের আদরিণী গরীবের মেয়ে লুৎফা।

[রাবেয়া লুৎফাকে লইয়া চলিয়া গেলেন

তিন

মীরজাফরের ভবন

বান্দা গাহিতেছিল

গান

হ্যায় হাজির হরদম্ হাম্।
হুকুম তামিল করনা হরদম্
বান্দে কি হ্যায় কাম্।
হুজুর মেরি হ্যায় দিলদার,
করতে মুঝ্‌কো বহুৎ পেয়ার,
ম্যায়ভি উন্‌কো কাম বাজাকে
সালাম লাগাকে লেতে ইনাম।

ওয়াটস্‌কে লইয়া উমিচাঁদ আসিলেন

উমিচাঁদ। বান্দা! খাঁসাহেবকে খবর দে—[বান্দা চলিয়া গেল] ইওর্‌ অনার! কাজ তো এখনি মিটিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বিষয়টা বিবেচনা কর্‌বেন।

ওয়াটস্‌। আল্‌বাট্‌ কড়িবে। আপনি হামাডিগকে রক্ষা করিলে—Satan (শ্যটান্‌) কে চিনাইলে—হামাডিগকে আলোর পট্‌ দেখাইলে। আপনার বিষয় হামরা আলবাট্‌ Consider (কন্‌সিডার) কড়িবে। You are our best fiend. (ইউ আর আওয়ার বেষ্ট ফ্রেণ্ড।)

উমিচাঁদ। ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট স্যার। কিন্তু বল্‌ছিলুম কি—আমাকে যে লেখাটা দেবেন বলেছিলেন—

ওয়াটস্‌। যো বলিয়াছে—সো কড়িবো। দেখেন Babu Umichand—(বাবু উমিচাঁদ) এই Paper (পেপার) জাফর সাহেবকে দিয়া সহি কড়াইবে, এই paper (পেপার) জাফর সাহেবকে ডিবে, যেখোন্‌ হামাডের business (বিজনেশ) মিটিবে, টেখনই হামি এই paper (পেপার) আপনাকে ডিবে, যাহা Signed by Colonel Clive (সাইণ্ড বাই কর্ণেল ক্লাইভ)।

উমিচাঁদ। এই কাগজখানা আমাকে দেবেন? কি লেখা আছে ইওর্‌ অনার?

ওয়াটস্‌। জাফর সাহেব নবাব হইলে হামাডিগকে টাকা মিটাইবেন, টিনি হামাডিগকে টাকা মিটাইলে—হামরা আপনার টাকা মিটাইবে।

উমিচাঁদ। কত টাকা স্যার—কত টাকা?

ওয়াটস্। As settled before. Thirty Lacs. Look here Babu Umichand—thirty lacs in black and white. (এ্যাজ সেটেল্ড বিফোর, থার্টি ল্যাক্স্। লুক হিয়ার বাবু উমিচাঁদ, থার্টি ল্যাক্স্ ইন্ ব্ল্যাক্ এণ্ড হোয়াইট)

উমিচাঁদ। তাহ'লে ওটা আমাকে—

ওয়াটস্। Let him sign first. (লেট হিম্ সাইন্ ফার্ষ্ট) অবিশ্বাস কড়িবেন না Babu Umichand (বাবু উমিচাঁদ) হামরা কিছু আপনাকে অবিশ্বাস করে না। You are our best friend. (ইউ আর আওয়ার বেষ্ট ফ্রেণ্ড।)

উমিচাঁদ। ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট স্যার।

মীরজাফর আসিলেন

ওয়াটস্। আসেন আসেন Jafarali khan. (জাফর আলী খাঁন্) আজ Jafarali khan (জাফর আলী খান্) কহিবে, কিণ্ট ডুইডিন্ পরে আপনার ডুরে ডাঁড়াইয়া কহিবে, His Excellency Nawab Mirjafar Ali khan Bahadoor. (হিজ্ এক্সেলেন্সি নবাব মীরজাফর আলি খাঁন্ বাহাদুর)

মীরজাফর। খোদার মেহেরবানি—আর আপনাদের সহানুভূতি।

উমিচাঁদ। যাক্—আর দেরী করবেন না খাঁসাহেব, শুভ কাজটা সেরে ফেলুন। ইওর অনার! চুক্তিপত্রখানা দিয়ে দিন্। নিন্—চট্ ক'রে সইটা ক'রে দিন। এখনি ওঁকে কাশিমবাজারে ফিরে ক্লাইভ সাহেবের কাছে এটা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

মীরজাফর। ভাবছি উমি—এককোটী টাকা দিতে হবে—

ওয়াটস্। Yes (ইয়েস) ডিটে হইবে—When you will be Nawab of Bengal. (হোয়েন ইউ উইল বি নবাব অফ্ বেঙ্গল)

মীরজাফর। তা বুঝেছি, কিন্তু যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় আমাকেই বহন কর্‌তে হবে ?

ওয়াটস্। Of course. (অফ্ কোরস্) নবাবী লইটে হইলে ব্যয় কড়িটে হইবে। ভাবিয়া ডেখেন Jafarali khan (জাফর আলী খাঁন) হামরা কেন খরচ করিবে ? We are not after the Throne. (উই আর নট আফ্‌টার দি থ্রোন্) We are here simply for trade (উই আর হিয়ার সিম্‌প্লি ফর ট্রেড্) হামরা বাণিজ্য কড়িটে আসিয়াছে। নবাব সিরাজ Throne (থ্রোন)-এ রহিলে হাম্‌রা টাহাকে সেলাম ডিবে, আপনি Nawab (নবাব) হইলে আপনাকে সেলাম ডিঠে হইবে। হামাডের কাছে ডুই সমান আছে। But (বাট্) হাম্‌রা Nawab (নবাব) এর সাথে যুদ্ধ করিটে চাহে, Because (বিকজ্) We are requested by our friend Jafarali khan. (উই আর রিকোয়েষ্টেড্ বাই আওয়ার ফ্রেণ্ড জাফরআলী খাঁন্।) ভাবিয়া ডেখেন—হাম্‌রা দোস্তি রাখিটে Jafarali khan (জাফরআলি খাঁন্) এর জন্য সময় খরচ করিটে পারে—শক্তি খরচ করিটে পারে, কিন্তু টাকা খরচ কড়িটে পারে না। কারণ We are poor traders. (উই আর পুয়োর ট্রেডার্স)

উমিচাঁদ। ওই কে করে, ইওর্ অনার—ওই কে করে ? ওই যা কর্‌তে চাইছেন্—তা মেশো পিসেতেও করে না। খাঁসাহেব! সিংহাসনে বস্‌বার পর টাকার ছিনিমিনি খেল্‌বেন, তখন ও এক কোটী টাকা দেওয়া আপনার পক্ষে কিছুই না। সিংহাসন আপনাকে ডাক্‌ছে

খাঁসাহেব, এখন এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাব্‌বেন না। চট্‌ ক'রে একটা সই ক'রে দিন।

মীরজাফর। না, আর ভাব্‌বার কিছু নেই। আমি সই ক'রে আন্‌ছি।

[চলিয়া গেলেন

উমিচাঁদ। যাক্‌, জাফর সাহেব যখন সই ক'রে দিচ্ছেন, আর ভাব্‌বার কিছু নেই স্যার্‌! তাহ'লে আমার ওটা—

ওয়াটস্‌। I see, you are very anxious for it, don't worry Babu don't worry (আই সী ইউ আর ভেরী এ্যাঙসাস ফর্‌ ইট্‌! ডোণ্ট্‌ ওয়ারি বাবু—ডোণ্ট ওয়ারি।)

উমিচাঁদ। তা নয় স্যার্‌—তা নয়। তবে কিনা জাফর সাহেবের সাম্‌নে তো ওটা নেওয়া চল্‌বে না, তাই তিনি না আস্‌তে আস্‌তে—

ওয়াটস্‌। Right o। (রাইট ও।) [চুক্তিপত্র দিল] খুস্‌ হইয়েছে? এইবার একটু হাঁসি করো—Babu Umichand (বাবু উমিচাঁদ) হাঁসি করো।

উমিচাঁদ। ঠিক্‌ ত্রিশ লাখ্‌ই পাবো তো?

ওয়াটস্‌। পাবো কি? যেখন হামি লিখাটি ডিয়াছে, টৈখন্‌ আপনি পাইয়াই গিয়াছে।

উমিচাঁদ। তা বই কি—তা বই কি। কিন্তু এটা নগদ পাবো তো স্যার্‌?

ওয়াটস্‌। আলবাট্‌ পাইবেন, খালি কি এই টাকা? আপনি খেলাট ভি পাইবেন। Colonel Clive (কর্ণেল ক্লাইভ) আপনাকে রাজা Title (টাইটেল্‌) ডিবেন।

উমিচাঁদ। তা দেবেন বই কি—তা দেবেন বই কি। উমির ওপর আপনাদের বরাবরই টান আছে। পর হ'য়েও আপনারা আমার অতি আপনার। যেন ফোর্টিন্ ফাদার্স—ফিফ্‌টিন জেনারেশনস্। তাই উমিও আপনাদের মোষ্ট্ ওবিডিয়েন্ট্ সারভেন্ট্ স্যার্!

মীরজাফর আসিলেন

মীরজাফর। উমিচাঁদ!

উমিচাঁদ। দিন্—দিন্, দিয়ে দিন্, সাহেবকে—

মীরজাফর। থাম।

উমিচাঁদ। কোন কাজ নিয়ে বেশী ভাবা উচিৎ নয় খাঁসাহেব। বিশেষতঃ শুভকাজ—

মীরজাফর। হুঁ! এই নিন্ ওয়াটস্ সাহেব!

[ওয়াটস্ এককেতা চুক্তিপত্র মীরজাফরকে দিয়া তাঁহার স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রখানি লইলেন]

ওয়াটস্। Thanks. (থ্যাঙ্কস্)

মীরজাফর। আপনি কি এখন কাশিমবাজারে যাবেন?

ওয়াটস্। এখন যাইবে। কিন্টু রাট্রি প্রভাট হইলেই মেম্‌লোক্‌কে লইয়া কলিকাটায় সরিবে।

উমিচাঁদ। কল্‌কাতায় সরবেন?

ওয়াটস্। আজ যেখন জাফর খাঁর সঙ্গে হামাডের Treaty ট্রিটি) হইল, টেখন নবাবের হামরা শট্রু হইল। কেমন করিয়া আর এখানে থাকিটে পারে?

মীরজাফর। তাহ'লে আপনি আজই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করছেন?

ওয়াটস্। আজই ট্যাগ করিটেছে। কিন্টু আবার হামি আসিবে —জাফ্রখাঁকে সেলাম ডিবে। কিন্টু, হামি আশা করে—সে ডিন্ জাফরআলীখাঁকে এখানে ডেখিবে না, ডেখিবে—On the throne, as Nawab of Bengal (অন্ দি থ্রোন্, এ্যাজ্ নবাব অফ্ বেঙ্গল)

[চলিয়া গেলেন

মীরজাফর। চ'লে গেল—

উমিচাঁদ। দাঁড়াবার কি সময় আছে? ক্লাইভ সাহেব সৈন্য সাজিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একে তিন দিনের মধ্যে কল্‌কাতায় পৌঁছে ক্লাইভ সাহেবকে আপনার সই করা চুক্তিপত্র দিতে হবে।

মীরজাফর। তাহ'লে তিন দিন পরেই ক্লাইভ সসৈন্যে রওনা হবে?

উমিচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ। বড় জোর আট নয় দিন পরে মুর্শিদাবাদের ধারে পৌঁছে যাবে।

মীরজাফর। তাইতো—[চিন্তামগ্ন হইলেন]

উমিচাঁদ। (স্বগত) খাঁসাহেব কি নরম হ'য়ে পড়্‌ছে না কি! সর্ব্বনাশ! তাহ'লে আমার এই ত্রিশলাখ্ কাগজেই থেকে যাবে। স্বরূপ আর চোখে দেখ্‌তে পাবো না।

মীরজাফর। উমিচাঁদ! তুমি ওয়াটস্‌কে ফেরাও—ওয়াটস্‌কে ফেরাও—

উমিচাঁদ। সে কি খাঁসাহেব!

মীরজাফর। বোধ হয় আমি ভুল কর্‌ছি উমি!

উমিচাঁদ। আপনি ভুল কর্‌ছেন! বলেন কি? আমি তো দেখ্‌ছি —কোন ভুলই করেন নি। সিংহাসন আপনাকে হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে,

তাই আপনি এগিয়ে চলেছেন তার দিকে। আপনি কোন ভুল করেন নি—কোন অন্যায় করেন নি।

মীরজাফর। ভুল করিনি—অন্যায় করিনি? সিংহাসন আমাকে ডাক্‌ছে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি—তারই ডাকে?

উমিচাঁদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ। আমি এখন আসি খাঁসাহেব! [স্বগত] না, ভেতরটায় যে রকম গোল বেধেছে, তাতে ওয়াটস্‌কে রাত ভোরও কাশিমবাজারে থাক্‌তে দেওয়া উচিৎ নয়। চুক্তিপত্রখানা নিয়ে তাকে এখনি সর্‌তে বল্‌তে হবে। নইলে এই ত্রিশলাখের দস্তখতী খতকে মাদুলী ক'রে গলায় ঝুলিয়েই আনন্দ কর্‌তে হবে।

[চলিয়া গেলেন

মীরজাফর। উমিচাঁদ—উমিচাঁদ। চ'লে গেছে। আমি কি ভুল কর্‌ছি? সিরাজের পতনের আয়োজন ক'রে—আমি কি নিমক্‌হারাম্‌ সাজ্‌তে যাচ্ছি? সিরাজ যদি ম্লানমুখে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, সজল চোখে অনুরোধ করে—আমি শুধু তার সিপাহশালার নই—তার পরমাত্মীয়—না—না, কিসের আত্মীয়? কি মর্য্যাদা রেখেছে আত্মীয়ের? না, সে আমার আত্মীয় নয়—আমি তার আত্মীয় নই। আমি এক নির্য্যাতিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত নফর, আজ সুযোগ পেয়েছি, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দিতে চলেছি।

সিরাজদ্দৌলা আসিলেন

সিরাজ। জনাব!

মীরজাফর। একি! নবাব!

সিরাজ। আজ নবাব হ'য়ে আসিনি আমি, এসেছি—যেমন বাল্যে

কৈশোরে আসতাম মাতামহ আলিবর্দ্দীর হাত ধ'রে আমাদের পরমাত্মীয় খাঁসাহেবের কাছে, আজ ঠিক্ তেমনি ভাবেই এসেছি তাঁর কাছে—তাঁর স্নেহের সিরাজ হ'য়ে।

মীরজাফর। আমি বিস্মিত হ'চ্ছি নবাব! আজ আপনি একাকী—

সিরাজ। সঙ্গী থাক্‌লে তো আমরা কাছাকাছি দাঁড়াতে পার্‌বো না—সরল হ'য়ে কথা কইতে পার্‌বো না—অন্তরের রুদ্ধদ্বার খুলে দিতে পার্‌বো না? তাই লুকিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছি একাকী—রক্ষিহীন অবস্থায়।

মীরজাফর। এমন কি প্রয়োজন পড়েছে নবাব, যার জন্য এত রাত্রে একাকী ছুটে এসেছেন নফরের কাছে?

সিরাজ। শান্তি ভিক্ষা কর্‌তে।

মীরজাফর। শান্তি ভিক্ষা কর্‌তে!

সিরাজ। হ্যাঁ জনাব! যিনি আমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও ব্যথা অনুভব কর্‌তে দিতেন না—বেদনাস্পর্শের সুযোগ দিতেন না,—সদাই মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে আমাকে ঘুমপাড়িয়ে রাখতেন শান্তির কোলে, সেই আলিবর্দ্দী বাহাদুর যে চ'লে গেছেন আপনাকেই তাঁর প্রতিভূ রেখে। তাই আজ ব্যথাভরা বুকে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি আমি—শান্তি ভিক্ষা কর্‌তে।

মীরজাফর। নবাব!

সিরাজ। আলিবর্দ্দী বাহাদুরের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে শপথ নিয়েছিলেন—রক্ষা কর্‌বেন? আজ আমাকে একটু শান্তির পরশ পাওয়াতে—রক্ষা করুন জনাব! আমার ঐশ্বর্য্য নয়—সম্মান নয়—আমার জীবন নয়,—রক্ষা করুন—আমার একটা অনুরোধ।

মীরজাফর। আমার সাধ্যের অতীত না হ'লে—

সিরাজ। সাধ্যের অতীত নয়।

মীরজাফর। তাহ'লে আপনার অনুরোধ নিশ্চয়ই রক্ষা কর্‌বো নবাব!

সিরাজ। আঃ—নিশ্চিন্ত। বুঝলাম, সত্যই আপনি আমার আত্মীয়—হিতৈষী।

মীরজাফর। বলুন—কি কর্‌তে হবে?

সিরাজ। গভীর রাত্রি, আপনারই ভবনের এই নির্জ্জন কক্ষে দাঁড়িয়ে—শুধু আপনি আর আমি। ধরুন আমার এই ছুরি। [মীরজাফরকে ছুরি দিলেন] এইবার আমূল বসিয়ে দিন আমার বুকে।

মীরজাফর। নবাব!

সিরাজ। কেউ জান্‌বে না—কেউ বল্‌বে না যে, জাফর খাঁ হত্যা করেছেন সিরাজকে, সবাই জান্‌বে যে, প্রভাতে সিরাজই আত্মহত্যা করেছে—

মীরজাফর। জনাব!

সিরাজ। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত-সূর্য্যের কনকরশ্মিতে স্নাত হ'য়ে শুদ্ধ-চিত্তে আমার পরমাত্মীয় জাফর খাঁ বস্‌বেন বাংলার মস্‌নদে—

মীরজাফর। সিরাজ!

সিরাজ। হাত কাঁপলো কেন জনাব? ছুরি কেন খ'সে পড়্‌লো? নিন্—তুলে নিন্, বসিয়ে দিন আমার বুকে। শুধু তার পূর্ব্বে একবার—একটীবার ওই উপরের দিকে চেয়ে আপনাকে শপথ কর্‌তে হবে যে, কাল প্রভাতে সিংহাসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আপনার নীতির পরিবর্ত্তন ঘটাবেন। স্বদেশীয়ের উপর অভিমান ক'রে—বিদেশীয়কে আত্মীয়

করবেন না, স্বধর্মীর কাছে লাঞ্ছিত হ'লেও—বিধর্মীর দ্বারস্থ হবেন না, ব্যক্তিগত স্বার্থের মোহে আত্মহারা হ'য়ে—বাংলার স্বাধীন পতাকাকে সৌধশিখর থেকে নামিয়ে দেবেন না।

মীরজাফর। আমাকে ভুল বুঝেছেন নবাব। আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণাই পোষণ ক'রে আসছেন। মুর্শিদাবাদের প্রাসাদশিখর থেকে মুসলমানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা আমার জন্যই অপসারিত হবে, এ কারো কল্পনা করা উচিৎ হয় না।

সিরাজ। যা কল্পনা করাও উচিৎ নয়—তা বাস্তবেই পরিণত হবে খাঁ সাহেব, আপনি যদি আমার কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে স'রে যান। জনাব! ভুল মানুষেই করে। আমিও মানুষ। ভুলও করেছি অনেক, কিন্তু সমস্ত ভুলের জন্য দায়ী কি শুধু আমি? আপনারাও ভুল করেছেন—আপনারাও অপরাধ করেছেন। তবু যদি নিজেদের ভুলের কথা না ভেবে—নিজেদের অন্যায় অপরাধের কথা না তুলে, শুধু আমার ভুলের বিচার করতে চান্—আমার অন্যায় অপরাধের দণ্ড দিতে চান্, আসুন খাঁসাহেব! এই গভীর রজনীতে নির্জ্জন কক্ষের মাঝে আপনি আমার বিচার ক'রে দণ্ড দিন ওই ছুরির আঘাতে! কিন্তু, অনুরোধ করছি—মিনতি করছি নতজানু হ'য়ে, আপনার স্বজাতি আমি—স্বধর্মী আমি—শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও বাংলার নবাব আমি, আমার বিচার ক'রে আমাকে দণ্ড দেবার ভার দেবেন না জনাব—বিদেশী বেনিয়াকে।

মীরজাফর। ভেসে গেছে—ভেসে গেছে, সমস্ত অভিমান আমার ভেসে গেছে, সমস্ত কঠোরতা আমার শিথিল হ'য়ে গেছে। উঠুন—উঠুন নবাব!

সিরাজ। নবাব কারও পদতলে বসে না জনাব! পরমাত্মীয় জাফরখাঁর পদতলে বসেছে—স্নেহের সিরাজ।

মীরজাফর। সিরাজ—সিরাজদ্দৌলা—সাহকুলি খাঁ! [সিরাজকে হাত ধরিয়া তুলিলেন]

সিরাজ। জনাব! তাহ'লে আর আপনি দূরে থাক্‌বেন না? ভুলবেন্ না যে আপনি আমার অভিভাবক—বাংলার মস্‌নদের রক্ষক?

মীরজাফর। ভুল্‌বো না যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর পরমাত্মীয় আমি, তাঁর মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে ব'সে এই বাংলার সিংহাসনকে রক্ষা কর্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছি আমি।

সিরাজ। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর্‌তে হ'লে মুহূর্ত্তও আপনার নিশ্চেষ্ট থাকা চল্‌বে না খাঁসাহেব! আমাদের আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে কলিকাতার কুঠী দুর্গে পরিণত হয়েছে, নফরের দল সৈন্যের বেশে সজ্জিত হয়েছে, অবিলম্বে ছুটে আস্‌বে মুর্শিদাবাদের পথে।

মীরজাফর। তা যদি আসে—তারা পথের মাঝেই বাধা পাবে। তারা মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করা দূরের কথা, নবাবী ফৌজের চাপে তারা মধ্য পথেই বিলীন হ'য়ে যাবে।

সিরাজ। তাহ'লে তারা এগিয়ে আসার পূর্ব্বে—আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে?

মীরজাফর। আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে।

সিরাজ। আর সে এগিয়ে যেতে হবে কালই প্রভাতে?

মীরজাফর। কালই প্রভাতে।

সিরাজ। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে—তুচ্ছ স্বার্থের মোহে আত্মকলহে মত্ত থাক্‌লেও, যখন তৃতীয় ব্যক্তি ছুটে আস্‌বে আমাদের বাসস্থানে

—যেন দৃষ্টি ফেলে, তখন আমাদের স্বার্থের নেশা কেটে যায়—আত্মকলহ ঘুচে যায়—পূর্ণ একতায় ছুটে যাই আগন্তুকের কণ্ঠ চেপে তার দুরাশাকে হতাশায় পরিণত করতে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে—আমরা ভায়ের ছুরির আঘাত সইতে পারি, কিন্তু রক্তচক্ষু সইতে পারি না তৃতীয় জনের।

মীরজাফর। মীরজাফর তা বোঝাবে। মীরজাফর প্রভুভক্ত, প্রভুর সম্মান সম্পদ রক্ষা করতে সে প্রতিশ্রুত।

সিরাজ। আমি নিশ্চিন্ত। মনে হ'চ্ছে—বহুকাল পরে আজ নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবকাশ পেলুম আমি।

মীরজাফর। চলুন আপনাকে প্রাসাদে রেখে আসি—

[উভয়ে চলিয়া গেলেন

চার

পলাশীর প্রান্তর

উমিচাঁদ সভয়ে পলাইতে ছিল—ওয়াটস্ বন্দুক লইয়া ছুটিয়া আসিলেন

ওয়াটস্। Halt! (হল্ট্)

উমিচাঁদ। আমি—আমি পালাইনি ইওর অনার্!

ওয়াটস্। That I know (দ্যাট্ আই নো) এইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া যাও। Let me send you to hell. (লেট্ মি সেণ্ড্ ইউ টু হেল্)

উমিচাঁদ। দোহাই—দোহাই ইওর অনার! নিদয় হবেন না—প্রাণে মারবেন না, আমি যে আপনাদের বৎস তুল্য ইওর অনার। ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আপনারাই আমার ফোটিন্ ফাদার্স—ফিফ্‌টীন্ জেনারেশনস্, আর—আমি আপনাদের মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট্ স্যার?

ওয়াটস্। Shut up. (সাট্ আপ্)

উমিচাঁদ। আপের দিকে চেয়ে আমি ধর্ম্মতঃ বলছি স্যার, আমার কোন দোষ নেই, আমি নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক। জাফর সাহেবের কথা মতই আমি কলিকাতায় গিয়েছিলুম, চুক্তির কথা কয়েছিলুম, শেষে আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে জাফর সাহেবকে দিয়ে চুক্তিপত্র সই করিয়েও দিয়েছিলুম। আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, চুক্তির সর্ত্ত মত জাফর খাঁ মুর্শিদাবাদে চুপচাপ্ ব'সে থাক্‌বেন—আপনারা বিনা বাধায় সুড় সুড় ক'রে মুর্শিদাবাদে ঢুকে যাবেন—জাফর সাহেবকে নবাবী তক্তে বসিয়ে এই গরীব উমির ঘট্‌কালীটা মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু স্যার, চুক্তি করা সত্ত্বে—

ওয়াটস্। কি হইয়াছে? জাফর খাঁ চুক্‌টি ভি করিয়াছে—নবাবী ফৌজ লইয়া আসিয়া হামাডের সাঠে যুদ্ধ ভি করিটেছে। What a Scoundrel! (হোয়াট এ স্কাউণ্ড্রেল) ডেখো—ডেখো উমিচাঁদ! কি হইটেছে?

উমিচাঁদ। আইতো! নবাবের বিরাট বাহিনীর সাম্‌নে আপনাদের ওই সামান্য সৈন্য দাঁড়াতে পার্‌ছে না, পিছু হট্‌ছে! এ ভাবে আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চল্‌লে—

ওয়াটস্। আর যুদ্ধ চলিবে না। হামি কর্ণেলকে কহিয়া এখনি নবাবের সাঠে Peace পিস্ করাইবে। আর টোমাকে হামি—

নবাবের কাছে লইয়া যাইবে, টোমার রূপ তাহাকে ডেখাইয়া ডিবে। হামি নবাবকে বুঝাইবে—হামি লোক যুদ্ধ করিটে চাহে নাই, শয়টান Umichand and Jafarkhan (উমিচাঁদ এণ্ড জাফর খাঁন্) হামাডিগকে আনিয়াছে আপনার সাঠে শয়টানী করিটে! হামরা শয়টান্ না আছে,—শয়টান্ আছে আপনার ঘরের লোক। যদি শাণ্টি চাহে Shot this Satan and save your neck. Come on. (সট্ দিস্ শয়টান্ এণ্ড সেভ ইওর নেক্। কাম্অন্)

উমিচাঁদ। আমাকে নিয়ে গিয়ে কি হবে স্যার? আমি উলুখাগড়া স্যার! মোটাগুঁড়ি টেনে নিয়ে যান—অনেকক্ষণ জ্বালানো চল্‌বে ইওর অনার্! যদি মীরজাফর সাহেবকে ধ'রে নিয়ে যেতে পারেন—

ওয়াটস্। ধরিবে—উহাকে ভি ধরিবে। উহাকে পাইলে—Who is there? (হু ইজ দেয়ার ?)

উমিচাঁদ। রাজা রায়দুর্লভ। নিশ্চয়ই জাফর সাহেবের কোন খবর নিয়ে আস্‌ছে।

ওয়াটস্। All right. Let him come. (অল্ রাইট্, লেট্ হিম্ কাম্) হামি টফাটে রহিয়াছে। টুমি জানিয়া লও বাবু উমিচাঁদ, জাফরসাহেব কি করিটে চাহে। টুমি কহিয়া ডিবে, যদি চুক্তি মটো কাজ কড়িটে না চাহে—হামাডের ডাকিয়া আনিয়া হামাডের বিপড ঘটাইতে চাহে, টাহা হইলে হামরাভি টাহার বিপড় ঘটাইবে। We shall show him the way to hell, before our departure frcm Plassy (উই স্যাল্ সো হিম্ দি ওয়ে টু হেল্, বিফোর্ আওয়ার ডিপার্‌চার ফ্রম্ পলাশী)

[চলিয়া গেলেন

উমিচাঁদ। তাইতো—কি সংবাদ নিয়ে আস্‌ছে।

রায়দুর্লভ আসিলেন

রায়দুর্লভ। ওয়াটস্ সাহেব কোথায় ?

উমিচাঁদ। বন্দুকে বারুদ ঠাস্‌তে গেছেন।

রায়দুর্লভ। এখনি আস্‌বেন ?

উমিচাঁদ। আস্‌বেন বৈকি। বারুদ ঠাসা হ'য়ে গেলেই বন্দুক নিয়ে ছুটে আস্‌বেন—আমার ব্যবস্থা কর্‌তে।

রায়দুর্লভ। কি বল্‌ছেন আপনি ?

উমিচাঁদ। সাহেবের বন্দুকে যদি বারুদ ঠাসাই থাক্‌তো, তাহ'লে আপনি এসে কিছু বলার মত অবস্থাই দেখ্‌তে পেতেন না। দেখ্‌তেন—আপনাদের উমিচাঁদ গুলির ঘায়ে ঠাণ্ডা মেরে প'ড়ে আছে। মীরজাফর সাহেব যে এমন কর্‌বেন—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তিনি যে গ'লে যাবেন—

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ উমিচাঁদ, তিনি গ'লেই গিয়েছিলেন। সে দিন সেই গভীর রাত্রে তাঁর কাছে গিয়ে নবাব যা বলেছিলেন, তাতে তাঁর কঠিন প্রাণও গ'লে গিয়েছিল। তিনি স্থির করেছিলেন আর এগিয়ে যাবেন না, ফিরেই দাঁড়াবেন।

উমিচাঁদ। তাহ'লে সেই মত নিয়েই তিনি আছেন ?

রায়দুর্লভ। না, সে মতের তো পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তাঁর সে সাময়িক দুর্ব্বলতা ঘুচে গেছে, আবার তিনি দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নবাবকে আপাততঃ সন্তুষ্ট রাখ্‌তে তিনি নবাবের সঙ্গে এখানে এলেও চুক্তির সর্ত্ত রক্ষা কর্‌তে তিনি তাঁর ফৌজ নিয়ে নিশ্চেষ্টই থাক্‌বেন।

ওয়াটস্ আসিলেন

ওয়াটস্। টবে জাফরআলি খাঁ কেন যুদ্ধ করিটেছে ?

রায়দুর্লভ। কই সাহেব? মাত্র মোহনলাল—মীরমদন—আর সিন্‌ফ্রেঁই যুদ্ধ কর্‌ছে তাদের সামান্য সৈন্য নিয়ে।

ওয়াটস্। ওটো সোল্‌জার্—সামান্য কহিটেছ ?

রায়দুর্লভ। সামান্যই সাহেব! দূর থেকে অনেক মনে হ'চ্ছে, কারণ, ওরা একটা শ্রেণী দিয়ে সকলে দাঁড়িয়েছে।

ওয়াটস্। What's that ? (হোয়াটস্ ত্থাট্)

উমিচাঁদ। বুঝলেন না স্যার ? ওরা একটা শ্রেণী—অর্থাৎ ওয়ান লাইন্ দিয়ে এ মুড়ো ও মুড়ো হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাই দূর থেকে আপনারা মনে কর্‌ছেন মোর মোর সোল্‌জার। কিন্তু সবে ধন নীলমণি—ওই ওয়ান্ লাইন্ স্যার। পেছনে ওদের নাথিং নট্ কিচ্ছু, মস্ত বড় জিরো ইওর অনার—মস্ত বড় জিরো। আপনারা দুর্গা ব'লে—থুড়ি, জয় যীশুখৃষ্ট ব লে এগিয়ে যান।

ওয়াটস্। But Jafar ali khan—(বাট্ জাফর আলিখাঁন)

রায়দুর্লভ। তিনি তাঁর ফৌজ নিয়ে নিশ্চিন্তই আছেন, আর—

[ওয়াটস্ সাহেবের কানে কানে কি কহিলেন]

ওয়াটস্। All right—all right. Then you better tell him. [কানে কানে কি কহিলেন] Understand ? (আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড)

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ সাহেব!

ওয়াটস্। Then hurry up—hurry up Raja—(দেন্ হারি আপ্—হারি আপ্ রাজা)

[রায়দুর্লভ চলিয়া গেলেন

উমিচাঁদ। শুন্‌লেন তো ইওর অনার, জাফর সাহেব বদলায়নি—ঠিকই আছেন। অথচ সন্দেহ ক'রে আপনাদের এই মোষ্ট্‌ ওবিডিয়েণ্ট সাব্‌ভেণ্ট্‌ উমিচাঁদকে সাব্‌ড়ে দিতে যাচ্ছিলেন।

ওয়াটস্‌। ভুল বুঝিয়াছে Babu Umichand (বাবু উমিচাঁদ) ভুল বুঝিয়াছে। হামি কি আপনাকে মারিটে পারে? That's a joke (দ্যাট্‌স এ জোক্‌) হামি আপনার সাথে একটু টামাসা করিটেছিল—আমোড কবিতে ছিল।

উমিচাঁদ। [স্বগত] বন্দুকের নল বুকে ধ'রে আমোদ কর্‌ছিলেন! আহা,—যেন শালা সম্বন্ধীর তামাসা। [প্রকাশ্যে] আমার কিন্তু স্যার পিলেটা একেবারে ড্রাই হ'য়ে গেছ্‌লো।

ওয়াটস্‌। কিছু Dry (ড্রাই) হইবে না। আপনি হামাডের ডর করিবে না। হাম্‌রা আপনাকে ভালবাসে। You are our friend. (ইউ আর আওয়ার ফ্রেণ্ড্‌।)

উমিচাঁদ। ইওর মোষ্ট্‌ ওবিডিয়েণ্ট্‌ স্যার্‌ভেণ্ট্‌ স্যার।

[উভয়ে চলিয়া গেলেন

পাঁচ

নবাব-শিবির

বান্দা গাহিতেছিল

গান

আসে ঝঞ্ঝা-বাদল রাতি!
তাই, কেহ নাহি আর আজি এ পথে—মম সাথী।
মম প্রভাত পথে—চলার ক্ষণে
চলিতে সাথে এলো—আমার সনে,—
সে যে কত জন—এলো অকারণ,—
সাথী সাজি নিতি—নিতি।

[সহসা দূরে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল]

সিরাজ আসিলেন

সিরাজ। একি হ'লো! যুদ্ধ থামিয়ে রাখারই যদি ব্যবস্থা হয়েছে, তবে কেন কামান-গর্জ্জন হ'চ্ছে? তবে কি আমার সৈন্যেরা নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নিচ্ছে দেখে ইংরাজরা আমাদের অতর্কিত আক্রমণ করেছে?

মীরজাফর আসিলেন

মীরজাফর। হাঁ জাঁহাপনা! ইংরাজরা অতর্কিত আক্রমণ করেছে। কিন্তু, তার জন্য ইংরাজ-সেনাপতি দোষী নয়, দোষী সম্পূর্ণ আমি।

সিরাজ। আপনি!

মীরজাফর। আমি যখন সেনাপতি—আমি যখন আদেশ দিয়েছি দোষী তখন আমিই। আমি ইংরাজ-শিবিরে রাজা রায়দুর্লভের দ্বারায় আজকের মত যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব ক'রে পাঠাই। ইংরাজ-সেনাপতি আমার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে তখনি তাঁর সৈন্যদের আদেশ দেন বিশ্রাম নিতে! আমার সৈন্যরাও আমার আদেশে রণক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে শিবিরে ফিরে গেল বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু, আমার সহকারী মীরমদন আমার আদেশ উপেক্ষা ক'রে, তার মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ছুটে গেল বিশ্রাম প্রয়াসী ইংরাজদের আক্রমণ করতে। ইংরাজরাও তাই আমার যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবকে শয়তানী চাল মনে ক'রে, পূর্ণ বিক্রমে আক্রমণ করেছে মীরমদনের মুষ্টিমেয় সৈন্যকে।

সিরাজ। বটে! এত দম্ভ—এত স্পর্দ্ধা মীরমদনের! আপনি সেনাপতি—আপনার আদেশ উপেক্ষা ক'রে বিপদকে বরণ ক'রে আন্‌ছে! এ ঔদ্ধত্যের সাজা সে পাবে। যান্‌ সিপাহশালার, আপনি যুদ্ধ স্থগিত করার চেষ্টা করুন।

মীরজাফর। কিন্তু, মীরমদন যদি যুদ্ধ স্থগিত কর্‌তে না চায়—সমানে কামান দেগে যায়—আমার আদেশ অমান্য করে?

সিরাজ। সেনাপতি আপনি, আপনার আদেশ যদি অমান্য করে, তাহ'লে যুদ্ধনীতি অনুসারে দণ্ড দেবেন আপনার সহকারী মীরমদনকে। না—না, তাকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে, আমি নিজেই দণ্ড দেবো তাকে তার ঔদ্ধত্যের জন্য।

[মীরজাফর চলিয়া গেলেন

বান্দা। জাঁহাপনা! সিপাহশালারের কথায় মীরমদন সাহেবকে দোষী ঠিক্‌ ক'রে ফেল্‌লেন?

সিরাজ। চুপ্ কর্। তোর যত সন্দেহ মীরজাফর খাঁকে। মীরমদন এত উদ্ধত হয়েছে! সামান্য গোলন্দাজের পদ থেকে সহকারী সেনাপতির পদে উন্নীত হ'য়ে—না, আর আমি কারও ঔদ্ধত্য সইবো না। যত প্রিয়—যত হিতৈষী হোক্, আমি সাজা দেবো—সাজা দেবো মীরমদনকে।

মোহনলালের প্রবেশ

মোহনলাল। মীরমদনকে সাজা দেবেন—মীরজাফর খাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে? জাঁহাপনা! প্রভুভক্ত মীরমদন তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে মরণকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে গেছে ইংরাজদের পূর্ণ বাহিনীর সাম্‌নে, তাই এখনও নবাবের সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে, শিবির-শীর্ষে এখনও মুসলমানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড়্‌ছে। তা না হ'লে, এতক্ষণে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে যেতো, হয়তো আপনাকে—

সিরাজ। মোহনলাল!

মোহনলাল। জাঁহাপনা! যুদ্ধ স্থগিত করতে আদেশ দিয়েই সিপাহশালার তাঁর সমস্ত সৈন্য সরিয়ে দিলেন যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে। কিন্তু তার আগে একবার ফিরেও দেখ্‌লেন না যে, ইংরাজরা যুদ্ধ স্থগিত করলে কি না?

সিরাজ। ইংরাজরা যুদ্ধ স্থগিত করেনি!

মোহনলাল। হয়তো আমাদের পক্ষ হ'তে তাদের কাছে যুদ্ধ স্থগিতের প্রস্তাবই যায়নি। তারা পূর্ব্বের মত সমানে যুদ্ধ করছিল—মুহুর্মুহুঃ কামান দাগ্‌ছিল—সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছিল।

তাই আমি—মীরমদন—আর সিন্‌ফ্রে সেনাপতি মীরজাফর খাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পার্‌লুম না, তাঁর আদেশে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কর্‌তেও পারলুম না। মীরমদন ছুটে গেল তার অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে, আমার সৈন্যের অর্দ্ধেক দিয়ে সিনফ্রেঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি মীরমদনের বামে,—আর, আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি তার দক্ষিণে আমার অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে। আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না জাঁহাপনা! আমার সৈন্যেরা নায়কবিহীন অবস্থায়। সুসংবাদ নিয়ে গোলাম আবার হাজির হবে।

[চলিয়া গেলেন

সিরাজ। তবে কি মোহনলাল মীরমদন সিনফ্রে অপরাধী নয়! মীরজাফর খাঁ আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বে এখনও পূর্ব্ব মনোভাব নিয়ে আছে?

মীরজাফর আসিলেন

মীরজাফর। জাঁহাপনা। মীরমদন যুদ্ধ স্থগিত কর্‌তে অসম্মত হওয়ায়, আমি নিজে তাকে সাজা না দিয়ে, তাকে আস্‌তে বল্‌লুম আপনার কাছে, কিন্তু সে তাতেও সম্মত হ'লো না।

সিরাজ। খাঁসাহেব! শুন্‌লাম মীরমদন নাকি অন্যায় করেনি? যুদ্ধস্থগিত ঘোষণা ক'রে আপনি আপনার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করেনি—তাই মীরমদন—

মীরজাফর। আমাদের সমস্ত সৈন্য তো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেনি। তখনও সেখানে উপস্থিত ছিল মোহনলাল মীরমদনের অধীনস্থ বাহিনী। ইংরাজ-সৈন্যের উপর নির্দ্দেশ ছিল, আমাদের সৈন্যেরা

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কর্‌লে তারাও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ কর্‌বে। তাই তারা যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণার মর্য্যাদারক্ষায় অস্ত্র চালনা বন্ধ ক'রে নীরবেই সেখানে অপেক্ষা কর্‌ছিল। কিন্তু উদ্ধত মীরমদন বিপক্ষের নীরবতার সুযোগ নিয়ে আক্রমণ ক'রে নিজের কৃতিত্ব দেখালে—নিজেকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌তে।

সিরাজ। বটে! তবে তো অপরাধী। গুরু অপরাধ করেছে সে। আরও অপরাধ—আমার হুকুমে আমার কাছে হাজির না হ'য়ে। বান্দা! মীরমদনকে নিয়ে আয়। আমার হুকুম, এখনি হাজির হ'তে হবে। [বান্দা চলিয়া গেল] মীরমদনের কামান দাগা এখনি বন্ধ হবে, তার অবাধ্যতার শাস্তিও সে পাবে! যান খাঁসাহেব, আপনিও ইংরাজদের যুদ্ধ স্থগিত কর্‌তে সংবাদ পাঠান। [মীরজাফর চলিয়া গেলেন] এত অবাধ্য হয়েছে সে। আশ্চর্য্য! যাকে একটু ক্ষমতা দিই,—সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে! [নেপথ্যে কামানগর্জ্জন] ওকি—এখনও কামানগর্জ্জন! তবে কি এবারও মীরমদন আমার আদেশ অমান্য কর্‌লে? এখনও সে সমানে কামান দাগ্‌ছে,—আমার কাছে উপস্থিত হ'তে অসম্মত হয়েছে। এবার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে! বেয়াদব্ বান্দাকে সাজা দিতে সিরাজ নিজেই যাবে—

বান্দার স্কন্ধে ভর করিয়া রক্তাক্তকলেবরে
মীরমদন আসিলেন

মীরমদন। আপনাকে যেতে হবে কেন জাঁহাপনা, বান্দাই হাজির হয়েছে।

সিরাজ। মীর্‌মদন! তোমার এ অবস্থা কে কর্‌লে?

মীরমদন। বিপক্ষের অস্ত্র। এ অবস্থা হ'তো না—যদি জাঁহাপনার আদেশ অমান্য কর্‌তুম—যদি সমানে কামান দেগে বিপক্ষকে এগিয়ে আসার সুযোগ না দিতুম।

সিরাজ। তুমি যুদ্ধ স্থগিত করেছিলে? তবে, এইমাত্র যে কামান-গর্জ্জন হ'লো—

মীরমদন। সে বিপক্ষের। জাফর খাঁ যে মুহূর্ত্তে প্রভুর আদেশ শুনিয়েছেন, আমার কামানের গর্জ্জন সেই মুহূর্ত্তেই থেমে গেছে।

সিরাজ। আমার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যুদ্ধ স্থগিত করেছিলে?

মীরমদন। গোলাম মীরমদন প্রভুর আদেশ কি কখনও অমান্য করেছে?

সিরাজ। বটে! মীরজাফর! না—না, দোষ আমার—আমার—আমার! অতীতকে ভুলে যাই—আমি ভবিষ্যতকে অবজ্ঞা করি—বর্ত্তমানকেই বিশ্বাস ক'রে আঁকড়ে ধরি।

মীরমদন। ভুল করেছেন জাঁহাপনা, জাফর খাঁকে সেনাপতি ক'রে। আরও ভুল করেছেন—তার কথায় বিশ্বাস ক'রে গোলাম মীরমদন মোহনলাল আর সিনফ্রেঁকে যুদ্ধ স্থগিত কর্‌তে আদেশ পাঠিয়ে। জাঁহাপনা! এখনও যদি বাংলাকে রক্ষা কর্‌তে চান—বিশ্বাসঘাতকদের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা কর্‌তে চান্—তাহ'লে, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌বেন না, মোহনলাল আর সিনফ্রেকে সঙ্গী ক'রে, নিজেই এগিয়ে যান সৈন্যচালনা কর্‌তে। উঃ! আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। [বান্দার প্রতি] আমাকে সৈন্য-শিবিরে পৌঁছে দাও ভাই। আর কিছু পরে হয়তো সময় পাবো না—ক্ষমতাও থাকবে না, গোলামের শেষ সেলাম নিন্

মেহেরবান্! যাবার আগে গোলামের শেষ আর্জি, জাঁহাপনা! আমার প্রাণবায়ু মেহেরবানের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলে, শূন্য দেহটা যেন রাক্ষসী পলাশীর মাটী না পায়। যেন সাধের মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়ে প্রভুর প্রাসাদ-দ্বারের পাশেই আমাকে মাটী দেওয়ানো হয়। সেখানের মাটীর সঙ্গেই যেন মীরমদনের দেহ মিশে যায়। বিদায় - বিদায়—বিদায়—

[বান্দার স্কন্ধে ভর করিয়া চলিয়া গেল

সিরাজ। মীরমদন—মীরমদন! মীরজাফর। না—না, দোষ আমার! আমি বিশ্বাসী নফরকে অবিশ্বাস করেছি—অনাদর করেছি,—তাই সে অভিমানভরে চ'লে যাচ্ছে দূরে—অনেক দূরে!

মোহনলাল আসিলেন

মোহনলাল। মীরমদন! মীরমদন কোথায় জাঁহাপনা?

সিরাজ। সৈন্য-শিবিরে। হয়তো এতক্ষণে চ'লে গেছে অনেক দূরে—ওই ওখানে!

বান্দা আসিল

বান্দা। জাঁহাপনা! শেষ। মীরমদন—

সিরাজ। নেই?

মোহনলাল। জাঁহাপনা! প্রভুভক্ত মীরমদনের এই অকাল মরণের জন্য দায়ী আপনি।

সিরাজ। সমস্ত অন্যায় অপরাধের জন্য দায়ী আমি—আমি। আমি শয়তানের ছলনায় ভুলে নিজের বাহু নিজেই ছেদন করেছি আমি। মোহনলাল! ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, এক বাহু আমি ছেদন

করেছি, কিন্তু এখনও অবশিষ্ট আছে আর এক বাহু, সে আমার—তুমি। পারবে বীর, বিশ্বাসঘাতকদের সাজা দিয়ে আমাকে রক্ষা করতে—আমার আদরের বাংলাকে রক্ষা করতে?

মোহনলাল। চেষ্টা করতে পারবো প্রভু, কিন্তু রক্ষা করতে আর পারবো না। জাফর খাঁ তার সমস্ত সৈন্য নিয়ে স'রে দাঁড়িয়েছে। আমার ওই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে—

সিরাজ। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়েও যে মোহনলাল অঘটন সঙ্ঘটন করতে পারে।

মোহনলাল। পারে—পারতো সে, যদি যুদ্ধ স্থগিত না করতো, যদি সুযোগ বুঝে শত্রুদল বুকের ওপর ঝুঁকে না পড়তো!

সিরাজ। তবু চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—

মোহনলাল। সে কর্ত্তব্যপালনের একমাত্র পুরস্কার মরণ!

সিরাজ। মরণকে ভয়?

মোহনলাল। মরণকে ভয় নয়। বাংলার জন্য—বাংলার প্রভুর জন্য জীবনদান গৌরবময় পুরস্কার। কিন্তু জাঁহাপনা! সে পুরস্কার আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিতে চাই না, কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রের কর্ত্তব্য আমি পালন করতে পারিনি। তাই আমি সশস্ত্র এই শিবিরদ্বারে দাঁড়িয়ে রইলুম, বিদ্রোহীর হাত থেকে প্রভুর জীবন—সম্মান রক্ষা ক'রে আমার দাস্য জীবনের কর্ত্তব্য দেখিয়ে, কর্ত্তব্যের পুরস্কার—সেই গৌরবময় মরণকে বরণ করতে।

সিরাজ। না—না, এখানে থাকা তোমার হবে না। তোমাকে ছুটে যেতে হবে ওই রাক্ষসী পলাশীর বুকে। ওই রক্তরাঙা পলাশীর বুকে দাঁড়িয়ে তোমাকেই শোনাতে হবে শঙ্কিত সেনার কানে কানে, সবাই নয়

নিমকহারাম—সবাই নয় বেইমান—আমি আছি বাংলার প্রকৃত সন্তান। আমি শোনাবো তোদের জয়ের গান—আমি গ'ড়ে দেবো তোদের নূতন প্রাণ—আমি তোদের কল শঙ্কার ক'রে দেবো চির অবসান!

মোহনলাল। ভগবান্! চল্লুম জাঁহাপনা। ওই রক্তরাঙা পলাশীর বুকে রক্তাপ্লুত হ'তে।

[চলিয়া গেলেন

সিরাজ। পলাশী? তুই শয়তানী—তুই রাক্ষসী!

বান্দা গাহিল—"পলাশী—পলাশী—সর্ব্বনাশী!"

মোহনলাল ফিরিয়া আসিলেন

মোহনলাল। হ'লো না—হ'লো না জাঁহাপনা। আপনার আদেশ পালন করা হ'লো না। বিপক্ষবাহিনা আমার নিরস্ত্র সেনাদলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সিরাজ। নিরস্ত্র!

মোহনলাল। প্রভুর আদেশ অমান্য ক'রে তারা অস্ত্রধারণ করেনি। নিরস্ত্র অবস্থায় নিতান্ত অসহায়ের মত বিপক্ষের অস্ত্রে জীবন দিয়ে পলাশীর বুকে ঢ'লে পড়েছে! কেউ নেই জাঁহাপনা—

সিরাজ। কেউ নেই! আমার কেউ নেই!

মোহনলাল। মীরজাফর তার বিরাট বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইংরাজ-সৈন্যের পাশে, আপনার বলতে এখানে আছে শুধু—সিনফ্রেঁ—আছে এই বান্দা—আর আছি আমি!

সিরাজ। পলাশী!

মোহনলাল। উত্তেজিত হবেন না জাঁহাপনা—উত্তেজিত হবার সময় নয়। বিদ্রোহীদল ছুটে আসছে, হয়তো আপনাকে—জাঁহাপনা! আপনাকে মুর্শিদাবাদ যেতে হবে—এখনি শিবির ছেড়ে গোপনে—

সিরাজ। পালাতে হবে?

মোহনলাল। পালাতে হবে—পালাতেই হবে।

সিরাজ। বাংলার নবাব পালিয়ে যাবে?

মোহনলাল। ভুল কর্‌ছেন জাঁহাপনা। এ পালানো আপনার জন্য নয়, আপনার বাংলার জন্য।

সিরাজ। এ পালানো আমার নিজের জন্য নয়—আমার বাংলার জন্য? ঠিক্ বলেছ। বান্দা! [বান্দা চলিয়া গেল] ঠিক্ বলেছ, আমাকে পালাতে হবে—মুর্শিদাবাদে যেতে হবে—ধন-ভাণ্ডারকে শূন্য ক'রেও নূতন বাহিনী গঠন কর্‌তে হবে। সে বাহিনী নিয়ে তুমি ছুটে যাবে বিপক্ষের আশাকে দুরাশায় পরিণত কর্‌তে—আর, আমাকে কি কর্‌তে হবে—আমি কি কর্‌বো জানো মোহনলাল? আমার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এক কবর খুলিয়ে রেখে দেবো কাঁটার বিছানা বিছিয়ে—আর একদিকে চার চুল্লী খুলিয়ে রেখে দেবো তাতে আগুন জ্বালিয়ে। কুঠিয়ালদের সাজা দিয়ে ফেরার পথে তুমি বন্দী ক'রে আন্‌বে তাদের পাঁচজনকে—

মোহনলাল। কাদের?

সিরাজ। যাদের করুণা ক'রে আমি জীবনের ভুল করেছি—যাদের ক্ষমা ক'রে আমি বাংলায় দুর্দিন আনিয়েছি—যাদের বাঁচিয়ে-রেখে আজ বাংলাকে হারাতে চলেছি, সেই পাঁচ—পাঁচ শয়তানকে। আমি সেই পাঁচের মধ্যে এক শয়তানকে জীবন্ত শুইয়ে দেবো কবরের

মাঝে—আর চার শয়তানকে তুলে দেবো জ্বলন্ত চুল্লীতে। তারপর সেই চুল্লী আর কবরের মাঝে দাঁড়িয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত করবো নিজেকে—নিশ্চিন্ত করবো মসনদকে,—নিশ্চিন্ত করবো আমি সারা বাংলার অধিবাসীকে।

[চলিয়া গেলেন, মোহনলাল তাঁহার অনুসরণ করিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

এক

মীরণের উদ্যান

নর্ত্তকীগণ নৃত-গীত করিতেছিল। মহম্মদীবেগ আসিল

গান

মোরা রূপের বিপণি খুলেছি সবাই।
তাই, রূপের বিপনে নিতি কত জনে—
হাস্তে লাস্তে নয়নে ভোলাই।
আসে কত জন কাঞ্চন দানে,
রূপসনে চায় নিতে মন প্রাণে,
আমরা ঘুচাতে সে আশা—স্বপনে—
বারেক, হাসিয়া অঙ্গে লুটাই।
ভিতর চাওয়া ভুলি—অঙ্গ পরশে,
বহে আবেগে—চলি আবেশে,
কিছু না চাই—আঁখি না ফেরাই—
নিশিদিন যদি তোমারে পাই।

মীরণ আসিলেন

মীরণ। মহম্মদীবেগ! এদের সরিয়ে দাও। এদেরকে আর ভাল লাগে না।

মহম্মদী। সে কি জনাব! এই সব হুরী—

মীরণ। এক সময়ে ছিল হুরী—কিন্তু এখন সব বুড়ী।

মহম্মদী। বুড়ী হ'লেও—

মীরণ। হুরী যদি বুড়ী হয়—তার কোন দামই থাকে না, তাকে পাঠিয়ে দিতে হয় চিড়িয়াখানায়।

মহম্মদী। যাও গো—তোমরা আপাততঃ চিড়িয়াখানায় যাও। [নর্ত্তকীগণ চলিয়া গেল] কিন্তু জনাব! খুশ্‌বোই হোক্—আর খোস্‌বোই না থাক্ আপাততঃ ওদের চোখ কান বুজে রাখ্‌লেই চল্‌তো। আবার কিছু নূতন ফুল ফোটার আগে ওদের ছিঁড়ে ফেলে দিলে, আপনার দিল্‌বাগিচাটা যে খাঁ খাঁ কর্‌বে।

মীরণ। করবে না মহম্মদী—খাঁ-খাঁ কর্‌বে না। দিল্‌বাগিচায় আবার গুল্ ফুটেছে!

মহম্মদী। ফুটেছে!

মীরণ। তুমি ফোটাতে পার্‌ছো না ব'লে ভেবে নিয়েছ বুঝি—আর ফুট্‌বেই না?

মহম্মদী। কে ফোটালে জনাব?

মীরণ। আমার নসীব।

মহম্মদী। জনাবের দিল্‌বাগিচায় সে নূতন ফোটা ফুলটি এ গোলাম দেখ্‌তে পাবে না?

মীরণ। নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাবে। তোমার ওই বুড়ী হুরীর ঝাঁক এখানে ছিল ব'লে জানি আমার আস্‌তে আস্‌তেও এলো না।

মহম্মদী। কেন জনাব?

মীরণ। তোমার হুরীদের রূপ দেখে লজ্জায় প'ড়ে। তবে, হুরীরা যখন চিড়িয়াখানায় আস্তানা নিতে গেছে, এইবার জানি আস্‌বে। ওই যে আস্‌ছে,—এসো—এসো—জানি—

রাবেয়া আসিল

রাবেয়া। এখানে—

মীরণ। সঙ্কোচের কিছু নেই, ও আমার দোস্ত্!

মহম্মদী। আমাকে আপনারও দোস্ত্ মনে করবেন সাহাজাদা বেগম।

রাবেয়া। আমি বাঁদী।

মহম্মদী। বাঁদী! হা-হা-হা! আজ বাদে কাল উনি সাহাজাদা হবেন—আপনিও সাহাজাদা বেগম হবেন। দোস্ত আমি, ত্নদিন আগে থেকেই যদি সাহাজাদা বেগম ব'লে ডাকি—

রাবেয়া। না—না, ও কথা বলবেন না! আমি বাঁদী।

মীরণ। তুমি বাঁদী! না—না, তুমি আমার বাঁদী নও, আমিই তোমার বান্দা—নফর।

রাবেয়া। জনাব!

মীরণ। মহম্মদি! তফাৎ যাও—

মহম্মদী। বহুৎ ঠিক্—হুজুর! [দূরে দাঁড়াইল]

রাবেয়া। তাহ'লে আমাকে আশ্রয় দেবেন?

মীরণ। জিজ্ঞাসা করছো আশ্রয় দোব? যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখেছি, সেই মুহূর্ত্তেই যে আশ্রয় দিয়ে ফেলেছি আমার দিল-মহলার মাঝে।

মহম্মদী। এইবার দরোয়াজাটা বন্ধ ক'রে দিন হুজুর, যেন সাহাজাদা বেগম আর বেরিয়ে আসতে না পারেন—আপনার দিল্-মহলাকে খালি ক'রে।

মীরণ। তফাৎ যাও—

মহম্মদী। জী হুজুর। [আরও দূরে দাঁড়াইল]

মীরণ। এইবার আমার আঁধার ভরা দিল্-মহলে তোমার রূপের রোশ্‌নি ছড়িয়ে দাও—তোমার গানের সুরে আমার দিল্-মহলকে মাতিয়ে দাও—তোমার লালি অধরের পরশ দিয়ে আমাকে দুনিয়া ভুলিয়ে দাও।

রাবেয়া। জনাব! বহুদিনের আশা আমার এতদিনে মিট্‌বে—

মীরণ। কিসের আশা জানি?

রাবেয়া। আপনার আশ্রয় পাবার—আপনার পিয়ারী হবার—

মীরণ। জানি—পিয়ারি—

রাবেয়া। অনেক দিন ঘুরছি—

মীরণ। দূরে দূরেই ঘুরেছ জানি! মেহেরবানি যদি করবে আমাকে, এতদিন কেন এসনি—ধরাই বা কেন দাওনি—

রাবেয়া গাহিল

গান

হো গেয়ি মেরি দিল্ দেওয়ানা।
বুরা যো কিয়া—উওতো কর্ চুকা হাম্,
আব্ রুটে হ্যায় মেরি পস্তানা।
যব্ আঁখো মে অলি রোশ্‌নি পহেলি,
দেখা দুনিয়া হ্যায় লালি,
(লালে লালি—লালে লালি—হ্যায় লালি,)
ওহি দিন দিল্ গেয়ি মেরি—
যা মুসিবৎ আপ্‌নে রোক্‌না।

মীরণ। জানি—পিয়ারি! তা'হলে শুধু আমি নই,—তুমিও? আর আমি তোমাকে ছেড়ে দোব না। আজ থেকেই তুমি থাক্‌বে আমার কাছে কাছে—

রাবেয়া। আজ থেকে—

মীরণ। সরম কিসের? এখানে থাক্‌তে—

রাবেয়া। কি সম্বন্ধ নিয়ে থাক্‌বো এখানে?

মীরণ। ও—বুঝেছি। যদি তোমাকে সাদী করি? তাহ'লে বোধ হয় সরম লাগবে না এখানে থাক্‌তে! বেশ, সাদী ক'রেই থাকার আর্জ্জি পেশ্ কর্‌বো। মহম্মদি! মোল্লা—মোল্লা—

মহম্মদী। মোল্লা! হঠাৎ মোল্লা সাহেবকে পাবো কেন জনাব! তিনি হয়তো গোসল্ কর্‌তে গেছেন।

মীরণ। আরও আছেন—

মহম্মদী। হয়তো গিয়ে দেখ্‌বো—তিমি নাস্তা কর্‌তে বসেছেন!

মীরণ। আরে—আরো তো আছেন—

মহম্মদী। যেমন আছেন, এক এক কাজেও আছেন।

মীরণ। থাক্ তবে যে যার কাজে। তোমাকেই সাদী দেওয়াতে হবে।

মহম্মদী। কিন্তু, সাদী দেওয়ানোর বয়েদ তো জানা নেই।

মীরণ। দরকার নেই—দরকার নেই, বিনা বয়েদেই সাদী হবে।

মহম্মদী। কিন্তু, বাতিদান জ্বালাতে হবে—ফুলদান বসাতে হবে—শরিফ্ পড়্‌তে হবে—

মীরণ। সে সব আর একদিন হবে। আজ ওসব বাদ দিয়েই হবে।

মহম্মদী। তাহ'লে সাদীটাও তো বাদ দিয়ে—

মীরণ। না—না, ওটা বাদ দেওয়া চল্‌বে না, ওটা হ'তেই হবে।

মহম্মদী। তাহ'লে যা হবার হ'য়েই যাক্।

মীরণ। তুমি এগিয়ে এসো—

মহম্মদী। আমি এগিয়ে আর কি কর্‌বো হুজুর? কর্‌বার যা, তা তো আপনারাই কর্‌বেন?

মীরণ। তবু, তুমি যখন সাদী দেওয়াবে—

মহম্মদী। ইয়া আল্লা! দোষ নিও না। আসুন—আসুন, এগিয়ে আসুন, দুজনে সাম্‌না সাম্‌নি—বসার তো কিছুই নেই, আচ্ছা, দাঁড়িয়েই থাকুন—ব্যাস্, ঠিক্ হয়েছে, এইবার আমার কাজ আরম্ভ কর্‌ছি। এই মীরণ চাচার সঙ্গে—নাম জানি না চাচীর সঙ্গে—

মীরণ। চাচা—চাচী কি হে! আমি যে আমার দোস্ত।

মহম্মদী। আপাততঃ যখন আমি সাদী দেওয়াচ্ছি, আপনারা আমার বৎস বিশেষ! দোস্ত্ হবো—সাদী দেওয়ানোর পর।

মীরণ। বেশ, চালিয়ে যাও—চালিয়ে যাও—

মহম্মদী। ঠিক্ চল্‌ছে—ধীরে ধীরে ঠিক্ চল্‌বে। তা, এঁদের সাদী হওয়াটা—হুজুর! হ'লো না।

মীরণ। কি হ'লো না?

মহম্মদী। আপনাদের দু'জনের সাদী।

মীরণ। সেকি!

মহম্মদী। জনাব আস্‌ছেন।

মীরণ। পিতা! নাঃ, আস্‌বার একটু সময় জ্ঞান নেই! সিংহাসক

—সিংহাসন ক'রে একেবারে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছেন। যখন তখন যেখানে সেখানে এলেই হ'চ্ছে!

মহম্মদী। কিন্তু, ভাবী সাহাজাদা বেগমকে আপাততঃ সরাতে হয়েছে! জনাব এসে দেখলে—

মীরণ। জানি। তুমি একটু—[রাবেয়ার কানে কানে কি কহিলেন]

[রাবেয়া অন্তরালে লুকাইল]

মীরণ। কাজ—কাজ—কাজ। সবে আজ এসে পৌছেছেন, কোথায় একটু বিশ্রাম নেবেন—তা নয়।

মহম্মদী। কাজ না মিটিয়ে কি বিশ্রাম নিতে পারেন?

মীরণ। কাজ তো সবই মিটিয়ে ফেলেছেন। বাকীর মধ্যে সিরাজকে ধ'রে আনা। সে তো আর চট্ ক'রে হয় না। উপযুক্ত লোক লাগিয়ে আগে সন্ধান কর্‌তে হবে কোথায় পালিয়েছে—

মহম্মদী। নবাব পালিয়েছে?

মীরণ। পালিয়েছে কি আজ? পালিয়েছে—পলাশীর মাঠ থেকে।

মহম্মদী। তবে যে অনেকে বল্‌ছে—নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছে?

মীরণ। এতো বোকা সে! দেশশুদ্ধ লোক তার বিরুদ্ধে জেনেও —সে ফিরে আস্‌বে এখানে?

মীরজাফর আসিলেন

মীরজাফর। মীরণ—মহম্মদি! আমি সঠিক সংবাদ পেয়েছি—সিরাজ প্রাসাদেই আছে।

মহম্মদী। প্রাসাদে আছে?

মীরজাফর। শুধু আছে নয়,—প্রাসাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে।

মহম্মদী। তার সে চেষ্টা কি আর সফল হবে?

মীরজাফর। সফল হবে না—আমরা সফল হ'তে দোব না।

মহম্মদী। এখন আমাদের কর্ত্তব্য?

মীরজাফর। সিরাজকে বন্দী করা।

মহম্মদী। তাহ'লে আদেশ করুন—এখনি তাকে—

মীরজাফর। না, এখন নয়। তাকে বন্দী করতে হবে গভীর রাত্রে, যখন মুর্শিদাবাদের সকলেই থাকবে ঘুমের কোলে।

মহম্মদী। আর ভয় কিসের জনাব? আজ তো সহরবাসী সকলেই আপনাকে নবাব ব'লে সেলাম দিয়েছে—সমস্ত অমাত্য কর্ম্মচারী সৈন্যবাহিনী আপনাকেই নবাব ব'লে মেনে নিয়েছে। এখন সিরাজকে প্রকাশ্যে বন্দী করলেও, কেউ বিরূপ হবে না, বরং প্রসন্নই হবে।

মীরজাফর। তবু দিবায় বন্দী করা হবে না—রাত্রেই বন্দী করতে হবে। কারণ আছে। মীরণ! তুমি প্রস্তুত থাকবে। তোমাকেই সৈন্য নিয়ে যেতে হবে তাকে বন্দী ক'রে আনতে। অবশ্য মহম্মদীও তোমার সঙ্গে যাবে।

মহম্মদী। জনাব! রাত্রে বন্দী করার আদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু, সে যদি দিনের মধ্যে প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে স'রে যায়?

মীরজাফর। তা' সে যাবে না। কারণ, সে এখনও সংবাদ পায়নি যে আমি মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছি। আরও এক কারণ—সে এখনও আশা করে যে, সৈন্য সংগ্রহ ক'রে বাংলার সিংহাসনকে তার আয়ত্তে রাখতে পারবে। যাক্, তোমরা প্রস্তুত থাকবে। [চলিয়া গেলেন

মহম্মদী। হুজুর! রাত্রে নবাবকে বন্দী কর্‌তে পার্‌লেই কাল সকালে জনাব বস্‌বেন নবাবীতক্তে—আর, আপনি দাঁড়াবেন তাঁর পাশে সাহাজাদা হ'য়ে।

মীরণ। যার একটু আরাম আমোদেও বাধা—সে হবে সাহাজাদা!

রাবেয়া আসিল

রাবেয়া। জনাব!

মীরণ। আপশোষ হ'চ্ছে জানি—যে, আজ আর তোমার কাছে আর্জ্জিটা পেশ কর্‌তে পারছি না। কারণ, সাদী না হ'লে তো তুমি ধরা দেবে না?

মহম্মদী। এত ব্যস্ত কেন হুজুর? কাল সাহাজাদা হ'য়েই সাদীটা কর্‌বেন।

রাবেয়া। কেন—আজ রাতে?

মীরণ। রাত্রে হবে না জানি। পিতার হুকুম তামিল কর্‌তে হয়তো সারারাত আমাকে নবাব-মহলের দেউড়ীতে খাড়া থাক্‌তে হবে।

মহম্মদী। দেউড়ীতে খাড়া থাক্‌বেন?

মীরণ। দেউড়ীতে খাড়া থাক্‌বেন না তো কি সিরাজকে বন্দী কর্‌তে যাবেন? ও আমার দ্বারা হবে না। পিতা হুকুম করেছেন—তাই হুকুম তামিল কর্‌তে, মীরণসাহেব চুপচাপ দেউড়ীতে খাড়া থাক্‌বেন। আসল কাজ সিরাজকে বন্দী কর্‌তে—স্বয়ং মহম্মদীবেগ যাবেন।

রাবেয়া। কে সিরাজ?

মীরণ। যে এতদিন নবাব ছিল—সেই সিরাজ।

রাবেয়া। আজ তাকে বন্দী কর্‌বেন?

মীরণ। পিতার যখন হুকুম—তখন কর্‌তেই হবে।

রাবেয়া। বেশ হবে। কাল থেকে আপনি হলেন সাজাদা—

মহম্মদী। আর, আপনি হবেন সাজাদা বেগম—

মীরণ। তফাৎ যাও—

মহম্মদী। জী হুজুর!

[চলিয়া গেল

রাবেয়া। জনাব!

মীরণ। জানি! শুধু একটা দিন—একটা রাত্রি, তারপর কাল থেকে তুমি—

রাবেয়া। আপনার। আর আপনিও হবেন—

মীরণ। তোমার। এসো জানি আমার গুল্‌বাগে—

[উভয়ে চলিয়া গেলেন

দুই

শূন্য দরবার-কক্ষ

সিরাজ ও বান্দা

সিরাজ। হ'লো না—হ'লো না বান্দা। আমার আহ্বানে সহরের সকলেই ছুটে এলো, সকলেই সম্মত হ'লো আমার স্বপক্ষে দাঁড়াবে—বিদ্রোহীদের দমন কর্‌তে অস্ত্রধারণ কর্‌বে—আমার সিংহাসনকে রক্ষা কর্‌তে জীবনপণ করবে, তাই, আমিও ধনাগারের দ্বার খুলে দাঁড়িয়ে ছিলুম—আমার শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত সকলকে বিলিয়ে দিয়েছিলুম; ভেবেছিলুম—এরা এখুনি আস্‌বে আমার স্বপক্ষে দাঁড়াতে, কিন্তু কেউ এলো না! যারা প্রতিশ্রুতি দিলে—অর্থ নিলে—তাদের একজনও ফিরে এলো না।

বান্দা। কেউ ফিরে আস্‌বে না জনাব! যারা অর্থ নিয়ে গেছে, তারা সহরে ঘুরে একটা হাসির রোল তুল্‌ছে। পথের রাহীকে ডেকে বল্‌ছে, নবাবকে গিয়ে বল্‌গে—যুদ্ধ কর্‌বো, এখনি আসরফি মিলবে, বিনা মেহনতে রোজগার হ'য়ে যাবে।

সিরাজ। এত বেইমান!

বান্দা। বেইমানে যে আজ দেশ ভ'রে উঠেছে জনাব!

সিরাজ। ঠিক্ বলেছিস্ বান্দা! বেইমানে আজ বাংলা ভ'রে উঠেছে। আগে ভাব্‌তুম মীরজাফর বুঝি একটাই আছে, আজ বুঝ্‌ছি—তা নয়, মীরজাফর বাংলার ঘরে ঘরে—মীরজাফরেই বাংলা ভ'রে উঠেছে।

রাবেয়া আসিল।

রাবেয়া। জাঁহাপনা!

সিরাজ। কে? ওঃ, কি সংবাদ এনেছিস্? তোর চোখে— জল!

রাবেয়া। জাঁহাপনা!

সিরাজ। ওকি—তোর স্বর কাঁপ্‌ছে!

বান্দা। কি হয়েছে?

রাবেয়া। মীরজাফর খাঁ ফিরে এসেছে। আজই আপনাকে—

সিরাজ। থাম্‌লি কেন? ব'লে যা। ভয় নেই, আর দুঃসংবাদ শুনে কাঁপ্‌বো না—টল্‌বো না। এখন যে দুঃসংবাদ পাবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। বল্ কি হয়েছে?

রাবেয়া। আজ রাত্রেই জাঁহাপনাকে তারা বন্দী কর্‌বে।

সিরাজ। বন্দী কর্‌বে! আজই রাত্রে! ঠিক্ জানিস বাঁদী আজই রাত্রে?

রাবেয়া। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

সিরাজ। ব্যাস! খেল খতম্—বান্দা! খেল খতম্!

লুৎফা আসিলেন

লুৎফা। নবাব!

সিরাজ। আর নবাব ব'লে ডেকো না লুৎফা! আমার নবাবী খেলা ফুরিয়ে গেছে—লুৎফা! ফুরিয়ে গেছে।

লুৎফা। স্বামি!

সিরাজ। সিরাজের নবাবী খেলা ফুরিয়ে গেছে—তবু সে নবাব সেজে রয়েছে, তাই তার ধৃষ্টতার সাজা দিতে আসছে—তাকে বন্দী ক'রে!

লুৎফা। কারা? কারা?

সিরাজ। সারা মুর্শিদাবাদবাসী।

লুৎফা। স্বামি! আমরা যদি বিদ্রোহীদের সাম্‌নে নতজানু হ'য়ে বলি,—আমরা রাজ্য চাই না—প্রভুত্ব চাই না—সিংহাসন চাই না? শুধু এই প্রাসাদে আমাদের থাক্‌তে দাও—বেঁচে থাকার স্বাধীনতাটুকু দাও,—তাও কি তারা শুন্‌বে না?

সিরাজ। নিতান্ত বালিকা। প্রাসাদে থাক্‌তে দেওয়া দূরের কথা, সিরাজ যদি মুর্শিদাবাদে একটা পর্ণকুটীর বেঁধে থাক্‌তে চায়—থাক্‌তে দেবে না, সিরাজ যদি ভিক্ষা ক'রে উদরান্নের সংস্থান কর্‌তে চায়—তা কর্‌তে দেবে না, সিরাজ যদি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে থাকবার প্রার্থনা জানায়—সে প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বে না।

লুৎফা। তবে কাজ নেই প্রাসাদে—কাজ নেই ঐশ্বর্য্যে—কাজ নেই আমাদের মুর্শিদাবাদে থেকে। চলুন প্রভু! মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলুন—এখনি—এই মুহূর্ত্তে—

সিরাজ। যাবো কোথায় লুৎফা?

লুৎফা। যেখানে যত দূরে হোক, যদি অরণ্য হয়—সেও ভালো।

বান্দা। যদি পাটনায় পৌঁছতে পারেন—

সিরাজ। সেখানে আছেন প্রভুভক্ত জানকীরাম। কেউ না দিলেও—তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন। আমি লালগোলায় পৌঁছতে পার্‌লে, নৌকাযোগে পাটনা পৌঁছানোর আশা রাখি। কিন্তু... এখান থেকে লালগোলায় যাব কেমন ক'রে?

রাবেয়া। জনাব! যদি নৌকায় ক'রে—

সিরাজ। ধ'রে ফেল্‌বে, বিদ্রোহীরা ধ'রে ফেল্‌বে।

বান্দা। যদি ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে—

সিরাজ। ভেবেছিস্—প্রাসাদে আমাকে দেখ্‌তে না পেলে আমার সন্ধান আর করবে না। যে মুহূর্ত্তে তারা বুঝ্‌বে যে সিরাজ পালিয়েছে, সেই মুহূর্ত্তে সিরাজকে ধর্‌তে চতুর্দ্দিকে চর পাঠাবে। আমাকে পালাতে হবে চোরের মত লুকিয়ে—সন্তর্পণে।

রাবেয়া। জনাব!

সিরাজ। আমার জন্য ভাব্‌ছি না, আমি সব কষ্টই সইতে পার্‌বো। কিন্তু, আমার লুৎফা—

লুৎফা। আমার জন্য ভাব্‌বেন না জনাব! আজ বাংলার নবাব যদি প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে দীন ভিক্ষুকের মত যেতে পারেন পদব্রজে—আশ্রয়ের সন্ধানে, নবাবের আদরিণী হ'লেও—গরীবের মেয়ে লুৎফা, হাসি মুখে যেতে পার্‌বে স্বামীর হাত ধ'রে—দুর্দ্দিনের সঙ্গিনী হ'য়ে।

সিরাজ। এতখানি দৃঢ়তা যদি থাকে, চল তবে লুৎফা আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গিনী সেজে। কিন্তু লুৎফা, এ বেশে তো যাওয়া চল্‌বে না, বিদ্রোহীদের দৃষ্টিতে সহজেই পড়্‌তে হবে। আমাদের যেতে হবে দীন-দরিদ্রের বেশে।

লুৎফা। আপনি যদি রাজ্য ঐশ্বর্য্য সব কিছুর মায়া ত্যাগ কর্‌তে পারেন, লুৎফা পার্‌বে না তুচ্ছ এই অলঙ্কার আর পরিচ্ছদের মায়া ত্যাগ কর্‌তে? চলুন প্রভু—আমরা বেশ পরিবর্ত্তন করিগে।

বান্দা। জনাব! ওকি! কিসের কোলাহল?

রাবেয়া। দেখ্‌ছি— [চলিয়া গেল

লুৎফা। প্রভু! আর কেন এখানের মায়া? যখন ত্যাগ করতেই হবে মুর্শিদাবাদ, চলুন—আমরা চ'লে যাই এখনি—এই মুহূর্ত্তে—

সিরাজ। হ্যাঁ, যেতে হবে। প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে।

বান্দা। জনাব!

সিরাজ। সেদিন পলাশী থেকে পালিয়েছি, সান্ত্বনা পেয়েছি নিজেকে—পালিয়ে আমি অন্য কোথাও যাচ্ছি না, যাচ্ছি—আমারই মুর্শিদাবাদে। কিন্তু আজ, আজ সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই। আজ আমায় মুর্শিদাবাদ থেকেই পালাতে হ'চ্ছে—পরের দুয়ারে আশ্রয় নিতে!

রাবেয়া আসিল

রাবেয়া। জনাব! সামনের দেউড়িতে মীরণ এসেছে সৈন্য নিয়ে, সঙ্গে মহম্মদীবেগও আছে। দূর থেকে দেখে মনে হ'লো—তারা যেন প্রাসাদের মধ্যে ঢোক্‌বার পরামর্শ করছে।

সিরাজ। তাহ'লে গভীর রাত পর্য্যন্ত তাদের ধৈর্য্য ধর্‌লো না, এখনি ছুটে আস্‌ছে বন্দী কর্‌তে?

বান্দা। জনাব! আর নয়—আর মুহূর্ত্তও এখানে নয়! পিছন দরোজা দিয়ে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

সিরাজ। কিন্তু,—বেশ পরিবর্ত্তন! কোথায় পাবো? বান্দা! বাঁদি! আজ আমাদের কেউ নেই, আছিস্ শুধু তোরাই দুটী। দিবি আমাদের—তোদেরই এক একটা জীর্ণ পরিচ্ছদ? দিবি বান্দা—দিবি বাঁদি?

বান্দা। জনাব! না—দোব, আমিই দোব। এতদিন যাঁর নিমক্

খেয়েছি, সেই বাংলার মহান্ নবাবকে আজ সাজিয়ে দোব আমি ভিখারীর সাজে।

রাবেয়া। আর ভিখারিণী সাজিয়ে দেবে মা বেগম সাহেবাকে তাঁরই পেয়ারের বাঁদী। [কাঁদিয়া ফেলিল]

সিরাজ। কাঁদিস্‌নি। ওতেই যে তোরা মহৎ উপকার কর্‌বি। তোদের দেওয়া জীর্ণবাসে গা ঢেকেই হয়তো আমাদের জীবন দুটোকে বাঁচাতে পার্‌বো বিদ্রোহীদের হাত থেকে।

বান্দা। চ'লে আসুন জনাব—আর এখানে নয়—

সিরাজ। আর এখানে নয়। মুর্শিদাবাদ! মাতামহের আদরের মুর্শিদাবাদ! আমার আবাল্যের স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদ! আমার নবাবী খেলার রঙ্গমঞ্চ মুর্শিদাবাদ! তোমার কাছে শত অপরাধ কর্‌লেও আশা ছিল আমার—তোমার বুকে অন্ততঃ ঘুমাবার স্থানও পাবো, কিন্তু তাও আমি পেলুম না—তাও তুমি দিলে না আমায়। বিদায় মুর্শিদাবাদ! বিদায়—বিদায়—বিদায়—

[বান্দা, সিরাজ, লুৎফা ও রাবেয়া চলিয়া গেলেন

পাগল আসিল

গান

হায় বাঙালি—হায় বাঙালি।
কি মোহে ভুলি—আজি কি তোরা হারালি।
আজি ক্ষণিক সুখের মোহেতে ভুলি
চির শান্তি সুখ—সবই হারালি,
দিলি সাদরে হৃদি-মাঝারে অশান্তি আগুন জ্বালি।

এ ভুল তোদের বুঝিবি যখন,
উপায় বিহীন কাঁদিবি তখন,
আপন বুকে করি করাঘাত হাহাকারে তোরা অশ্রু ঢালি।

মহম্মদীবেগ আসিলেন

মহম্মদী। নবাব! একি! কে তুই?

পাগল। আমাকে মেরো না চাচা—আমি নবাব নই।

মহম্মদী। তুই কে?

পাগল। আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি সেই পাগল?

মহম্মদী। তা—এখানে কেন?

পাগল। সহরে শুন্‌লুম্—নবাব নাকি যাকে তাকে আস্‌রফি বিলোচ্ছে! তাই দুচার খানা আস্‌রফির লোভে এসেছিলুম। কিন্তু আসা আমার মিছেই হ'লো। আস্‌রফি দেবে কে—নবাবই যে নেই।

মহম্মদী। নেই!

পাগল। না চাচা! শুন্‌লুম নাকি বেগমকে নিয়ে কাশিম বাজার গেছে। দেখি একবার খুঁজে পেতে। ধর্‌তে পার্‌লে—হয়তো দু'চার খানা আস্‌রফি মিল্‌লেও মিল্‌তে পারে। [চলিয়া গেল

মহম্মদী। সর্ব্বনাশ! হুজুর—হুজুর!

মীরণ আসিলেন

মীরণ। আঃ! বেশ দরোয়াজায় খাড়া ছিলুম, হুজুর—হুজুর ক'রে জ্বালালে। কি হয়েছে?

মহম্মদী। সর্ব্বনাশ হয়েছে! শিকার স'রেছে।

মীরণ। মীরণ সাহেব আগেই তা ঠিক দিয়ে রেখেছে। পিতা আমার বেশী বুদ্ধিমান কিনা। বন্দী করবেনই যখন ঠিক করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে করলেই পারতেন। তা নয়, বন্দী করবেন তাকে ভেবে চিন্তে—সময় দিয়ে, সেও নিজের কাজ-টাজ্ সেরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাত দু'টো বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে—বন্দী হবার জন্যে!

মহম্মদী। নবাব প্রাসাদের মধ্যেই নেই।

মীরণ। বাঁচালাম!

মহম্মদী। বাঁচলেন!

মীরণ। নিশ্চয়! পিতৃভক্ত মীরণ, পিতার আদেশ পালন করতে ঠিকই হাজির হয়েছে, অথচ সিরাজকে বন্দী করার বিপদটা তাকে মোটেই নিতে হ'লো না। নবাব সিরাজ মীরণের এই উপকারটি করতে আগেই স'রে পড়েছে।

[চলিয়া গেলেন

মহম্মদী। মীরণ সাহেব! তুমি বাঁচ্‌লেও—আমি যে ঠিক বাঁচতে পারছি না। মরবার আগে টাকার শোকেই ম'রে যাচ্ছি! ওঃ! সিরাজকে বন্দী ক'রে হাজির করতে পারলে মোটা ইনাম্ পেতুম। না, হতাশ হওয়া হবে না। দেখি চারিদিকে গুপ্তচর পাঠিয়ে। ধরতে পারলে ইনামের ঠ্যালায় নসীব ফিরিয়ে ফেলবো।

[চলিয়া গেল

তিন

বেগম-মহল

মীরণ আসিলেন

মীরণ। সবাইকে পেয়েছি—কিন্তু, ঘেসেটী বেগমকে দেখ্‌ছি না কেন? সেও কি তবে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়েছে? না, তার তো পালাবার কোন কারণ নেই। তার বরং ছুটে আস্‌বার কথা ধনাগারের অংশ নিতে। ও কে?

ঘেসেটী আসিলেন

মীরণ। কে তুমি?

ঘেসেটী। আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমি ঘেসেটী।

মীরণ। এই ঘেসেটী—

ঘেসেটী। চিন্‌তে পার্‌ছো না যে সেই আমি? না চেন্‌বারই কথা। দিনরাত সিরাজের উদ্দেশ্যে তপ্তশ্বাস ছেড়ে—বুকখানাকে হাল্কা ক'রে ফেলেছি, তাই দাঁড়াতে পারি না আর সোজা হ'য়ে। এই মহলের ভিত্তিগুলোকে আল্গা ক'রে দিতে, দিনরাত চোখের জল ঢেলে, চোখের কোণ আমি খালি ক'রে দিয়েছি—তাই চোখ দু'টো নিষ্প্রভ হ'য়ে ঢুকে গেছে অনেক ভিতরে। আমি আমার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে কালি ঢালা ক'রে ফেলেছি—সিরাজের পতন হয়েছে শুনে তৃপ্তির হাসি হাস্‌বো কবে—এই চিন্তার দহনে। বল্‌তে পারো—সিরাজের নবাবী ঘুচেছে? কোথায় সে—কোথায় সে?

মীরণ। কোথায় সে? উন্মাদিনী সেজে ছলনা করতে এসেছ? তুমিই তো তাকে সরিয়ে দিয়েছ।

ঘেসেটী। আমিই তাকে সরিয়ে দিয়েছি? যার জন্য মীরজাফরকে আমি—

মীরণ। হুঁসিয়ার নারি! বল—নবাব মীরজাফর খাঁ!

ঘেসেটী। নবাব মীরজাফর খাঁ! মীরজাফর খাঁ তবে নবাবী তক্তে বসেছে? এক নবাব যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক নবাব এসে ব'সে গেছে?

মীরণ। তুমি কি ভেবেছিলে নারি, যে, সিরাজকে তাড়ালে বাংলার সিংহাসন শূন্যই প'ড়ে থাকবে? তা হয় না নারি! সিংহাসন ঠিকই থাকে, নবাব আসে—যায়—আবার আসে।

ঘেসেটী। যায়—আবার আসে! যে গেছে– তার মত হ'য়েই কি এও এসেছে? এও কি আমাকে বঞ্চিত করবে? না—না, তা করবে না! আমিই অর্থ সাহায্য ক'রে তার সৌভাগ্য গ'ড়ে দিয়েছি। সে আমাকে বঞ্চিত করবে না। আমার পিতার ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক সে আমাকে নিশ্চয় দেবে। যাই—এখনি আমি নবাব মীরজাফর খাঁর কাছে যাই—

মীরণ। কিন্তু, তুমি এই প্রাসাদ ত্যাগ করতে পারবে না, হুকুম নেই।

ঘেসেটী। হুকুম নেই! কার হুকুম?

মীরণ। নবাব মীরজাফর খাঁর পুত্র আমি—আমার হুকুম।

ঘেসেটী। তুমি—মীরণ! তোমার হুকুম? জান—তোমার পিতার সৌভাগ্য গ'ড়ে দিয়েছি—আমি?

মীরণ। জানি। তাই তোমাকে আমি ভয় করি—তোমাকে অবিশ্বাস করি—তোমাকে আমি সন্দেহ করি।

ঘেসেটী। আমাকে সন্দেহ কর!

মীরণ। সন্দেহ করা কি অন্যায় নারি? হিংসায় অন্ধ হ'য়ে আমার পিতাকে সাহায্য করেছ—সিরাজকে তাড়াতে, দু'দিন পরে আমার পিতার উপর বিরূপ হ'য়ে তুমি আর একজনকে সাহায্য করবে—আমার পিতারও ঠিক্ সিরাজের মত অবস্থা ঘটাতে।

ঘেসেটী। হুঁ! তা'হলে আজও আমাকে থাক্‌তে হবে এখানে?

মীরণ। শুধু আজ নয়। তোমাকে আজীবন বন্দিনী হ'য়ে থাক্‌তে হবে এই মহলের মধ্যে।

ঘেসেটী। মীরণ!

মীরণ। আমার পিতার সৌভাগ্য গ'ড়ে দেওয়ার এই পুরস্কার।

[চলিয়া গেলেন

ঘেসেটী। পুরস্কার! হা-হা-হা! ঠিক্ হয়েছে! ঘেসেটীর এই ঠিক্ পুরস্কার। আমি হাস্‌বো—আমার বুদ্ধির তারিফ্ ক'রে! কাঁদ্‌বো আমি—সিরাজের ভাগ্য ভেবে। তাকে শাস্তি দিতে গেলুম—শাস্তি পেল না সে, শান্তিই সে পেলে—এই বেইমান মুর্শিদাবাদের মায়া ছেড়ে দূরে স'রে গিয়ে। আর আমি—যে সিরাজকে শাস্তি দিয়ে, ভেবেছিল নিজে নেবে শান্তি—সেই পেল শাস্তি! হা-হা-হা! না—না, আমি হাস্‌বো না। আমি নির্ব্বাক হ'য়ে শয়তানকে দেখ্‌বো—তার গতি লক্ষ্য কর্‌বো; আর, উপরের দিকে চেয়ে বল্‌বো—শুধু আমাকেই দণ্ড দিলে? আমাকে শয়তানী মন্ত্রে যারা দীক্ষিত কর্‌লে, তাদের সকলকে তুমি দণ্ড দেবে কবে—কতদিনে—কোন্ কঠোর বিধানে?

[চলিয়া গেলেন

চার

নির্জ্জন পথ

সিরাজ ও লুৎফা আসিলেন

লুৎফা। আর চল্‌তে পার্‌ছি না জনাব!

সিরাজ। চল্‌তে পার্‌ছো না? না পারার অপরাধ কি লুৎফা? মহল ছেড়ে কখনও এক পাও চলনি—

লুৎফা। আর আপনি? আপনিও কি কখনও প্রাসাদ ছেড়ে এক পাও কোথাও গেছেন পদব্রজে?

সিরাজ। না গেলেও, আমি পুরুষ—আমি পারি। কিন্তু, তুমি নারী—তায় বালিকা—

লুৎফা। না—না, আমি পার্‌বো—এখনও চল্‌তে পারবো। চলুন জনাব—আমি বস্‌বো না—

সিরাজ। না লুৎফা, একটু ব'সো—একটু জিরিয়ে নাও। চল্‌তে যখন বেরিয়েছি—চল্‌তে তো হবেই। জানি না এ চলার শেষ হবে কবে! [লুৎফা বসিলেন] না—না, হ'লো না—বসা আর হ'লো না লুৎফা!

লুৎফা। কেন প্রভু?

সিরাজ। ওই দেখ—কে আস্‌ছে! যদি আমাদের চিন্‌তে পারে?

লুৎফা। জনাব! সন্দেহ যখন হয়েছে, কাজ নেই এখানে থেকে। চলুন—আমরা চ'লে যাই। ওকি! ওতো একা নয়, পিছনে ওর অনেক লোক! যেন আমাদের লক্ষ্য ক'রেই আস্‌ছে। জনাব—জনাব! চলুন আমরা ওই বনের ধারে স'রে যাই।

সিরাজ। না লুৎফা, আর আমি কোথাও যাবো না। যারা আসে—আসুক, বিদ্রোহীর চর যদি হয়—হোক্, যদি আরও কিছু আমার পাওনা থাকে—তা আজই মিটিয়ে দিয়ে যাক্। আমি এখান থেকে সর্‌বো না—কোথাও যাবো না। লুৎফা—লুৎফা! আর আমি চোরের মত গা ঢাকা দিয়ে ছুটে বেড়াতে পারি না।

মীরকাশিম আসিলেন

মীরকাশিম। জনাব!

সিরাজ। একি, মীরকাশিম!

মীরকাশিম। জাঁহাপনা চ'লে আসায় মুর্শিদাবাদের সকলেই দুঃখিত।

সিরাজ। সকলে না হ'লেও—অন্ততঃ মীরজাফর—রাজবল্লভ—জগৎশেঠ—রায়দুর্লভ—উমিচাঁদ—মহম্মদীবেগ।

মীরকাশিম। এঁদের দুঃখিত হওয়া কি অন্যায় জাঁহাপনা? এঁরা সকলেই আপনার হিতৈষী।

সিরাজ। তা আমি জানি।

মীরকাশিম। তাই আমি সকলের অনুরোধে এখানে এসেছি—নবাব সিরাজদ্দৌলা বাহাদুরকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

লুৎফা। না—না, আমরা যাবো না—মুর্শিদাবাদে আর যাবো না।

সিরাজ। তা বল্‌লে কি আর চলে লুৎফা? যখন যাবার ডাক পড়েছে—যেতে আমাদের হবেই। ভেবেছিলুম—মুর্শিদাবাদ আমাকে ভুলেছে, তাই আজ আমাকে যেতে হ'চ্ছে দেশান্তরে। কিন্তু, না, সে তো আমাকে ভোলেনি, আমাকে তার ঠিক্ মনে আছে। এতদূরে চ'লে এসেছি—তবু সে ঠিক্ মনে ক'রে ডাক দিয়েছে আমাকে।

মহম্মদীবেগ আসিল

মহম্মদী। আপনাকে ছাড়া আর কাকে ডাক দেবে জঁাহাপনা? আপনি বলতে—মুর্শিদাবাদ, আর মুর্শিদাবাদ বলতেই আপনি। আপনার মত নবাবকে হারিয়ে মুর্শিদাবাদ স্থির থাকতে পারে?

সিরাজ। মহম্মদীবেগ! তুমিও এসেছে!

মহম্মদী। জঁাহাপনা আমাকে অনেকদিন তাড়িয়ে দিয়েছেন। অনেকদিন সেলাম দিতে না পারায়, প্রাণটা আমার ছটফট্ করছিল। তাই মীরকাশিম সাহেবের সঙ্গে এসেছি—জঁাহাপনাকে একটা লম্বা গোছের সেলাম দিতে।

সিরাজ। বেয়াদপ্! [সিরাজ উত্তেজিত হইলেন, লুৎফা তাঁহাকে ধরিলেন।]

লুৎফা। উত্তেজিত হবেন না—উত্তেজিত হবেন না।

সিরাজ। উত্তেজিত হবো না—উত্তেজিত হওয়া আমার সাজে না। মাঝে মাঝে ভুলে যাই লুৎফা! যে, আমার সে আমি আর নেই।

মহম্মদী। এখনো মেজাজ!

সিরাজ। মেজাজ! সিরাজ নবাবী মেজাজ নিয়ে ছুনিয়ায় এসেছে। সমস্ত হারালেও, ছুনিয়ার বুকে সে যতক্ষণ থাকবে,—মেজাজ তার বদলাবে না গোলাম,—ঠিক নবাবের মেজাজ নিয়েই থাকবে।

মীরকাশিম। এমন পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা নবাব সিরাজদ্দৌলার শোভা পায় না। ঘোড়া তৈরী রয়েছে—

মহম্মদী। বেগম সাহেবার জন্য তঞ্জামও এসেছে।

সিরাজ। ঘোড়া তৈরী রয়েছে—তঞ্জামও এসেছে,তাহ'লে যেতেই হবে মুর্শিদাবাদে! মীরকাশিম! তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, লুৎফাকে—

লুৎফা। কাকে কি বলছেন—কার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছেন—কেন গোলামের সামনে নিজেকে নামিয়ে ফেলছেন ?

সিরাজ। লুৎফা !

লুৎফা। যখন কখনো মাথা নীচু করেননি—আজও করবেন না ; আমাকেও নামিয়ে দেবেন না। আপনি যদি কবরে আশ্রয় নিতে পারেন শান্তির আশ্রয় ভেবে, আপনার জীবন-সঙ্গিনী লুৎফাও হাসিমুখে আশ্রয় নেবে জনাব। সেই কবরের মাঝেই।

মহম্মদী। আপনি কেন কবরে যাবেন বেগমসাহেবা ? আপনি যেমন ছিলেন—তেমনি সুখেই থাকবেন। সাহাজাদা মীরণ আপনাকে—

সিরাজ। মীরকাশিম—মীরকাশিম। আজ তুমি আমাকে বন্দী করতে এলেও তুমি আমার আত্মীয়, তোমার কটূক্তি হয়তো আমি সইতে পারি, কিন্তু সইতে পারি না তার কটূক্তি—যে একদিন আমার পায়ে জুতি পরিয়ে দিয়েছে।

মীরকাশিম। জাঁহাপনা। এখনি যাবার মর্জ্জি করলে—কারো কটূক্তি শুনতে হবে না আপনাকে।

সিরাজ। বটে। তবে আর আমাদের এখানে থাকতে দিও না—মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করো না। নিয়ে চল আমাদের মুর্শিদাবাদে—যত শীঘ্র হয়—যত শীঘ্র হয়।

মীরকাশিম। আমরা প্রস্তুত হ'য়েই আছি।

সিরাজ। আমিও প্রস্তুত। লুৎফা—

লুৎফা। জনাব ! যেতে হবে ?

সিরাজ। এতদূরে চ'লে আসার পরও যখন মুর্শিদাবাদ ডাক দিয়েছে—যেতেই হবে সেখানে। ওকি ! চোখে জল ? না—না, জল মুছে

ফেল লুৎফা—জল মুছে ফেল। আজ তো আমাদের কাঁদবার দিন নয় লুৎফা, আজ আমাদের হাস্‌বার দিন—আনন্দ কর্‌বার দিন। আস্‌বার দিন মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি চোরের মত লুকিয়ে—কিন্তু, আজ ফিরে চলেছি মুর্শিদাবাদে—ঠিক্ নবাবের মর্য্যাদা নিয়ে। আমি যাবো ঘোড়ায় —তুমি যাবে তঞ্জামে, আশে পাশে এরা যাবে প্রহরী—সশঙ্কিত হ'য়ে।

[লুৎফাকে লইয়া চলিলেন। মীরকাশিম, মহম্মদীবেগ তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন]

পাগল আসিল

গান

ওই যায়—ওই চ'লে যায়—
ওরে বাংলা! তোরে করি অসহায়।
চ'লেও চলিতে চরণ না চায়,
বারে বারে শুধু তোরই পানে চায়,
বুঝি মাটির নেশায়—
বুঝি বাংলা! তোরই মায়ায়—ওরে তোরই মায়ায়।
এখন যখন ছাড়েনি তোরে,
ফেরারে বাংলা ফেরারে ওরে,
ডাক দিয়ে ক'—যাওয়া কিরে হয়?
তোর ছায়া করে শান্তিময়,—
পড়িয়া পথে শ্যাম প্রান্তরে প্রাসাদ-শিরে কুটীর-গায়।

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

এক

মুর্শিদাবাদ—প্রাসাদ

লুৎফা আসিলেন

লুৎফা। কই—কই—কোথায় তিনি? কোথায় বাংলার নবাব—

মীরণ আসিলেন

মীরণ। বাংলার নবাব! হা-হা-হা! নবাবী তার ফুরিয়ে গেছে লুৎফা!

লুৎফা। আমার কাছে তাঁর নবাবী ঠিকই আছে। মুর্শিদাবাদে আনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'জনকে তফাৎ করেছ, আমাকে রেখেছ প্রাসাদে, কিন্তু জানি না কোথায় কি অবস্থায় রেখেছ আমার স্বামীকে —বাংলার নবাবকে।

মীরণ। সিরাজ আছে কারাগারে, এক নির্জ্জন অন্ধকারভরা কারাগারে। কিন্তু তুমি সুখেই থাকবে।

লুৎফা। নির্জ্জন অন্ধকারভরা কারাগারে! তবে সেই—সেই লুৎফার সুখের আগার। আমি এখানকার আলো সইতে পাচ্ছি না। সেই অন্ধকার কারাগারে—আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দাও তুমি।

মীরণ। তা কি পারি? তোমাকে সে কষ্ট সইতে দিতে কি পারি আমি?

লুৎফা। মীরণ!

মীরণ: তমি কেন সে কষ্ট সইতে যাবে? তুমি আমার দিল্-মহল

আলো ক'রে থাকবে—নবাবজাদা-বেগম হ'য়ে। পিতা অবসর নেওয়ার পর আমি সিংহাসনে বস্‌লে, তুমিই হবে বাংলার নবাব-বেগম।

লুৎফা। মীরণ—মীরণ! কি বল্‌ছো তুমি! তুমি আজ সম্বন্ধ ভুলে যাচ্ছ?

মীরণ। আমি দুনিয়া ভুলে যাচ্ছি লুৎফা! তোমাকে আজ কাছে পেয়ে—তোমাকে পাবো আশা ক'রে। মনে কর লুৎফা, সে অনেক দিনের কথা,—যখন তুমি বেগম হওনি, বাঁদী হয়েছিলে নবাব-হারেমে, তখন—তখন আমি তোমার অনুসরণ করেছি, তোমাকে পাবার আশায় আমি প্রাণের ভয় না ক'রে ছদ্মবেশে হারেমে ঢুকেছি।

লুৎফা। মীরণ!

মীরণ। সেদিন তোমার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, তবু—তবু তোমার আশা আমি ত্যাগ করিনি। একদিন তুমি আমার হবে—এই আশায় বুক বেঁধে, এতদিন অপেক্ষা ক'রে আছি। আজ কাছে পেয়েছি, প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও লুৎফা! তাহ'লে, আমি পিতার আদেশ অমান্য ক'রেও সিরাজকে রেখে দেবো—তাকে সরিয়ে দেবো না। বল, আমার প্রস্তাবে—

লুৎফা। তোমার প্রস্তাবে—মীরণ! তোমার প্রস্তাবে—লুৎফা পদাঘাত করে।

মীরণ। লুৎফা!

লুৎফা। স'রে যা—স'রে যা—

মীরণ। সিরাজের জীবন নির্ভর করছে আমার অনুগ্রহে।

লুৎফা। বটে! তবে শুনে রাখ্‌ মীরণ! নবাব সিরাজদ্দৌলা

সে জীবন রাখ্‌তে চাইবে না—যে জীবন তাকে রাখ্‌তে হবে—এক গোলামজাদার অনুগ্রহে!

মীরণ। সিরাজ আমার অনুগ্রহ চাইতে না পারে। কিন্তু,—তুমি? সিরাজকে বাঁচাবার জন্য তুমি আমার অনুগ্রহ চাও না?

লুৎফা। না—না, তোমার মত লম্পটের কুপ্রস্তাবে সম্মত হওয়ার চেয়ে, নিজের হাতে স্বামীর কবর খুলে দেওয়া গৌরবের।

মীরণ। বটে! তবে সে গৌরব পাবার আশায় কবর খোলার কষ্ট তোমায় কর্‌তে হবে না লুৎফা! মীরণ তোমার সে কষ্টের লাঘব ক'রে দেবে। মহম্মদী!

মহম্মদী আসিলেন

মহম্মদী। হুজুর!

মীরণ। পিতার হুকুম তামিল করার প্রয়োজন হয়েছে মহম্মদী!

মহম্মদী। তাহ'লে আসুন হুজুর কারাগারে—

মীরণ। না, আমি যাবো না সেখানে। তোমাকেই যেতে হবে—পিতার হুকুম তামিল কর্‌তে হবে।

মহম্মদী। আমাকে!

মীরণ। পার্‌বে না? একদিন গোলামী করেছিলে সিরাজের, তাই সঙ্কোচ হ'চ্ছে—নিমক্‌হারামীর ভয় জাগ্‌ছে?

মহম্মদী। সঙ্কোচ—নিমক্‌হারামীর ভয়! না, কিসের সঙ্কোচ—কিসের ভয়? আমি মালিকের নফর! মালিকের হুকুম তামিল করায় কেন হবে নিমক্‌হারামী? যখন আলিবর্দ্দী নবাব ছিল—তার হুকুম তামিল করেছি, যখন সিরাজ নবাব হয়েছিল—তার হুকুমে কত অন্যায় কাজও হাসিমুখে করেছি। আজ মীরজাফর বাহাদুর নবাব—আপনি

নবাবজাদা, বাংলার মালিক আপনারা, আজ আপনাদের হুকুমও মহম্মদী হাসিমুখে তামিল করবে।

মীরণ। তবে এখনি সিরাজকে সরিয়ে দাও—নবাবের কাছে আশাতীত ইনাম নাও—নিজেকে নবাবের খয়েরখাঁ ক'রে নাও!

মহম্মদী। যো হুকুম।

[চলিয়া গেল

লুৎফা। মীরণ—মীরণ!

মীরণ। তুমি তো আমার অনুগ্রহ চাও না?

লুৎফা। না, আমাদের বাঁচিয়ে রাখার অনুগ্রহ চাই না। শুধু একটা—একটা অনুগ্রহ চাই। সে অনুগ্রহে, তুমি আমার স্বামীকে সরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সরিয়ে দেবার হুকুম দাও।

মীরণ। তোমাকে সরাতে কি পারি লুৎফা? তোমার জন্যই যে তাকে সরানো। তাকে রেখে তোমাকে পাইনি, দেখি—তাকে সরিয়ে দিয়ে যদি পাই!

লুৎফা। মীরণ—শয়তান! করলে না—মরণ দেওয়ার অনুগ্রহও করলে না! না—না, দাঁড়াবো না এখানে। আমি নিজেই যাবো—

মীরণ। কোথায় যাবে?

লুৎফা। কারাগারে—আমার স্বামীর কাছে—স্বামীর যাত্রা-পথের সঙ্গিনী হ'তে।

[চলিয়া গেলেন

মীরণ। কারাগারে যাবে! কেমন ক'রে সন্ধান পাবে? না, যদি সন্ধান পায়—যদি কারাগারে যায়—যদি আত্মহত্যা করে! যেতে হবে—যেতে হবে—আমাকেও—

মীরজাফর আসিলেন

মীরজাফর। মীরণ! প্রাসাদে উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে?

মীরণ। হ্যাঁ পিতা।

মীরজাফর। তোমাকে চঞ্চল দেখ্‌ছি কেন পুত্র?

মীরণ। আমি চঞ্চল—পিতা!

মীরজাফর। আজ তোমার চঞ্চল হওয়া সাজে না পুত্র! রাজবল্লভ, রায়দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতি সমস্ত অমাত্যই উপস্থিত হয়েছে—আজ প্রকাশ্য দরবারে আমাকেই নবাব ব'লে ঘোষণা করতে। ওয়াটস্ সাহেবও অপেক্ষা করছেন আমাকে সম্বর্দ্ধনা করতে। দরবারের সময়ও হ'য়ে এসেছে, এখনি আমাকে দরবারে বস্‌তে হবে। যাও পুত্র, তুমি প্রস্তুত হওগে—প্রফুল্লচিত্তে দরবারে যাবার জন্য।

ওয়াটস্ আসিলেন

ওয়াটস্। Your Excellency Nawab Mir Jafarali Khan Bahadoor! (ইওর একসেলেন্সি নবাব মীরজাফরআলি খাঁ বাহাদুর!)

মীরজাফর। আসুন—আসুন বন্ধুবর! আশা করি আপনি সুখী হয়েছেন।

ওয়াটস্। No Your Excellency. (নো ইওর একসেলেন্সি) হামি খুসী হইটেছে না। হামি খুসী হইবে—When I shall see you on the Throne. (হোয়েন আই স্তাল্ সী ইউ অন্ দি থ্রোন্)

মীরজাফর। আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে—দরবারে বস্‌বার সময়ও হয়েছে। আমি এখনি দরবারে বস্‌বো।

ওয়াটস্। হামি আপনাকে Throne (থ্রোন্) এ ডেখিয়া হাঁসি করিয়া কাশিমবাজারে যাইবে। আবার হামি কাশিমবাজার কুঠী খুলিবে। আশা করে—You will treat me like a friend. (ইউ উইল ট্রিট মি লাইক্ এ ফ্রেণ্ড)

মীরজাফর। মীরজাফরখাঁ কোন দিনই ভুল্‌বে না যে, আপনারাই তাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন।

ওয়াটস্। Don't say so. That's God's gift. By the by, Colonel Clive (ডোণ্ট সে সো, ছাটস্ গডস্ গিফট। বাই দি বাই, কর্ণেল ক্লাইভ) জানিটে চাহেন নবাব সিরাজদ্দৌলার সাথে আপনি কিরূপ behaviour (বিহেভিয়র) করিটে চাহেন?

মীরজাফর। তাকে মুর্শিদাবাদে থাক্‌তে দেওয়া উচিৎ নয়। ভবিষ্যতে হয়তো বিদ্রোহের সৃষ্টি কর্‌তে পারে। তাই আমি স্থির করেছি, তাকে একটা জায়গীর দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দেবো, সে যেন সেইখানেই থাকে।

ওয়াটস্। Am too glad. (এ্যাম টু গ্ল্যাড) হামি খুস হয়েছে। Colonel Clive (কর্ণেল ক্লাইভ) আপনাকে জানাইটে কহিয়াছেন, সিরাজ যুদ্ধে হারিয়াছে—তব্‌ভি নবাব আছে, টিনি আশা করেন—you should treat Nawab like a Nawab. (ইউ সুড ট্রিট্ নবাব লাইক এ নবাব)

মীরজাফর। আমি তাই কর্‌বো। সে পরাজিত হ'লেও তার সঙ্গে নবাবের মতই ব্যবহার কর্‌বো।

ওয়াটস্। Nawab Jafarali Khan! (নবাব জাফরআলি খাঁ) হামি শুনিয়েছে—বহুট লোক আপনাকে Satan (শুটান) কহে কিণ্টু, আজ হামি বুঝিটেছে—আপনি Satan (শুটান) না আছে।

আপনি ভাল লোক আছে। You will be an ideal Ruler, (ইউ উইল বি এ্যান্ আইডিয়াল রুলার।)

মহম্মদীবেগ আসিল

মহম্মদী। নবাব! আমি কাম ফতে ক'রে এসেছি।

মীরজাফর। কি কাজ ফতে ক'রে এসেছ মহম্মদী?

মহম্মদী। সিরাজকে পাঠিয়ে দিয়েছি—

মীরজাফর। পাঠিয়ে দিয়েছ?

ওয়াটস্। Nawab Shiraj (নবাব সিরাজ) কে এখনি পাঠাইয়াছে? ভুল করিয়াছে—দোষ করিয়াছে। Colonel Clive (কর্ণেল ক্লাইভ) হামাকে Order (অর্ডার) করিয়াছে—Jafarali Khan Nawab Shirajddala'র (জাফরআলিখাঁ নবাব সিরাজদ্দৌলা) সাথে ভাল্ terms (টারমস্) ডেখাইবে টবে হামাকে মুর্শিদাবাদ ছাড়িটে হইবে। টাহাকে ফিরাইয়া আনেন—ফিরাইয়া আনেন—

মহম্মদী। কোথা থেকে ফিরিয়ে আন্‌বো সাহেব?

ওয়াটস্। যাঁহা পাঠাইয়াছ—টাহা হইটে আনিটে হইবে! You must carry out my order. (ইউ মাষ্ট ক্যারী আউট মাই অর্ডার)

মহম্মদী। কেমন ক'রে আর আন্‌বো সাহেব, আমি তাকে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি—দুনিয়ার বাইরে!

মীরজাফর। দুনিয়ার বাইরে! তবে হত্যা করেছিস্ সিরাজকে?

ওয়াটস্। What you say—What you say?

মীরজাফর। কে—কে তোকে হুকুম দিয়েছে?

মহম্মদী। আজ্ঞে, আপনি—

মীরজাফর। আমি—আমি হুকুম দিয়েছি ? [কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন]

ওয়াটস্। Oh Nawab Shiraj! Helpless—am really helpless! We never thought your end would come in this way. (ও! নবাব সিরাজ। হেল্লেশ—এ্যাম রিয়েলি হেল্লেশ! উই নেভার থট ইয়োর এণ্ড্ উড কাম্ ইন্ দিস্ ওয়ে)

মীরজাফর। বল্—বল্ কম্বক্ত! আমি হুকুম দিয়েছি সিরাজকে হত্যা করতে ?

মহম্মদী। আপনি আমাকে হুকুম করেননি, কিন্তু মীরণ সাহেব আমাকে বল্লেন যে, তাঁকে দিয়ে আপনি হুকুম করেছেন সিরাজকে সরিয়ে দিতে। আমি মীরণ সাহেবের হুকুমেই এ কাজ করেছি।

ওয়াটস্। Oh! Satan—Satan. All are Satans here! ও! শ্যাটান—শ্যাটান, অল্ আর শ্যাটানস হিয়ার।)

মীরজাফর। মীরণ!

মীরণ। আপনি শুনিয়েছিলেন—আজ দরবার শেষেই সিরাজকে সরিয়ে দিতে হবে এখান থেকে। আমার অপরাধ—আমি দরবারের পূর্ব্বেই—

মীরজাফর। সরিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছ মহম্মদীকে ? কিন্তু মূর্খ! তাকে সরিয়ে দেবো ব'লেছিলুম দুনিয়া থেকে, না—ভবিষ্যতে বিদ্রোহের আশঙ্কায় তাকে আমি সরাতে চেয়েছিলুম মাত্র এই মুর্শিদাবাদের বাইরে ?

মীরণ। আমি তা বুঝতে পারিনি পিতা!

মীরজাফর। কিন্তু, তোমার এই বুঝতে না পারায়, কত বড় একটা কলঙ্কের বোঝা মীরজাফরের মাথায় চেপে বস্লো—জান ?

ওয়াটস্। Fine play—Jafarali Khan! You are a nice player. I congratulate not the Nawab Jafarali Khan—but a great player Jafarali Khan. (ফাইন প্লে, জাফরআলি খাঁ! ইউ আর এ ভেরী নাইস প্লেয়ার। আই কন্‌গ্রাচুলেট নট দি নবাব জাফরআলি খাঁ—বাট এ গ্রেট প্লেয়ার জাফরআলি খাঁ) কিছু আগে আপনাকে ভাল মানুষ কহিয়াছে। হামি চিনিটে পারে নাই—তাই ওরূপ ভুল করিয়াছে। এখন বুঝিটেছে, বহুলোক যাহা কহে—আপনি টাই আছেন' You are a great Satan. (ইউ আর এ গ্রেট শুটান)

[চলিয়া গেলেন

মীরজাফর। মীরণ—মীরণ! আমি বুঝতে পার্‌ছি না তোমার এই ভুলের জন্য তোমাকে আমি কি শাস্তি দোব? কি তোমার যোগ্য শাস্তি হবে?

লুৎফা আসিলেন

লুৎফা। যোগ্য শাস্তি [হবে—যখন ওর মাথায় একখানা বাজ খ'সে পড়্‌বে!

মীরজাফর। কে—কে?

মীরণ। লুৎফা!

লুৎফা। 'এখনো—এখনো আমাকে চেনা যাচ্ছে? আমার স্বামী—বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁর আদরের লুৎফাকে এখানে ফেলে রেখে, একাই চ'লে গেছেন রক্তের স্রোতে ভেসে—

মীরজাফর। মহম্মদীবেগ! কি করেছিস্—কি করেছিস্! সে

রক্তের নদী আমি দেখিনি—তাতে ভেসে যেতেও তাকে দেখিনি—কিন্তু এখানেই যা দেখছি—তাতে এ পাষাণখানাও চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। মীরণ—মীরণ! দেখে আয় তো দরবারে গিয়ে সিংহাসনখানা কি কাঁপছে?

লুৎফা। কাঁপছে—কাঁপছে! যতদিন তার অস্তিত্ব থাক্‌বে—ততদিন সে কাঁপবে। কে কাঁপাবে জানো? নবাব সিরাজদ্দৌলা। কেন কাঁপাবে জানো? বড় ভালবাসতো সে বাংলাকে—বড় ভালবাসতো ওই বাংলার সিংহাসনটাকে! তোমরা তার দেহটাকে সরিয়ে দিলেও তার আত্মা এখান থেকে সর্‌বে না, বাংলার মায়া কাটিয়ে সে কোথাও যাবে না। তার অতৃপ্ত আত্মা দরবার ঘরেই থাক্‌বে—শ্রদ্ধার সিংহাসনটাকে সে পাহারা দেবে—বেইমান নফর তাতে বস্‌তে গেলে, সে ঠেলে ফেলে দেবে; যাতে হাহাকার ক'রে গড়িয়ে পড়্‌বে নিমকহারাম মাটির বুকে!

মীরজাফর। ওঃ!

[অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন,
মীরণ ও মহম্মদীবেগ ধরিয়া ফেলিলেন]

মীরণ। নবাব! নবাব!

মীরজাফর। নবাব নই—আমি নবাব নই। নবাব ছিল যে—তাকে তোরা সরিয়ে দিয়েছিস্; না—না, তোরা নয়, তাকে সরিয়ে দিয়েছি আমি—আমি—আমি! সিরাজ! বাংলার নবাব! সব কিছু অন্যায়—সব কিছু অপরাধ আমার—আমার। তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো না—সে ক্ষমতা—সে সাহস আমার নেই। বাংলা! সিরাজের

সাধের বাংলা ! তুই আমাকে শান্তি দে ! শান্তি দে ! অন্য কোন শান্তি নয়, শুধু এই শান্তি দে—যেন আমার অকীর্ত্তি তোর বুকে চিরজাগ্রত থাকে, সিরাজকে কীর্ত্তিমান ক'রে—সিরাজকে চিরস্মরণীয় ক'রে বাঙালীর বুকে জেগে থাকে—বাঙলার নবাব এসেছিল শুধু একজন, সে তাদের সিরাজ—সিরাজদ্দৌলা !

যবনিকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

পাষাণের মেয়ে তরুণ নাট্যকার শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইল। রুদ্রতেজে পাষাণ হইতে তারকাসুরের আবির্ভাব। ইন্দ্র চন্দ্র সহ তারক রণ। রণস্থলে শ্রীবিষ্ণুর আবির্ভাব ও পরাভব। মায়াবিদ্যায় তারকাসুরের লক্ষ্মীহরণ। দেবগণসহ লক্ষ্মীছাড়া নারায়ণের কাতর আর্ত্তনাদে ত্রিভুবন কম্পিত। গিরিরাজ-নন্দিনী কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুকে আশ্বাস প্রদান। জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া মহাকালের সাধনা—সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও হরগৌরীর মিলন এবং রুদ্র-তেজে পার্ব্বতীর গর্ভে কার্ত্তিকের জন্ম, কার্ত্তিক কর্ত্তৃক তারকাসুর বধ। মূল্য ২॥০

বাংলার মেয়ে বা বিজয় ডাকাত নট ও নাট্যকার শ্রীপরেশ-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নূতন ঐতিহাসিক নাটক। সগৌরবে "নটবাণীতে" অভিনীত হইতেছে। মহাস্থানাধিপতি নরসিংহের মহত্ত্ব, বিজয় ডাকাতের বীরত্ব ও উদারতা, মোরাদের দেশপ্রেম, দেশদ্রোহী চিন্ময়ের বিশ্বাসঘাতকতা ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন, নবাব ইব্রাহিম ও সুলতান শাহের ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের ছলে বাংলায় অভিযান, মাধবপালের পুত্রস্নেহ, বৌদ্ধরাজকুমার হরনাথের চক্রান্ত, রাজারামের সরলতা, রাণী শুভ্রা দেবীর প্রজাবাৎসল্য, প্রভৃতি ঘটনা সম্বলিত। মূল্য ২॥০ টাকা।

দস্যুকন্যা "রঘুডাকাত"-খ্যাত সুতীক্ষ্ণ সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের নূতন নাটক। মণিপুর—স্বাধীন মণিপুর।... সিংহাসনের অধিকারী দুটি রাজভ্রাতা—কল্যাণবর্ম্মা আর অনঙ্গবর্ম্মা—যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—অভিন্ন হৃদয়। বিদেশী শাসক ও লুণ্ঠকের শ্যেনদৃষ্টি স্বাধীন মণিপুরের ওপর! দুটি ভাইয়ের শৌর্যবীর্যে বার বার ব্যর্থ হয়ে যায় মগরাজ সংবার আক্রমণ। তবু মণিপুরের সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে ঘনালো অকাল দুর্যোগের কালো মেঘ। আসন্ন হয়ে উঠলো রাষ্ট্রবিপ্লব। শত্রু হয়ে উঠতে চাইল সেই অভিন্ন-মন দুটি রাজভ্রাতা।—কিন্তু কেন? এ কার চক্রান্তের ফল? দস্যুরাজ সংবা? বিক্ষুব্ধ তান্ত্রিক রুদ্রাচার্য্য? ভিন্‌দেশী অর্থপিশাচ বেণিয়া শেঠ ধরমদাস? চীনা রেশম-ব্যবসায়ী ওয়াং-হো? বহুরূপী উড়িয়া গুণধর? নিপীড়িত ব্রাহ্মণ-কবি বিনায়ক? প্রতিহিংসাপরায়ণা কবিজায়া করুণা? অথবা—মগরাজকন্যা মেয়ে বোম্বেটে বিচিত্র-স্বভাব আ-পিন? বিপ্লবী নাটক। মূল্য ২॥০ টাকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

রাজা সীতারাম শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক—সত্যম্বর অপেরায় সুযশের সহিত অভিনীত হইয়াছে। এই সোনার বাংলার বুকে অনেক সময় অনেক ঘরের ছেলে দেশের ডাকে জেগে উঠেছিলেন—দশের সাহায্যে বাংলার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সামান্য গৃহস্থের ছেলে সীতারাম রায়, যিনি আত্মশক্তিতে ভূষণা অধিকার ক'রে চঞ্চল করেছিলেন বাংলার নবাবকে—চঞ্চল করেছিলেন দিল্লীর বাদশাহকে, সেই সারা বাংলায় বাঙ্গালীর স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী—বাংলার গৌরব-রবি—রাজা সীতারাম রায়ের ঐতিহাসিক জীবন-কাহিনী। মূল্য ২।০ টাকা।

মুক্তিপথের যাত্রী শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। এই নাটকে দেখিবেন কেন স্বর্গদ্বারী জয়-বিজয় অভিশপ্ত অসুরদেহ ধারণ করিয়া ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ব্রহ্মার বরে প্রকারে অমর হইয়া কনিষ্ঠ অসুর হিরণ্যাক্ষ কি ভাবে মাতা দিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হিংসামন্ত্রে স্বর্গজয় করিয়াছিল। অহিংসা-মন্ত্রের উপাসক দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া কারাগারে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল। আরো দেখিবেন, নারায়ণের ছলনায় মায়ামুগ্ধ দানবরাজ হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীর প্রতি কামাসক্ত হইয়া তাঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিল, শেষে নারায়ণ বরাহমূর্ত্তিতে দানব বধ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষবেশী বিজয়কে শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। মূল্য ২।০ আড়াই টাকা।

যুগান্তর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব কাব্যবিনোদ প্রণীত। শূন্যে নহবৎ রব—চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্বজননী দুর্গাপ্রতিমা—সংসারে আনন্দের হিল্লোল——সেই শান্তির শুভ মুহূর্ত্তে মূক প্রাণীর বুকফাটা আর্ত্ত চীৎকার! কাঞ্চনের মোহে পতিপ্রাণার সতীত্বের গণ্ডী অতিক্রম! সাধুর নির্য্যাতন, মায়ের লাঞ্ছনা—আপাদ মস্তক শৃঙ্খলিতা মায়ের বুকের উপর প্রত্যক্ষ অগ্নিলীলা! ধর্ম্মের চরম অবমাননা! আকাশে দ্বাদশ সূর্য্যের আবির্ভাব! দুর্ভিক্ষ মহামারীর বিভীষিকা অট্টহাসি! ভূমিকম্পে বিশ্ব বিপর্য্যস্ত! মূর্ত্তিমান কলির তাণ্ডব নর্ত্তন! সেই দুঃসহ মুহূর্ত্তে ভারতে কল্কি অবতার অবতীর্ণ! দুর্নীতির বিনাশ—প্রকৃতির স্থির, পাপের পূর্ণধ্বংস! বিশ্বে অশ্রান্ত জলধারা! কলির অবসান! পৃথিবীর ক্রোড়ে সত্যযুগ! জগতে যুগান্তর! মূল্য ২।০ টাকা। প্রেমের পূজা—২।০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী, ৯৭।১এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

অভিনয় শিক্ষা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। কোন্ রস কি ভাবে পরিস্ফুট করিতে হয়—কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবভঙ্গির প্রয়োজন হয়—কোন্ স্থলে কেমন করিয়া অন্তর্নিহিত ভাবধারার বিকাশ করিতে হয়—তাহা সম্যকরূপে বুঝান হইয়াছে। বহু চিত্রসহ মূল্য ১৲।

জাহ্নবী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রণীত। অভিনয়ে চারিদিকে জয়-জয়কার। মহিমময়ী গঙ্গার পবিত্র কাহিনী, সাধনা ও ত্যাগের অবতার জহ্নুর অমানুষিক কার্য্য-কলাপ, গঙ্গা ও মহাদেবের বিরোধ। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

যদুপতি শ্রীমণীন্দ্রলাল ঘোষ প্রণীত পৌরাণিক নাটক। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী সৌভরাজ শাল্বের শিব-সাধনায় বর লাভ—শ্রীকৃষ্ণ সহ ভীষণ সংঘর্ষ। প্রতিহিংসাপরায়ণ বিদূরথের নির্ম্মমতার অভিনয়—মহাকালীর নিকটে নরবলিদান—মহাকালীর আবির্ভাব। গণিকা অলকার জীবনের যুগান্তর। দলেলোকে অভিনয় হয়। মূল্য ২।৹ আড়াই টাকা।

কবির কল্পনা শ্রীনন্দগোপাল রায় চৌধুরী প্রণীত। এই নাটকে মহাকবি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য রামায়ণের সীতা উদ্ধার পর্ব্বে—কেন সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত কারণ দেখান হইয়াছে। তারপর শিবদত্ত জাঠায় থাকা সত্বেও কি কৌশলে লবণ দৈত্য বধে শত্রুঘ্ন কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল, শূদ্র শম্বুক কি ভাবে রামভক্ত হইয়া বিপ্রাচারে বেদপাঠ করিয়াছিল, কেন রামরাজ্যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পতিত হইয়াছিল, কেন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত শম্বুককে নিজহস্তে বধ করিয়াছিলেন এবং পরে সীতার নিন্দা শুনিয়া কেনই বা আদর্শ সতী সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠাছিলেন, সমস্ত কারণ এই নাটকে দর্শানো হইয়াছে। মূল্য ২।৹ টাকা।

মায়ের দেশ শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত পৌরাণিক নাটক। দেশের গৌরব—দশের প্রিয়—বাংলার আদর্শ আর্য্য অপেরার অপূর্ব্ব গৌরবোজ্জ্বল সুবিরাট সত্যমূর্ত্তি নাটক। সংসারের অতুলনীয় যুদ্ধ কাহিনী মূল্য ২।৹ টাকা। শিব-সুন্দর—।৹ চাষের দাবী—।৹

রামানুজ—শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। সীতাহারা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুল উন্মাদনা—মাতৃহারা লব-কুশের হাহাকার—ছায়াসীতার আকুল আহ্বান—মহাকালের তাণ্ডব নর্ত্তন—শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণবর্জ্জন—উর্ম্মিলার সকরুণ বিলাপ—লক্ষ্মণের সরযূপ্রয়াণ প্রভৃতি ঘটনাবলিত। সচিত্র মূল্য ২।৹ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—